দোলের রং

(গীতিনাট্য)

— ননীলাল সুর

দেলেরা

গীতিনাট্য।

(ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত)



শ্রী[illegible]লাল শূর

প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA :

THE BENGAL MEDICAL LIBRARY.

Printed by Jagabandhu Dutt.

AT THE SULOV PRESS,

84, Upper Chitpur Road.

1908.



উৎসর্গ।



যাঁহাদের অদম্য উদ্যমে ও প্রাণপাত পরিশ্রমে বঙ্গদেশে বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়, জীবনের সহস্র সহস্র সহজ পথ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া যাঁহারা যৌবনাবধি নাট্য সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে জীবনপাত করিয়া আসিতেছেন, একমাত্র যাঁহাদিগের ঐকান্তিক যত্নে ও আন্তরিক অনুরাগে আজ বঙ্গীয় নাট্য-সমাজ সাহিত্য-জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে সেই সকল মহাত্মার পবিত্র-নামে এই ক্ষুদ্র গীতি-নাট্যখানি গ্রন্থকার কর্তৃক আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি—

বিনীত—

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

সেকেন্দর সাহ	...	...	বসোরাধিপতি।
ফিরোজ সাহ	...	...	ঐ উজির।
দেলদার	...	...	ফিরোজ সাহের পুত্র।
শা-ফরিদ	...	...	ফকির।
আলম সাহ	...	...	ইরাণের বাদসাহ।
দোস্তদার খাঁ	...	...	ঐ বয়স্য।
নুরুমিয়া	...	...	বাদসাহের উপবন রক্ষক।
আবদুল সওদাগর	...	...	দাস-ব্যবসায়ী।

উজির, সভাসদগণ, ক্রীতদাসগণ, ক্রীতদাসরক্ষক, বণিকগণ, জনৈক ফকির, রক্ষকগণ, দরবেসগণ, জনৈক গোলাম, হকিম, ইত্যাদি।

—০—

স্ত্রীগণ।

বেগম	...	...	সেকেন্দর সাহের পত্নী।
দেলেরা	...	...	ঐ কন্যা।
গুলনীহার	...	...	আলম সাহেব কন্যা।
দিলজান	...	...	[illegible]

সখিগণ, নর্তকীগণ, [illegible]



দেলেরা।

(গীতিনাট্য)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বসোরার বিলাস কক্ষ।

সেকেন্দর সাহ, ফিরোজ সাহ, ইয়ারগণ ও নর্ত্তকীগণ।

গীত।

নর্ত্তকীগণ। ফুলের সনে ফুলেরই মিলনে গেঁথেছি চিকণ হার।
উল্লাসে প্রাণ আপনই ধাইছে সোহাগে দিতে নব উপহার।
কে কোথায় আছ প্রেমিক সুজন,
এস পর গলে এ মালা মোহন,
প্রেমের সাগরে আপনি ভাসিবে বিরহ রবেনা আর।
হাসিবে, মজিবে আপন ভুলিবে প্রেমখেলা অনিবার।

ই। বাহবা! বাহবা। ছশো বাহবা! ছ হাজার বাহবা! ঢের গান শুনেচি, আর ঢের ঢের বাদসার সঙ্গে ঘুরেচি, কিন্তু এমন মধুর মিঠে আওয়াজ এ জীবনে বসোরা ভিন্ন আর কোথাও শুনলেম না। (ইয়ারগণের প্রতি) ভাই সকল! শুনছতো, কি মিঠি সুর! যেন আনারের মোরব্বা! কেয়া তোফা! কেয়া তোফা!

২য় ই। সত্যিই তো! সত্যিই তো! বাহবা কি বাহবা!

৩য় ই। দেখ ভাই সকল! তায়ফাদের গলার আওয়াজটা ঠিক যেন আঙ্গুরের সরবৎ।

৪র্থ ই। ঠিক বলেছ ভাই! ঠিক বলেছ! আমারও আন্দাজ কতকটা তাই!

সেকেন্দর সাহ। ভাই সকল! যথার্থই সেহেলীরা সুধাকণ্ঠী আমাদের আমোদ আহ্লাদের জন্যই খোদা এদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

সকলে। ঠিকতো! ঠিকতো!

১ম ই। (সেকেন্দর সাহের প্রতি) জাঁহাপনা! আপনার কথা আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত একদম সাচ্চা!

২য় ই। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) গাও! গাও! বসোরাধিপতির দেলখোস কর!

গীত।

নর্ত্তকীগণ। কোথায় সেজন যারই তরে মন, এতই ব্যাকুল হ'তেছে।
সে কেনরে হায়! এত নিরদয় যারই তরে প্রাণ কাঁদিছে॥
ঝিরি ঝিরি ঝিরি মলয় বহিছে,
ধিকি ধিকি ধিকি পরাণ দহিছে,
দর দর দর নয়ন ঝরিছে কোথা সে পাষাণ র'য়েছে—
মরম বেদনা সে কি তা বোঝেনা অবলা মজায়ে গিয়েছে॥

সকলে। তোফা! তোফা!

(শা-ফরিদের প্রবেশ, ইয়ারগণ ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

সেকেন্দর সাহ। (শা-ফরিদকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন পূর্ব্বক) আসুন! আসুন! আজ গোলামের কক্ষ পবিত্র হল!

শা-ফরিদ। একটী কাজ! বড়ই গুরুতর! এক দিকে আলোক, অপর দিকে আঁধার! এক দিকে হাসি! অপর দিকে কান্না! এক দিকে মঙ্গল, অপর দিকে অমঙ্গল!

সেকেন্দর সাহ। আজ্ঞা করুন, কি এমন কাজ! গোলামের দ্বারা সে কাজ কি সমাধা হ'তে পারে না?

শা-ফরিদ। সেকেন্দর সাহ! ফিরোজ সাহ! আমি বৃথায় আসি নাই! আমার উদ্দেশ্য মহৎ, কার্য্য গুরুতর! তোমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য নিশিযোগে আমার প্রতি খোদার স্বপ্নাদেশ হয়েছে, তাই আমি এরূপ অসময়ে তোমাদের কাছে এসেছি। খোদার আদেশ, আমার অনুরোধ তোমরা অবশ্যই রক্ষা ক'রবে।

সেকেন্দর সাহ। আজ্ঞা করুন, গোলাম এখনই সে কার্য্য সমাধা ক'রবে!

শা-ফরিদ। ফিরোজ সাহ!

ফিরোজ সাহ। (যথোচিত সম্মান পুরঃসর) আজ্ঞা করুন প্রভু! গোলাম আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত!

শা-ফরিদ। ভাল কথা! সেকেন্দর সাহ! তোমার কন্যা! আর ফিরোজ সাহ! তোমার পুত্র! উভয়ের মিলন, এই আমার আজ্ঞা! খোদার ইচ্ছা! এ আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রো না।

সেকেন্দর সাহ। (স্বগত) একি কথা! কি ভয়ঙ্কর আজ্ঞা! এ আজ্ঞা কি ক'রে পালন ক'রবো! উজিরজাদার সঙ্গে আমার কন্যার সাদি! অসম্ভব কথা! সাহজাদীর সাদি সাহজাদার সঙ্গেই হবে। উজির সামান্য চাকর

বইতো আর কিছুই নয়; তার পুত্রের সঙ্গে আমার কন্তার সাদি হবে! উজিরের কাছে আমার শির নোয়াতে হবে! তা কখনই হবে না! এ আজ্ঞা সম্পূর্ণ অসম্ভব (চিন্তা মগ্ন)

ফিরোজ সাহ। (স্বগত) মানের খাতিরে নীচ কুলে পুত্রের সাদি দোবো! তা কখনই পারবো না। সেকেন্দার সাহ বসোরার অধিপতি বটে, কিন্তু মানে, বংশমর্য্যাদায় আমাপেক্ষা শতগুণে হীন! হীন বংশে পুত্রের সাদি দোবো। না তা কখনই দোবো না!

শা-ফরিদ। সেকেন্দর সাহ! ফিরোজ সাহ! আমি বুঝেছি। তোমরা উভয়েই সম্মত নও! আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন, খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ! (ক্রোধে) অন্ধকার! অন্ধকার! চারিদিকে অন্ধকার! কেবল হাহাকার। কেবল হাকাকার! (শা-ফরিদের প্রস্থান।)

সেকেন্দর সাহ। (স্বগত) দেলেরাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দোবো তবু দেলদারের সঙ্গে সাদি দোবো না! শা-ফরিদ! আমার রাজ্যে বাস ক'রে, আমার সামনে এ কথা ব'লতে তোমার হৃদয় কি ক্ষণকালের জন্যও কম্পিত হ'ল না! তুমি কি তোমার জীবনে ভয় রাখ না। উজিরের উৎকোচ গ্রহণ ক'রে, আমায় এ জঘন্য প্রস্তাবে সম্মত ক'রতে এসেছিলে! আমি তোমার এ প্রস্তাবে পদাঘাত করি (প্রকাশ্যে ফিরোজসাহের প্রতি) উজির! আমি বড় ক্লান্ত হ'য়েছি, বিশ্রামের প্রয়োজন।

(সেকেন্দর সাহের প্রস্থান।)

ফিরোজসাহ। সেকেন্দর সাহ! তুমি যাই মনে কর, আমার জীবন থাকতে এ কার্য্য কোন মতেই হ'তে দোবনা। নীচকুলে পুত্র সমর্পণ ক'রব না! দেশ ত্যাগ ক'রতে পারি, কুলত্যাগ ক'রতেপারি না; বংশে কালি দিতে পারি না! ঐশ্বর্য্যের গৌরব ক্ষণকাল, বংশের গৌরব চিরকাল! খোদা! আজ একি ক'ল্লে! আজ একি শুনলেম, ফকিরের মুখে এরূপ নিদারুণ কথা কেন শুনলেম! ফকিরের আজ্ঞার অবমাননা হ'ল! কি জানি নসীবে কি আছে।

ফিরোজ সাহের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বেগমের কক্ষ।

(সেকেন্দর সাহ ও বেগমের প্রবেশ)

বেগম। তাতে আর দোষ কি! ফকিরের কথাটা অবহেলা কত্তে আমার যেন মনে নিচ্চেনা, কি জানি পাছে আমার দেলেরার কিছু হয়।

সেকেন্দর। দেলদারের সঙ্গে দেলেরার সাদি, আর আমার মুখে কালি পড়া দুই সমান! দেলদার যদি কোন নবাবজাদা হ'ত, তা হ'লে আমার আপত্তি থাকতো না, কিন্তু সে উজিরজাদা! কি ক'রে এ কাজ করি বল! দেলদারের সঙ্গে দেলেরার মিলনে আমার শির নীচু হবে।

বেগম। দেলেরা এখন যুবতী, বিবাহের উপযুক্তা, তার বিবাহ না দিয়ে এরূপ ভাবে আর কত দিন চুপ ক'রে থাকবে? ভাল কথা দেলদারের সঙ্গে না দাও ক্ষতি নাই কিন্তু পাত্রের জন্য দেশে দেশে লোক পাঠান তো উচিত।

সেকেন্দর। আমি কি নিশ্চিন্ত আছি মনে কর। সংসারে দেলেরা ভিন্ন আর আমাদের কোনও সন্তানাদি নাই! আমাদের যা কিছু দেলেরা! সেই দেলেরাকে আমি কি যে সে ঘরে দিতে পারি। বাদসাহের ধন বাদসাহই ভোগ ক'রবে; দেলেরা আমার চির সুখিনী হবে এই আমার ইচ্ছা! আমি কায়মনে ঈশ্বরকে দিবানিশি জানাচ্চি দেলেরা আমার রাজরাজেশ্বরী হ'ক। আমাদের বড় আদরের দেলেরা যেন চিরকাল আদরেই থাকে। ফিরোজসাহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আমার দেলেরাকে দেলদারের হস্তে সমর্পণ করি, তার এ আশা বাতুলতা মাত্র।

বেগম। উজিরজাদার সঙ্গে সাহজাদির সাদি আমারও যেন কেমন কেমন ঠেকে! হাজার হোক, আমরা তাদের মনিব, তারা আমাদের গোলাম মাত্র, গোলামের পুত্রের সঙ্গে মনিবের কন্যার সাদি, অসম্ভব। কিন্তু ঐ একটা বড় ভয় যে ফকির রাগ ক'রে গেছে।

সেকেন্দর। ফকিরের কথাছেড়ে দাও! সে নিশ্চয়ই ফিরোজসাহার ঘুস খেয়ে আমাকে ভোলাতে এসেছিল।

বেগম। দুনিয়া হ'ল কি? ফকিরও ঘুস খায়! ধর্ম্মকর্ম্ম একেবারে লোপ ক'র্ত্তে চায়।

সেকন্দর। ধনলোভ ভয়ঙ্কর! অর্থের লোভে লোকে সবই কর্ত্তে পারে, সাধু অসাধু সাজতে পারে, অসাধু সাধু সাজতে পারে। দুনিয়ায় অর্থে সত্য মিথ্যা হয়, মিথ্যা সত্য হয়। নইলে শা-ফরিদ আমায় প্রতারণা কর্ত্তে আসে, বল দেখি অর্থের লোভ কি ভয়ঙ্কর! শা-ফরিদ আমায় প্রতারণা ক'রে কখনই নিষ্কৃতি পাবে না, আমি উপযুক্ত শাস্তি দোব। ভণ্ডের ভণ্ডামি বসোরার সকল প্রজাকেই জানাব, তার পর তার নাক চুল কেটে রাজ্যের বার ক'রে দোবো।

বেগম। একটা কথা! এ কথাটা রাখতে হবে, ফকিরের অপমান করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ; যদি ফকির অর্থ লোভে এককাজ ক'রে থাকে, তাকে মার্জ্জনা করা আমাদের কর্ত্তব্য। কেন এ কথা বলচি কারণ আমরা একটা নিয়ে ঘর করি।

সেকেন্দর। রমণীর হৃদয় স্বভাবতই কোমল! পদে পদে ভয়ের আশঙ্কা! খোদা তোমাদের কি বস্তু দিয়ে সৃজন করেছেন তিনিই জানেন। দেলেরা কোথায়?

বেগম। সখীদের সঙ্গে উপবন ভ্রমণে গেছে।

সেকেন্দর। খোদা আমার দেলেরাকে রাজরাজ্যেশ্বরী কর আমার মনবাসনা পূর্ণ কর।

(সেকেন্দর সাহের প্রস্থান।)

বেগম। এ বিষয় ভয়ের কারণ যে ফকিরের অমান্য করা হয়েছে ফকির রাগ ক'রে গেছে; আরও এক কথা, দেলদারের সঙ্গে দেলেরার কি করে সাদি হতে পারে, এ সাদিতে আমাদেরও শির নীচু হবে, সম্রাট ঠিক বলেছেন,

হাজার হোক তারা আমাদের গোলাম বইতো আর কিছুই নয়, সম্রাটের ইচ্ছারবিরুদ্ধে কোন কাজই হবে না। খোদা আছেন তিনি যা কর্ব্বেন তাই হবে। তিনি মঙ্গলময় তিনি যা কর্ব্বেন সকলই মঙ্গলের জন্য যাই আমিও দেলেরাকে দেখে আসি।

(বেগমের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

দেলেরা ও সখীগণ।

গীত।

ফুটলো কলি জুটলো অলি বনের হরষে।
প্রাণে প্রাণ মেশামেশি প্রেম পরশে।
মধু আশে সদা আনাগোনা,
সে কেন শুনবে লো মানা,
প্রাণ দিয়ে তার বাসে ভাল সে কি জানে না—
যে যারে ভালবাসে সে যায় তার পাশে।

[illegible] সখী। (দেলেরার প্রতি) সই! আজ এমন বিমনা কেন? হাসচো না যে! আজ একি ভাব সই! বল সই প্রাণের কথা আমার খুলে বল!

দেলেরা। সই! আজ আমার কিছুই ভাল লাগচে না? এ সাধের দুনিয়া যেন আঁধার দেখচি! সন্ধ্যার মৃদু মন্দ

শীতল সমীরণে প্রাণে যেন অগ্নিধারা বর্ষণ ক'চ্চে! সই! আমার যেন কাঁদতে ইচ্ছে ক'চ্চে!

গীত।

সখীগণ। মনের মতন রতন পেলে।
বুকের নিধি বুকে ধ'রে যাই হেসে চ'লে।
কান্না, হাসি কত ছলনা,
প্রণয়ে সইতে হবে কত যাতনা,
পরের প্রাণে প্রাণ মেশাতে হেসে যেওনা—
(পীরিত) বুঝে করিস সামলে চলিস,
(শেষে) যাতনা যেন পায়ে ঠেলে।

(সখীগণের প্রস্থান।)

দেলেরা। নীল আকাশে চাঁদ হাসচে, চাঁদের সঙ্গে তারাগুলিও হাসচে! দুনিয়াও তাদের সঙ্গে হাসচে, সকলেই হাসচে! হাসচি না কেবল আমি! খোদা! আমায় এমনই ক'রে কবে হাসাবে। আমিও চাঁদের মত, তারার মত, দুনিয়ার মত হাসবো কবে।

গীত।

দেলেরা। মরমের ব্যাথা, মরমে চাপিয়া,
আর কত দিন রাখিব।
সদা হা হুতাশ, নীরব নিশ্বাস,
কত দিন আর কাদিব।
প্রাণের ভিতর, গুমে গুমে পুড়ে,
হ'য়ে গেছে ছার খার।
আঁখি জলে জ্বালা, কত নিবাইব,
সার হ'ল শুধু হাহাকার।

মনে করি ভুলি, স্মৃতি মুছে ফেলি,
পরের তরে কেন ভাবিব।
প্রবোধ মানেনা, অবোধ পরাণি,
(শেষে) অকূলে আকূলে ভাসিব।

(দেলেরার প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

(জনৈক ফকিরের প্রবেশ)

গীত।

সব খোয়াবহৈ দিলমে সোচনা কব দুনিয়া ছোড় চল দেঙ্গে।
ভাই, ভাতিজা, লেড়কা, লেড়কি সবকোই ছোড়কে ভাগেঙ্গে।
কোই নেহি যায়েঙ্গা সাথ
ন কৌহিসে মোলাকাৎ
একেলা আয়া একেলা যাওঙ্গে কোই নেহি সাথমে যায়েঙ্গে।
পড়া রহেগা লাল রৌসনি
দৌলৎ খানা দোস্তি আনি
দো দশ রোজমে সবকুছ ঠাও বেফয়দা সব রহেঙ্গে।

(প্রস্থান)

(শা-ফরিদের প্রবেশ)

শা-ফরিদ। এ দুনিয়া জীবের দুঃখের আগার! সেকেন্দর সাহ, ফিরোজ সাহ, আমার অপমান করেছ, খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেছ, উপযুক্ত প্রতিফল পাবে কেঁদে,

কেঁদে দিনপাত ক'রবে, তবে শা-ফরিদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। খোদা! মানুষের এত দম্ভ, এত অভিমান, এত হিংসা, এত পরশ্রীকাতরতা ছুদিনের জন্ম। অবোধ মানব আজ তোমার পবিত্র নাম ভুলে গিয়ে কেবল আমি, আমি, আমার, আমার ক'রে মোহ অন্ধকারে পড়ে, আমি উচ্চ, তুমি নীচ, আমি ধনী, তুমি নির্ধনী, আমি জ্ঞানবান, তুমি মূর্খ, আমি সাধু, তুমি তস্কর এই গর্ব্বেই মহা গর্ব্বিত। এ দুনীয়ায় যে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তা একবার ভুলেও ভাবে না। ফরিদ! বুঝবে, একদিন বুঝবে, সেই ভয়ঙ্কর দিনে সকলই বুঝবে, যে দিন আমার আমিত্ব টুকু একেবারে লোপ পাবে।

(শা-ফরিদের প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

দেলদারের রঙমহল।

ইয়ারগণ ও নর্ত্তকীগণ।

গীত।

তারারা, তারারা, রূপের ফোয়ারা।
ঝনরণ ঝনরণ বাজে পিয়ালা।
ভরা পিয়ালা চলে

পিলেও পিয়ালা বোলে—
দোস্তিকি দরিয়া চলে
দেলকি পিয়াস্ মিঠে
আসুক্ মোসক্ সে জান্ মাতুয়ারা॥

(দেলদারের প্রবেশ)

দেলদার। বাহবা! বাহবা! কেয়া রঙ্! কেয়া আশ্নাই কা ঢং! দেলকি রোসন! পিয়ালা পিলেও বোলে! দোস্তদার ভাই সকলে। গোলাবিয়া খালি কর! ওঠ, বোস, নাচ, গাও, নেহাৎ মুখ থুবড়ে থেকনা পড়ে! বাবা! এমন মজার চাঁদনি রাত্তিরটা আমোদ করে হেঁসে খেলে কাটিয়ে দাও! ঢাল, ঢাল, সরাব লয়াও।

১ম ই। (মদ্যপাত্র হস্তে) দেলদার ভায়া! থোড়া দাও মুখে, পেটে চলে যাক্ থাকবে সুখে, গুণ করবে ঝোঁকে ঝাঁকে।

দেলদার। বল কি! বল কি! সত্যি নাকি। (পান করিয়া) এ সরাব বড়া মজেদার! যেয়সা সরবৎ আনার! একদম দিলতর! কি বল! কি বল! বাহবা কি বাহবা! বেহতর! (১ম নর্ত্তকীর প্রতি) মেরা দোস্তিকি কলিজা! ভরা পিয়ালা খালি কর! হেলো দোলা! আর আমার দোস্তদের নিয়ে খেলা! বস্! তা হ'লেই দেলদার বহুৎ খুসি।

নর্ত্তকী। (পিয়ালা হস্তে) দেলদার সাহেব! একটু সরাব

দেল। এখুনি! এখুনি! তোমার হাতের সরাব পান কোরবো না! আমি তো আমি আমার বাবা শুদ্ধু পান ক'ত্তে বাধ্য! (পানান্তর) কেয়া তোফা! বড়া মিঠা! তোমাদের কোন্ খোদায় বেনিয়েছিল এইটিই ঠিক ক'রে উঠতে পারলেম না। কেয়া রঙ, কেয়া ঢং, কেয়া খুপসুরত! কেয়া ঠাট, কেয়া নাচ! কেয়া গানা! কেয়া মিঠি বুলি! আচ্ছা ভাইসকল বল দেখি! ঠিক ক'রে বল দেখি! তোমাদের আল্লার কিরে খোদার কসম! দেলদার মিঞার মত এ বসোরা সহরে আর কোন শালা তোমাদের এমন মজা দিতে পেরেছে না পারবে! মজা কর! মজা কর! দুনিয়া লুটিয়ে লোবো।

১ম ই। বাবা! ঢের ঢের সহরে ঘুরিচি ঢের ঢের মজা ক'রেছি, আর ঢের ঢের সরাব উড়িয়েছি, কিন্তু দেলদার মিঞা! বলতে কি তোমার মুখের ওপর ব'ললে খোসামদ করা হয়—তোমার মত কলিজাওয়ালা দোস্ত! তার ওপর এমন সরাব, তার ওপর এমন মজা, তার ওপর এমন সব মেয়ে মানুষ আর কোথাও দেখিনি, কোথাও পাইওনি বাবা!

দেল। (আহ্লাদে) বলতো! বলতো দোস্ত।

২য় ই। যাই বল আর যাই কও, দেলদারমিঞা ফূর্ত্তিতে বসোরার মালিক!

৩য় ই। আর দুদিন বাদ, সত্যি সত্যিই বসোরার মালিক হবে!

৪র্থ ই। দেলদার মিঞার দেলটা বড় সাচ্চা! জানের ভেতর মার পেঁচ নেই বাবা! যা মুখে বলা, তাই কাজে করা! বড় হুসিয়ার।

৫ম ই। বড়া হুসিয়ার দোস্তদার! দোস্তিগিরিতে মরা! আমরা কজন আছি ব'লে এখনও দেলদার মিঞা দুনিয়ায় আছে, নইলে এত দিনে কবে দেওয়ানা হ'য়ে যেত!

৬ষ্ঠ ই। তাইতো! তাইতো! এমন দোস্ত না হ'লে কি দোস্তি-গিরিতে মজা আছে! দুনিয়া ঘুরে এস! দেলদার মিঞার মত একটিও আদমি পাবে না বাবা!

দেল। (ইয়ারগণের প্রতি) ভাই সকল! তোমরা আমার জানের জান! তোমরা বড় সাচ্চা আদমি। তোমরা যা চাও, আমি তাই দোবো! তবে বান্দাকে প্রতিদিন এমনি ক'রে খুসি ক'রে যেতে হবে বাবা! (হাস্য)

১ম ই। কি জান ভাই দেলদার মিঞা! এই পেটের জ্বালা বড় জ্বালা! তার ওপর আবার মাগ, ছেলে! এ দিকে কিছু না থাকলে ফূর্ত্তি কি চলে! দিয়ে দাও কিছু রেস্ত! জানবো তবে পাকা দোস্ত! পায়ের ওপর পা দিয়ে সারা দিনটা তোমার কাছে পড়ে থাকবো।

দেল। (আগ্রহে) দোস্ত। তুমি কি চাও বল! আমি তাই দোবো।

২য় ই। দেলদার মিঞা! তুমি হচ্চ বড় ঘরের ছেলে! আমির লোক! তায় আবার আমাদের দোস্ত! তুমি হাত ঝাড়লেই পর্ব্বত।

দেল। (আগ্রহে) কি চাও বল, আমি এখনই দোবো! আসরফি চাও, জমা জমী চাও, বাড়ী চাও, ঘর চাও, বাগীচা চাও, মেয়ে মানুষ চাও, কি চাও বাবা! বল আমি

তোমাদের তাই দোবো! ছনিয়ার দোস্তিগিরী ক'রে তারপর কবরে যাব! বাবা, নাম থেকে যাবে।

১ম ই। তাত ঠিক! তাত ঠিক! দেলদার মিঞা তোমার দেলটা বড় উঁচু! তুমি বড় সিদে লোক! দোস্তগিরিতে একেবারে পাকা! তাই আমি চাই কিছু নগৎ! ছহাজার দাও! দশ হাজার দাও! তার ওপর প্রাণের দোস্ত ভেবে আরও কিছু বেশী ক'রে দাও, রাজী বই গররাজী হব না! একলা ব'য়ে না নিয়ে যেতে পারি, ছটো বল, দশটা বল, গাধা ভাড়া ক'রে নিয়ে আসবো! তুমি যখন এত দিতে পারচো তখন আর কোন মুখে গাধারও ভাড়াটা না দেবে বল!

দেল। তাই দোবো! এই নাও আমার আংটী নাও! এর দাম বিশ হাজার আসরফি!

(অঙ্গুরি প্রদান)

১ম ই। (অঙ্গুরি লইয়া বিস্ময়ে) বলি, দিলেতো! দিলেতো! কেউ ধ'রবে নাত', কেউ ধরবে নাত'! তবে দেলদার মিঞা বহুত বহুত সেলাম, এখন যেতে পারিতো।

(প্রস্থানোদ্যত)

দেল। নির্ভয়ে যাও, কোন ভয় নেই!

১ম ই। সেলাম! সেলাম দেলদার মিঞা! (স্বগত) আজকার মুখ দেখে উঠেছিলেম!

(১ম ইয়ারের প্রস্থান)

দেল। (২য় ইয়ারের প্রতি) বল দোস্ত তুমি কি চাও?

২য় ই। (স্বগতঃ) দেখে শুনেই অবাক! যা চাই, তা পাই!

এখন কোনটা চাই, কোনটা না চাই! ভাবনা বড় বালাই! যা হোক একটা নিয়ে পালাই! (প্রকাশ্যে) দেলদার মিঞা! যদি দাওতো চাই! আমি সেই তোমার দরিয়ার ধারের বাড়ী খানি চাই! দোস্তকে দেবে অসময়ে উপকার পাবে; বাড়ী খানি দাওতো ভাই আমি তোমায় সেলাম ক'রে ঘরে যাই।

দেল। যাও, নাও গে।

২য় ই। কাগজে কলমে করা চাই! মুখের কথায় যদি না পাই।

দেল। দোস্ত! তুমি জাননা। জবান আমার কাগজ কলম!

২য় ই। (আগ্রহে) তা যদি হয়! তবে ত সব গোল মিটে যায়! সেলাম, সেলাম দেলদারমিঞা! (স্বগত) আজ না জানি কার মুখ দেখে ঘুম ভেঙ্গেছিল।

(২য় ইয়ারের প্রস্থান)

৩য় ই। দেলদারমিঞা! আমি তোমার প্রাণের দোস্ত! বড় কিছু চাইনি! তবে দাও যদি বাগিচাখানি! এটা তোমার মেহেরবাণী!

দেল। তার জন্যে প্যানপ্যানানি! দেলদার থাকলে বেঁচে, বাগীচা বানাবে ঢেলে ছেঁচে।

৩য় ই। সেলাম তোমায় বহুত, বহুত! দেলটা তোমার বড়ই নিখুঁত! (স্বগত) কাকে দেখে আজ রাতটা পুহিয়েছিল।

(৩য় ইয়ারের প্রস্থান)

৪র্থ ই চাষ বাশেতে রাজী আমি! দাও যদি কিছু জমা-জমী! খেতে শুতে উঠতে বসতে, দোয়া মাগবো খোদার

কাছে! বলিহারি তোমার কলজেখানা দোস্তদার ব'লে গেছে জানা।

দেল। নাওগে যাও সব জমাজমী!

৪র্থ ই। সেলাম করি দোস্তদার! তুমিই মালিক দুনিয়ার।
(স্বগত) আজ ঘুম ভেঙ্গেছিল লাভের জন্য।

(৪ই ইয়ারের প্রস্থান)

দেল। (৫ম ইয়ারের প্রতি) দোস্ত! তুমিও কিছু চেয়ে ব'সো দেলদার আজ খয়রাৎ ক'র্ত্তে ব'সেচে।

৫ম ই। তাইতো! সেই রকমতো দেখচি! একান্তই দেবে! না দিয়ে ছাড়চো না! দাও কিছু নগত রেস্ত! পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাই, আর দিবানিশি তোমার নাম গাই।

দেল। (৫ম ও ৬ষ্ঠ ইয়ারের প্রতি) এই নাও এক চিজ! (হীরক খণ্ড দিয়া) বেচে নিয়ে বাজারেতে, বকরা কর দুজনেতে।

উভয়ে। সাবাস দোস্ত দেলদার! মালিক হও দুনিয়ার

(উভয়ের প্রস্থান)

১ম নর্ত্তকী। ওরাতো সব আপনার আপনার বুঝে নিয়ে গেল, এখন আমাদের উপায় কর।

দেল। তোমরা আমার জানের জান! তোমাদের জন্যে জানটা মজুত! নাও সকলে মিলে ভাগ ক'রে নিয়ে যাও।

২য় নর্ত্তকী। কথায় কুলোয় না! জান নিয়ে কি আমরা শুকে যাব; তা হবে না!

৩য় নর্ত্তকী। আমাদের বেলায় দেলদার মিঞার হাত থেকে কিছু বেরুচ্চে না।

। (অন্য নর্ত্তকীর চিবুক ধরিয়া) বয়ে কি পায়া জান !

নর্ত্তকী। ঠিক হ'লেচে !

। হাঁরে, জরুরৎ সব তোমাদের, ভাবচো কেন গুলবদনী।

নর্ত্তকী। সেলাম ! সেলাম ! তবে কবে পাব !

দেল। কাল এসে এম্নি ক'রে নেচে গেয়ে সব চুকিয়ে নিয়ে যেও।

ষষ্ঠ নর্ত্তকী। ভাল কথা। তাই হবে ! চললো চল ! কাল এসে নিয়ে যাব ! দেলদার মিঞাতো আমাদের ঘরের লোক ! সেলাম দেলদার মিঞা ! তবে এখন আসি।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

দেল। নিয়ে থুয়ে সকলেই ফাঁক ! নাচঘর আমার খাঁ খাঁ ক'র্ত্তে লাগলো ! একি বেয়াড়া বাবা এ'ত ঠিক হ'ল না ; চলে গেল নাকি ! (অগ্রসর) তাইতো সবাই সরলো একটু চক্ষু লজ্জাও ক'ল্লে না ! এখন আমি একলা পড়ে পড়ে আসর জাগাই ! (শয্যায় উপবেশন) আজ আমার খয়রাতের পালা শেষ হ'লো ! খয়রাতটা করলেম বড় মন্দ নয় ! যা হবার তা হ'য়ে গেছে, খোদা যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য ! (শয়ন)

(দেলেরার প্রবেশ)

দেলেরা। দেলদার !

দেল। (শয্যা হইতে উঠিয়া) কেও ! (দেলেরাকে দেখিয়া) দেলেরা এসেচ ! দেলেরা ! এমন সময় তুমি হেথায় কি ক'রে এলে।

দেলেরা। এসে পড়লেম !

দেল। কেন দেলেরা !

দেলেরা। তোমায় দেখতে এলেম!

দেল। দেলেরা! তুমি আমায় দেখতে এসে চ! বেশ ক'রে চ! তবে ভাল ক'রে প্রাণ ভরে মনের সাধ মিটিয়ে দেখে নাও!

দেলেরা। দেলদার! আজ তুমি বড় দাতা হ'য়েচ! যে যা চাইচে তাকে তাই দিচ্চো!

দেল। কে বল্লে দেলেরা! কে বললে?

দেলেরা। কেন যাদের দান ক'রে চ তারাই বলতে বলতে যাচ্চে!

দেল। আমার নাম কর্ত্তে কর্ত্তে যাচ্চে!

দেলেরা। হাঁ! আমি তোমার কাছে কিছু ভিক্ষা ক'রতে এসেচি! আমায় কিছু দাও।

দেল। দেলেরা! তোমায় কিছু দিই, এমন আমার কি সাধ্য আছে! তুমি সাহাজাদী! আর আমি সামান্য উজির-জাদা মাত্র!

দেলেরা। লোকের কাছে আমি সাহজাদী বটে! কিন্তু তোমার কাছে আমি সামান্য মাত্র! দেলদার! আমি পাব ব'লে বড় আশায় হাসি মুখে তোমার কাছে এসেছি, আমায় কাঁদিয়ে ফিরিও না।

গীত।

দেলেরা।

আশা দিয়ে দৈলনাহে পায়।
আশায় বেঁধেছি প্রাণ ভাসাওনা নিরাশায়।
তুমি যে হৃদয় মণি
মনে আমি ভাল জানি
তোমা হারা দিশে হারা কাঁদি মন বেদনায়—
হৃদয়ে জড়িত আশা প্রাণ সদা তোমা চায়।

[illegible]। ছেলেরা! এ জীবনের সার বস্তুই তো তোমায় দিয়েছি! তার কাছে ত এ দুনিয়ার কোন বস্তুরই তুলনা হয় না! ছেলেরা! আমি বড় সাধে স্বহস্তে অতি যত্নে আশা বৃক্ষ রোপণ ক'রেছি! বল ছেলেরা আমি সুফল পাব!

(ছেলেরার হস্ত ধরিয়া জেলদারের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

উদ্যান সংলগ্ন পথ।

ফিরোজ সাহ ও শা-করিমের প্রবেশ।

শা-ক। ফিরোজ সাহ! আমি এখনও বলচি মত কর; নতুবা শেষে কাঁদতে হবে!

ফিরোজ। (বিনীত ভাবে) কি ক'রে মত করি বলুন! উচ্চ কুলে নীচ কুলে পুত্র সমর্পণ কর্ত্তে পারি না! বংশে কালি দিতে পারি না! আপনি বুঝুন! বংশমর্য্যাদা আগে না সামান্য ধনরত্ন আগে।

শা-ক। ও বুঝেচি! তুমি কোন মতে রাজী নও! যদি তুমি রাজী না হও খোদার কাছে তোমায় দোষী হ'তে হবে! তোমার জীবনের সুখ শান্তি জন্মের মত চলে যাবে! তোমায় কেঁদে কেঁদে দিন যাপন কর্ত্তে হবে! শা-করিমের বাক্য কোন মতে লঙ্ঘন হবে না।

ফিরোজ। (বিনীত ভাবে) কসুর মাফ্ করুন! গোলামের উপর অযথা ক্রোধ প্রকাশ কর্ব্বেন না!

শা-ক। (ক্রুদ্ধভাবে) ফিরোজ সাহ! তুমি জান তুমি কে? আপনাকে আপনি ভুলে গেছ! আরে মূর্খ জীব! সুখ ঐশ্বর্য্যে মত্ত হ'য়ে খোদার নাম ভুলে গিয়ে উচ্চ, নীচ বিচার কর্ত্তে উদ্যত হ'য়েছ! দুনিয়ার জীব স্বইচ্ছায় দুঃখ ভোগ কর্ব্বে, আর খোদাকে দোষ দেবে! ফিরোজ সাহ! ঐ দেখ অতি নিকটে তোমার চক্ষের সম্মুখে ঘোর অন্ধকার! তোমার চারিদিকেই অন্ধকার! চির জীবনের মত এ অন্ধকারে থাকতে হবে! আর আলোক দেখতে হবে না! অন্ধকার! অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার বাকি শুধু তোমার হাহাকার!

(শা—করিমের প্রস্থান।)

ফিরোজ। খোদা! তুমি সাক্ষী! নফরের যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে নিজগুণে মার্জ্জনা কর! আমার ধন যাক্ এ সংসারে মান থেকে যাক্। আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার যাক্, যে যেখানে আপনার বলতে আছে সকলেই যাক্! আমি কিছুই চাই না! কেবল মাত্র এইটী চাই! আমার বংশগৌরব চিরকাল সমভাবে থাক! এ দুনিয়ায় আর আমি কিছুই চাইনা। নসীবে যা আছে তা হবেই, ভেবে কি ক'রবো।

(ফিরোজ-সাহের প্রস্থান।)

 (ইয়ারগণের প্রবেশ)

১ ই। দেখ্ ভাই! দেলদার বেটার নজরটা ভারি ছোট!

১ম ই। বাবা! কানা মুরগী মোল্লাকে দান! বেটা ভারি ছোট লোক! বেটা ভারি ছোট লোক!

সকলে। সত্যিই তো! সত্যিই তো!

১ম ই। লিখে দিলুম কচুপাতে ঘুরে মরগে যা পথে পথে! কেমন ভায়া ঠিক না!

সকলে। ঠিক ব'লে ঠিক! আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত ঠিক!

১ম ই। এর নাম খয়রাৎ! এমন খয়রাৎ আমরাও দিতে পারি! কি না কিছু টাকা! কি না এক রত্তি জমী! কিনা একটু বাগান! এই হ'ল মিঞার খয়রাৎ! এ কথা মনে ভাবলেনা, যে আমরা তোর সঙ্গে ব'সে আমোদ আহ্লাদ ক'রেচি! তোর সঙ্গে খানা পিনা ক'রেছি! তোর কপালের ভারি জোর যে আমাদের মত লোক পেয়েছিলি!

সকলে। ঠিক তো! ঠিক তো!

১ম ই। দেখ ভাই! আর বেটার ভিটে মাড়ান হবে না, কি জানি যদিই কোন দিন খয়রাৎ ফিরিয়ে নেয়! তা হ'লে ত ঠকতে হবে!

সকলে। হবে বই কি! হবে বই কি! আর বেটার ভিটে মাড়াচ্ছিনি!

১ম ই। যা পেয়েচি তাই লাভ! তবু নিন্দে কর্ত্তে ছাড়বো না! নিন্দে না ক'রলে আমাদের খয়রাতি জিনিষ নেওয়াই মিথ্যে। কেমন না!

সকলে। তাত বটেই! তাত বটেই! তা না হ'লে নেওয়াই মিছে!

(সকলের প্রস্থান।)

সপ্তম দৃশ্য।

দেলদারের শয়ন-কক্ষ।

[দেল]দার। আজ আমার প্রাণটা এমন উড়্ উড়্ ক'চ্চে কেন! মনে হ'চ্চে দুনিয়া যেন ঘুরুচে, আমিও তার সঙ্গে বেশ ঘুরুচি, ঘুরে ঘুরে আমার যে ঘোর লেগে গেল। এ সময় একবার দেলেরা আস্‌ত', তা'হলে দেলেরাকে নিয়ে ঘোরা প্রাণটা অনেকটা সুস্থ হ'ত, দেলেরা কি আমায় ভালবাসে, হাব ভাবে অনেকটা মালুম হয় যেন ভালবাসে, তারপর তার মনের ভাব সে জানে আর খোদা জানে, কিন্তু আমি যে এ দিকে তাকে ভালবেসে ফেলেছি, এখন কি করি! না—ভালবেসে বড় ভাল কাজ করিনি, যদি দেলেরা ফাঁকি দিয়ে চলে যায় তা হ'লে আমি কি ক'রবো, নসীবে যা আছে তাই হবে, মিছে ভেবে কি হবে,' উঃ! আজ নেশাটা বড় জবর হ'য়েচে, পা, হাত ক্রমে ক্রমে এতকা দিতে সুরু ক'রেছে, আরত দাঁড়াতে পাচ্চিনি, একটু বসি, (শয্যায় উপবেশন) এখন একটু নিদ্রা যাই, দেলেরা! প্রাণেশ্বরী! আমার জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি কোথায়, জানিনা তুমি কি ভাবে আছ। (শয়ন ও নিদ্রা)

(জনৈক গোলামের প্রবেশ)

[গো]লাম। (দেলদারকে দেখিয়া) তাইতো উজিরজাদা যে ঘুমিয়ে পড়েচে, সারা রাত নেশা ক'রে ভোরাই হওয়ায় একেবারে সটান দেখচি, কি ক'রেই বা ডাকি,

আবার না ডাকলেও নয়, এগুলেও কোতল, পেছুলেও কোতল, দাসত্ব করা কি পাপের ভোগ, এখন কি করি, চলে যাব, না, একেবারে ডেকে নিয়ে যাব। তাইতো কি করা যায়, এ এক মহা ফেরে পড়লেম, ডেকেই নিয়ে যাই! (দেলদারকে জাগ্রত করিতে উদ্যত) হুজুর! হুজুর!

দেলদার। (নিদ্রাঘোরে) কেও! দেলেরা! দেলেরা এসেচ প্রাণেশ্বরী দেলেরা অভাগা দেলদারের সর্ব্বস্বধন

গোলাম। (বিস্ময়ে স্বগত) ও বাবা! এখন কি করি, পালাতেই তো হ'ল দেখচি, নইলে আর উপায় নাই! কি জানি বাবা, যদি আমাকেই ধরে' তা হ'লেই তো গেছি, কিন্তু এসে একটা বড় কাজ গুচিয়েছি! শুধু পিরীতের সন্ধানটা পেয়েছি! নিশ্চয় সাহাজাদী দেলেরার সঙ্গে দেলদার মিঞার আস্নাই হয়েছে, ভালই হ'য়েছে, এখন আর একবার ডাকা যাক্! (দেলদারকে জাগ্রত করিতে উদ্যত) হুজুর উঠুন! হুজুর!

দেলদার। (নিদ্রাভঙ্গে স্বগত) কে বাবা! এযে পুরুষের গলার আওয়াজ, আমি কি স্বপ্ন দেখছিলেম, তা হ'তেও পারে, কিন্তু এ আওয়াজতো মেয়ে মানুষের মিঠে গলার নয়, (উপবেশন পূর্ব্বক চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে) কে গোলাম। এত রাত্রে তুমি হেতায় কেন?

গোলাম। হুজুর! বিশেষ প্রয়োজন, মনিব আমায় ডাকতে পাঠিয়েছেন, বান্দার বেয়াদপি মাফ্ হয়।

দেলদার। (স্বগতঃ) তবেই গেছি, এখন যাই কি ক'রে

নেশাতো ছাড়েনি, এমন সময়ে পিতার ডাক হ'ল কেন, বিশেষ প্রয়োজন, কিছুই তো বুঝতে পাচ্চিনি, প্রাণের ভেতর যেন খুঁত খুঁত ক'রচে, গত রাত্রে দেলেরাকে রঙ মহলে দেখেছিলেন নাকি? তা হ'লেই তো আরও গেছি, (শয্যা হইতে উঠিতে উপক্রম ও পুনরায় উপবেশন) এক পাওতো চল্‌তে পারচিনা, কি ক'রে যাই, না এখন যাওয়া হ'লনা (প্রকাশ্যে গোলামের প্রতি) গোলাম! পিতাকে বুঝিয়ে বলগে যে দেলদার এখন বড়ই অসুস্থ, কাল প্রাতেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবো। কসুর মাফ ক'রতে ব'লবে। (শয়ন)

গোলাম। বহুত আচ্ছা, আপনি আরাম করুন, আমি গিয়ে বুঝিয়ে বলচি।

[গোলামের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

নিভৃত কক্ষ।

ফিরোজসাহ।

ফিরোজসাহ। দেলদারকে আর এখানে রাখা কোন মতে ভাল বোধ কচ্চিনা, শীঘ্রই দেশান্তরে বাণিজ্যের জন্য পাঠাতে হবে! তা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। দেলদারের সঙ্গে দেলেরার বিবাহ না দেওয়াই আমার

উদ্দেশ্য ; পুত্র আমার সামান্য ফকিরের মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে খাবে আমি তাও দেখতে পারবো তবু বংশমর্য্যাদা হারিয়ে রাজসিংহাসনে ব'সলেও আমার কখনই সহ্য হবেনা। দেলদারকে শীঘ্রই সিরাজসহরে বাণিজ্যের জন্য পাঠাব। সিরাজসহরে দেলদারের মাতুল একজন গণ্যমান্য ধনবান ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী তার কাছে ব্যবসা বাণিজ্য শিখতে পারলে, দেলদার ক্রমে একজন ব্যবসায়ী ধনবান ব্যক্তি হ'তে পারবে তার কোনও সন্দেহ নাই। সিরাজসহরে তার মাতুলের কাছে থাক্‌লে আমারও বিশেষ কোন ভাবনা হবেনা আমিও এখানে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারবো।

(দেলদারের প্রবেশ)

(দেলদারকে দেখিয়া) দেলদার ! বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য কালই তোমার সিরাজসহরে যেতে হবে।

দেলদার। (আশ্চর্য্যে) কি কার্য্য পিতা ?

ফিরোজসাহ। বাণিজ্যের জন্য তুমি জান সিরাজসহর প্রসিদ্ধ সহর ! সেথায় তোমার মাতুল একজন প্রসিদ্ধ বণিক, ধনবান ব্যক্তি, তাঁর কাছে বাণিজ্য শিক্ষা কর এই আমার একান্ত ইচ্ছা। শিক্ষা ক'রলে ক্রমে তুমিও তোমার মাতুলের সমকক্ষ হ'তে পারবে ! আমি আর ক'দিন আছি বল, জন্মাবধি আমোদ আহ্লাদে কাটিয়েছ, এখন হ'তে বাণিজ্যে মন দিলে ভবিষ্যতে তোমার সুখের অবধি থাকবে না।

দেলদার। কালই যেতে হবে ?

ফিরোজসাহ। হাঁ কালই যেতে হবে, তোমার মাতুল তোমার জন্য আমায় পত্র লিখেছেন, আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হ'য়ে কালই তোমার যাবার সমস্ত সুবন্দোবস্ত ক'রেছি, কাল দিনও ভাল আছে।

দেলদার। (স্বগত) যা ভেবেচি, তাই হ'ল, দেলেরা! দেলেরা! আর বুঝি দেখা হ'ল না।

[অধোবদনে দণ্ডায়মান।

ফিরোজসাহ। দেলদার!! চুপ ক'রে রইলে যে, মা বাপের কাছ ছাড়া হ'তে ইচ্ছা নাই, আমি বুঝেছি, কিন্তু ভাব দেখি, মা বাপ এ দুনিয়ায় ক'দিন! তবে যতদিন আছেন ততদিনই সুখ, তা'বলে নিজের ভবিষ্যত উন্নতির পথ রুদ্ধকরা কোনমতেই উচিত নয়! বাপ, মা পুত্র কামনা করে; কেন করে? সুখী হবার জন্য। পুত্রের কাজ বাপ মাকে সুখী করা, পুত্রের একদিন সুখ দেখেও বাপ মা সুখে মরতে পারে। তুমি এখন বালক নও, বুদ্ধি হয়েচে, জ্ঞান হয়েচে, সংসারের ভাল মন্দ সকলই বুঝতে পেরেছ, এখন বাপ মাকে সুখী কর নিজেও সুখী হও এই আমাদের ইচ্ছা।

দেলদার। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আমি কালই যাবো।

ফিরোজসাহ। দেলদার! আজ আমি বড় সুখী হ'লেম, তুমি যথার্থ পুত্রের মত কাজ ক'রেছ, আশীর্ব্বাদ করি তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হও, দেলদার! দুনিয়ায় বুঝে চলতে পারলে জীবের কখনই কষ্ট হয় না, অবোধ

জীব নিজের দোষে নিজেই কষ্টকে ডেকে আনে, শেষে খোদাকে দোষী করে।

দেলদার। আশীর্ব্বাদ করুন, বাণিজ্যে যেন আমি আমার পূজনীয় মাতুলের সমতুল্য হই।

ফিরোজসাহ। আশীর্ব্বাদ করি তুমি অচিরেই তোমার মাতুলের সমকক্ষ হও, দেলদার! আজ আমি বড় সুখী, দুনিয়ায় আমার মত সুখী কে আছে, আজ আমি দুনিয়ার সকল সুখের মালিক, খোদা! আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর! আমি বড় আশায় প্রাণাধিক পুত্রকে আজ বাণিজ্যের জন্য দূরদেশে পাঠাচ্ছি; না জানি পুত্রের বিহনে কত কষ্ট পাব। যাকে একদণ্ড না দেখলে ব্যাকুল হ'তেম, আজ তাকে চক্ষের অন্তরাল কর'চি, হে ইচ্ছাময়! হে দুনিয়ার মালিক! সকলই তোমার ইচ্ছা, তুমি যা কর সকলই জীবের মঙ্গলের জন্য।

দেলদার। পিতা! কেন বৃথা কষ্ট ক'চ্চেন, আমি বাণিজ্যের জন্য যাচ্ছি, আমার ভবিষ্যত সুখের জন্য যাচ্ছি, আপনি আমার ভবিষ্যত-সুখ-পথ-প্রদর্শক।

ফিরোজসাহ। দেলদার! পুত্রের মায়া মমতা যে কি বস্তু যখন হবে তখন বুঝবে, তুমি তবে প্রস্তুত হও, আমি চল্লেম।

[ফিরোজ সাহার প্রস্থান।

দেলদার। সুপ্রভাত, না জানি কার মুখ দেখে আমার সুখের নিদ্রা ভেঙ্গেছিল। যাকে আজীবন ভালবেসে এসেছি, যার অদর্শনে দুনিয়া অন্ধকার দেখি, যাকে চোখের সামনে রেখেও মনের সাধ মেটে না, আজ তাকে

কোন প্রাণে কেমন ক'রে ছেড়ে যাব, উঃ! গুপ্তপ্রেম কি বিষময়, দেলেরা আমার পর হবে, দেলেরা অপরের অঙ্কশোভিনী হবে, দেলেরা আমায় ভুলে যাবে এ কথা ভাবতেও আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। দেলেরা! দেলেরা! শেষে যে এমন হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি, জীবনের আশা, ভরসা, সুখ যা কিছু ছিল বুঝি আজ হ'তে সমস্তই লোপ পেলে। দেলেরা! কেন তোমায় ভালবেসেছিলেম, কেন তোমায় আপনার ভেবে আপনার অধিক যত্ন ক'রেছিলেম, আজ তাই তার কি উপযুক্ত ফল পেলেম। খোদা! তোমার দুনিয়ায় এই কি সুবিচার! তোমার দুনিয়ায় এই যদি সুবিচার হয় তবে দুনিয়ায় লোক আর যেন কাকেও ভালবাসেনা। তোমার দুনিয়া শীঘ্রই যেন সমুদ্রের অতল জলে প্রবেশ করে। [প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

দেলেরা।

গীত।

লয়া। সুখ সাধ অবসাদ সকলই আমার।
জানিনা জীবনে আমি হ'য়ে আছি কার॥
ব্যথায় ব্যথিত আছে,
শুনিনিত কার কাছে,
আপন ভাবিয়ে পরে পরাণ বাচে,
এমন সে জন কোথা আমি তার সে আমার॥

(দেলদারের প্রবেশ)

দেলদার। দেলেরা! দেলেরা! আজ আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

দেলেরা। বিদায়! সে কি কথা দেলদার!

দেলদার। পিতার আজ্ঞায় কিছুদিনের জন্ত আমায় সিরাজ সহরে বাণিজ্য ক'রতে যেতে হবে, পিতৃ আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়।

দেলেরা। দেলদার! কে যেন আমায় বলচে, এ জগতে আমাদের মিলন হবে না। দেলদার! এখন আমি বেশ বুঝেচি, তাই আজ তুমি আমার কাছে বিদায় নিতে এসেচ, দেলদার! আমি বুঝেচি এ জীবন কেঁদে কেঁদেই অতিবাহিত হবে, যাও দেলদার, আমি তোমায় বাধা দোব না, যেখানে থাক সুখে থাক এই আমার ইচ্ছা। [রোদন।

দেলদার। আমি যত শীঘ্র পারি সিরাজসহর পরিত্যাগ ক'রে আবার তোমার ঐ প্রেম-পূর্ণ পবিত্র মুখখানি দেখে আমার তাপিত হৃদয় শীতল ক'র্ব্বো, দেলেরা! দেলেরা! এ জীবনে তুমি আমার, আমি তোমার, এ সংসার তোমা বিনা অন্ধকার।

দেলেরা। দেলদার! আমার মন কেন প্রবোধ মানচে না, যেন কতশত অশুভ লক্ষণ আমার চক্ষের সামনে নৃত্য ক'রচে, যাও—আমি তোমায় মানা ক'র্ব্বো না, দেখ' দেলদার! এই দেখা যেন শেষ দেখায় পরিণত না হয়,

আমার প্রাণের ভেতর থেকে কে যেন তোমায় চক্ষের অন্তরাল ক'র্ত্তে বারণ ক'চ্চে, দেলদার! দেলদার!

(রোদন)

দেলদার। আলমিন! আমার এত সাধের সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে আজ কোথায় নিয়ে যাচ্চ, প্রভু! আর আমি কিছুই চাইনা—আমার প্রাণেরপ্রাণ, আমার জীবন আকাশের সুখতারা, আমার সন্তাপিত হৃদয়ের শান্তিদায়িনী দেলেরাকে সুখী ক'র। (রোদন)

দেলেরা। দেলদার! একি হ'লো, আজ আমার একি হ'লো, আজ আমি দুনিয়া কেন অন্ধকার দেখচি, দেলদার! দেলদার! তুমি যেওনা, তুমি যেওনা, আমার প্রাণ তোমায় যেতে নিষেধ ক'চ্চে, যদি আমার কথা না রাখ, যদি একান্তই যাও, তবে আমার একটা প্রার্থনা পূর্ণ কর, আজ তোমায় ভাল ক'রে দেখে নিতে দাও, এতদিন হৃদয়ের ধন হৃদয়ে রেখে কত সুখিনী ছিলেম, আজ অন্তর হ'তে অন্তর্হিত করতে হবে। (রোদন)

দেলদার। খোদা! জানিনা তোমার মনে কি আছে, নইলে অকস্মাৎ পিতা কি জন্যই বা দূর দেশে বাণিজ্যে পাঠাচ্চেন, আলমিন! আমার নসীবে কি লিখেছ, দুনিয়ায় হাসতে এসে শেষে কি কেঁদে কেঁদে সারা হ'তে হবে, আজ আমি আমার প্রাণের প্রাণকে কোথায় রেখে কার জন্য কোথায় শূন্য প্রাণে যাচ্চি, আলমিন! আমার সাধের হাসি, কান্নায় পরিণত কোরোনা, আমার দেলেরাকে নিয়ে আমায় এ দুনিয়ায়

সুখী কর, আর আমি কিছুই চাইনা, প্রভু! তোমার জ্যোতির্ম্ময় রাজীব চরণে গোলামের এই ভিক্ষা, যেন দেলেরাকে নিয়ে এ দুনিয়ায় হেসে হেসে শেষে তোমার বস্ত তোমারই চরণে লয় হ'তে পারি।

দেলেরা। খোদা! আমিও যেন দেলদারকে নিয়ে মনের সুখে হাসতে হাসতে এ দুনিয়া ছেড়ে তোমার নূতন দুনিয়ায় যেতে পারি, আমি শুনেছি, তোমার সে দুনিয়ায় হাসি ভিন্ন কান্না নাই, সুখ ভিন্ন দুঃখ নাই, মিলন ভিন্ন বিরহ নাই, আলোক ভিন্ন আঁধার নাই, শান্তি ভিন্ন অশান্তি নাই, তোমার সে দুনিয়ায় ধর্ম্মের জ্যোতি ভিন্ন পাপের ছায়া নাই।

দেলদার। দেলেরা! হাসি মুখে আমায় বিদায় দাও, তুমি একবার বল, তুমি আমার, আমি হাসতে হাসতে মনের সুখে চলে যাই।

দেলেরা। দেলদার! অভাগিনী দেলেরার জীবনসর্ব্বস্ব! একবার বল তুমি আমার!

দেলদার। (দেলেরাকে আলিঙ্গন করিয়া) দেলেরা! আমার দেলেরা! আমার প্রাণের দেলেরা! আমায় বিদায় দাও। (হস্তচুম্বন)

দেলেরা। যাও প্রাণেশ্বর! আমি হাসিমুখে তোমায় বিদায় দিচ্ছি, যেখানে যাও অভাগিনীকে মনে রেখো, ভুলে থেক'না, অভাগিনী দেলেরাকে ভুলনা।

দেলদার। খোদা! সুখী কর দেলেরারে।

[দেলদারের প্রস্থান।

দেলেরা। চলে গেল, দেলদার চলে গেল, দেলদার! দেলদার! কোথা যাও।

দশম দৃশ্য।

মসজিদ সংলগ্ন পথ।

দেলদারের প্রবেশ।

গীত।

দেলদার। শ্যামলা মেদিনী।

মানব মনবেদনা বোঝ কি মা শ্যামাঙ্গিনী॥
বহিয়ে জীবন ভার, পারিনা হ'তেছে সার—
এ জ্বালা নিভিবে কিসে বল গো জননী॥
সহে মা যত এ প্রাণে, অন্যে তাকি বোঝে মনে,
কাহারে জানাই বল কে শুনিবে এ কাহিনী॥

কাল কি হবে আজ তা ভেবে কি কর'বো, যা হবার হবেই, দেলেরাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা কচ্চেনা, খোদা! হয় আমার দেলেরাকে আমায় দাও, নয় আমার জীবলীলা সাঙ্গ কর, এ অসহ্য বিরহ যন্ত্রণা কেমন ক'রে সহ্য ক'রবো, প্রভু! দয়াময়! এ সংসার কি ভালবাসার স্থান নয়, এ সংসারে ভালবাসার পরিণাম কি অশেষ যন্ত্রণা, যদি তাই হয়—যদি এ সংসারে জীবকে জীব ভালবাসলে শেষে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, তবে এ সংসার হ'তে ভালবাসা লোপ কর, যেন এ সংসারের জীব ভালবাসার আস্বাদন না পায়,

দেলেরা! কেন আমার ভালবাসলে, কেন আমায় ভালবেসে নিজের জীবন চির দুঃখময় ক'রলে, ভালবাসা স্বর্গের সুধা, ভালবাসা এ দুনিয়ার জিনিষ নয়। আজ কোথায় দেলেরাকে নিয়ে সুখী হব, তা নয় দৈবদুর্বিপাকে পড়ে পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য দয়া মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে, নিরাশ প্রাণে কোথায় চলেছি, আর ভেবে কি ক'রবো, ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক।

শা-ফরিদের প্রবেশ।

শা-ফরিদ। দেলদার! পিতৃ আজ্ঞা পালনে সিরাজ সহরে যাচ্ছ?

দেলদার। (যথোচিত সম্মান পুরঃসর) হাঁ প্রভু! আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

শা-ফরিদ। দেলদার! সিরাজ সহরে কেন যাচ্ছ জান?

দেলদার। সিরাজ সহরে আমার মাতুল আছেন, তাঁর কাছে বাণিজ্য শিক্ষার জন্য পিতা আমায় পাঠাচ্ছেন।

শা-ফরিদ। না বৎস তা নয়! তোমার পিতা ছল ক'রে তোমায় সিরাজ সহরে তোমার মাতুলের নিকট পাঠাচ্ছেন, তোমার পিতার উদ্দেশ্য এখনই জান্‌তে পার্ব্বে, (ক্রুদ্ধস্বরে) ফিরোজসাহ! তোমার একমাত্র স্নেহের পুত্তলীর সঙ্গে এই তোমার শেষ দেখা, আর তোমার ইহজীবনে দেখা হবেনা, তুমি যেরূপ চতুর, সেইরূপ উপযুক্ত ফলভোগ ক'র্ব্বে, দাম্ভিক! অভিমানি! আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন, পুত্র হারা হ'য়ে আজীবন কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে।

দলদার। (আগ্রহে) প্রভু! তবে কি পিতা, আমায় ছল ক'রে সিরাজ সহরে পাঠাচ্চেন?

ফরিদ। হাঁ।

দলদার। (বিস্ময়ে) কেন প্রভু?

ফরিদ। সাহাজাদী দেলেরার সঙ্গে যাতে তোমার বিবাহ না হয়।

দলদার। (স্বগত) পৃথিবী দ্বিধা হও! চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্র মণ্ডল সকলে সাগরের অতলজলে নিমগ্ন হও, দুনিয়া ছারখার হোক্. (প্রকাশ্যে) প্রভু! এ কথা কি সত্য?

ফরিদ। দেলদার! আমি ফকির, মিথ্যায় পাপ জান, আমি যথার্থ বলচি।

দলদার। প্রভু! আমাদের উভয়ের মিলনে পিতার অমত কেন?

ফরিদ। তোমার পিতা মূর্খ, অভিমানী, দাম্ভিক! তাই তার এ বিষয়ে অমত প্রকাশ। বর্ব্বর বংশের গরিমা করে! কুল, মান, শীল এই তিনের দম্ভ করে! আমি তাকে কত ব'লেছি, কত বুঝিয়েছি, কিন্তু সে নির্ব্বোধ আমার কথায় কর্ণপাত করেনি। দেলদার! বৎস! তোমার মনোভিলাষ একদিন পূর্ণ হবে, দেলদার দেলেরা দুনিয়ায় হেসে খেলে চলে যাবে, আমি ফকির! আমার কথা বৃথায় যাবে না।

দলদার। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার বাক্য সফল হয়। প্রভু! জীব দুনিয়ার একলা এসেচে, একলা চলে যাবে, তবে তার বৃথা কুল মানে প্রয়োজন কি?

শা-করিদ। যদি তা না হবে তবে দুনিয়ায় জীব দুঃখভোগ কর্ব্বে কেন।

দেলদার। বংশ-গৌরব, কুল, মান, যশ, ধন, ঐশ্বর্য্য জীবের মহা বৈরী, তোমরা দুনিয়া হ'তে লোপ প্রাপ্ত হও, তা হ'লেই এ দুনিয়া জীবের সুখের আগার হবে। প্রভু! আমি ধন চাইনা, মান চাইনা, বংশ-গৌরব রক্ষা কর্ত্তে চাইনা, আমি কেবল আমার দেলেরাকে চাই, দেলেরা ভিন্ন এ জগতে আর আমি কিছুই চাইনা। প্রভু! এমন আর আমার কিছুই নাই যে আপনাকে দিই, আমার যদি কিছু থাকে সব আপনার, আমি খোদার নামে আপনাকে সমস্তই দান ক'রেম, খোদার কাছে দোয়া ক'র্ব্বেন দেলেরা যেন আমার পর না হয়।

শা-করিদ। দেলদার! বৎস! তোমার মহান হৃদয়, কি বিড়ম্বনা! এমন পুত্র নিয়ে ফিরোজসাহ দুনিয়ায় সুখী হ'তে পারলেনা, দাম্ভিক! কাঁদ, কাঁদ, চিরকাল কাঁদ, পুত্রহারা হ'য়ে কেঁদে কেঁদে জীবন-যাপন কর, আপনার কৃতকর্ম্মের ফল আপনিই ভোগ কর।

[শা-করিদের প্রস্থান

দেলদার। ফকির শা-করিদের কথায় সমস্তই জান্তে পারলেম, পিতা! পিতা! এই কি আপনার পুত্র স্নেহ, দেলেরার সঙ্গে আমার মিলনে যদি আপনার একান্তই অমত, তবে এরূপ ছলনার প্রয়োজন কি? ভাল, আপনার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হোক, আর আমি আপনার সুখের পথে কণ্টক হ'তে চাহিনা, আমার বিদায় দিন

আমি জন্মের মত বিদায় হই, আর আমার বণিজ্যে প্রয়োজন নাই; সিরাজসহরে না গিয়ে যে দিকে মন চায় সেথায় চলে যাই। [দেলদারের প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

দেলেরার কক্ষ।

গীত।

কি দোষেতে ঠেলিলে হে পায়।
অবলার হৃদয়মণি প্রাণ যে চাহে তোমায়॥
পেয়ে তব ভালবাসা, ফুটেছিল হৃদে আশা,
মিটিলনা প্রেম পিয়াসা—
নিরাশা সাগরে শেষে ডুবাইলে অবলায়॥

মন! আর কেন! সব সাধ তো তোমার মিটে গেছে, দগ্ধ হৃদয়ের আশা ভরসা, সুখসাধ সকলই তো দেলদারের সঙ্গে চলে গেছে, পোড়া প্রাণ! তবে এখনও তুমি কি জন্য আছ, (পত্র বাহির করিয়া) দেলদার! কি লিখেচো, এ নিদারুণ কথা কেন লিখলে, দেলদার! দেলদার! কোথায় গেলে, আমায় ফেলে কোথায় চলে গেলে. আর একবার পড়ি, আরও একবার কাঁদি, হৃদয়ের জ্বালা দ্বিগুণিতরূপে জ্বালিয়ে দিই। (পত্রপাঠ)

অভাগার জীবন সর্ব্বস্ব !

ভালবাসা, সুখের মিলন এ দুনিয়ায় হ'ল না, দুনিয়ায় কেঁদে কেঁদে সারা হ'য়ে কেঁদে কেঁদে চ যেতে হ'ল, দেলেরা! আমার প্রাণের দেলেরা অভাগা দেলদারের সর্ব্বস্ব ধন! আমার তাপি হৃদয়ে শান্তি স্বরূপিনী দেলেরা! আমার দেলেরা আজ জন্মের মত বিদায় হ'লেম। বোধ করি জীবনে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবেনা, তুমি আমার সুখে থাক, খোদার কাছে আমি দিবানিশি প্রার্থনা ক'রচি,হায় দেলেরা! আমি ফকির শা-ফরিদের কথায় সমস্তই জান্তে পেরেছি, সে নিদারুণ কথ আজ তোমায় ব'লে যাই, একদিকে তোমার পিত তোমার সঙ্গে আমার মিলনে অসম্মত, সেইরূপ অপরদিকে আমার পিতা আমার সঙ্গে তোমার মিলনে অসম্মত, উভয়ে পরস্পর পরস্পরে কেন অসম্মত জানিনা, পিতা আমায় ছল ক'রে তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্য সিরাজসহরে পাঠাচ্চেন, পিতার মনোভিলাষ পূর্ণ হ'য়েচে, দেলেরা! এ নিদারুণ কথা তোমায় জানাতেম না, কেবল জানালেম আমার শোক সন্তপ্ত হৃদয়ের দারুণ উদ্বেগে। দেলেরা! প্রাণেশ্বরী! তোমার সঙ্গে বিরহ হবে একথা কখনও মনে স্থান দিইনি, আমি বড়ই অভাগা, তোমা হেন রত্ন লাভে বঞ্চিত হ'লেম, দেলেরা! জন্মের মত বিদায় দাও। আমি যেথায় মন যায় সেথায় চলে

যাই, দিবানিশি তোমার ঐ সরলতাময়ী পবিত্র প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তিখানি হৃদয়ে ধরে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে, হা দেলেরা! হা দেলেরা! কোথায় দেলেরা! কোথায় দেলেরা! ব'লে জীবনযাপন কর্ব্বো, যদি কখন কোন অপরাধ ক'রে থাকি, নিজগুণে অভাগাকে মার্জ্জনা ক'রবে, আশীর্ব্বাদ করি তুমি আমার চিরসুখিনী হও, দেলেরা! প্রিয়তমে! প্রাণে দারুণ দুঃখ রোয়ে গেল যে এ সংসারে তোমায় নিয়ে সুখী হতে পারলেম না।

জীবনে মরণে তোমারই
'অভাগা দেলদার'

আর না! যাব! যাব! আমিও যাব! দেলদার দাঁড়াও! দাঁড়াও! আমিও তোমার সঙ্গে যাব, তোমার দেলেরাকে তোমার সাথের সাথিনী কর, যাব! আর এ সংসারে থাকবো না, আর এ পোড়া সংসারে কার জন্ম থাক্‌বো, এ সংসারে দেলদার ভিন্ন আর কিছুই চাইনা, আজ নিশিযোগে পুরী পরিত্যাগ ক'র্ব্বো, পিতা! সুখে থাক; ধন, রত্ন, প্রজা, পরিজন নিয়ে সুখে দুনিয়ার মালিক হ'য়ে থাক, মা! তোমার বড় মেয়ের দেলেরা আজ তোমারও ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে, কেঁদোনা মা, কেঁদোনা, মনে ক'রবে তোমার দেলেরা এ দুনিয়ার নাই, আমি জন্মের মত চল্লেম, দেলদার যেথায় আমিও সেথায়, (রোদন) না— রোদনের প্রয়োজন নাই, মন! চল; দেলদার

যেথায় আমিও সেথায় যাই, দেলদার! দেলদার দাঁড়াও! দাঁড়াও! তোমার দেলেরাকে সঙ্গে নাও
(বিষাদে শয্যায় উপবেশন ও রোদন)

(সখিগণের প্রবেশ)

গীত।

সখীগণ। ওলো তোর এ সাধের যৌবন।
লুটিয়ে দিতে যারে তারে ক'রেছ কি মন॥
ছলে বলে প্রেম শিকলে বাঁধবি আপন নাগরে
আপনি এসে ধরবে পায়ে যাবেনা আর মাথ ক'রে
গুমরে থাকবিলো সই যৌবনের ভরে
এখন যদি কাঁদবি তবে হাসবিলো কখন॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ইরাণের রাজপথ।

(দেলদারের প্রবেশ)

দেলদার। অনাহার, অনিদ্রায় ঘুরে ঘুরে শরীর ক্রমেই অব হ'য়ে আসচে, এ স্থানটা তবু একটু নির্জ্জন, একা বসি, (উপবেশন) তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে হা খোদা! আমার নসীবে এত কষ্ট লিখেছিলে, আ কত যন্ত্রণা দেবে, আমার এ যন্ত্রণার অবসান ক প্রভু! দেলেরা! দেলেরা! কোথায় তুমি!

(ধীরে ধীরে সুরুমিঞার প্রবেশ)

সুরুমিঞা। (দেলদারকে দেখিয়া স্বগতঃ) দেখ ! রূপের বহরটা দেখ, পোষাকটার চটক্ দেখ, এ ছোঁড়াটা কেহে, আমার মনে লাগচে নিশ্চয় কোন আমীরের ঘরের ছাওয়াল, তাই হবে, নিশ্চয় হবে, না হ'য়ে সুরুমিঞার পাকা চোখে ধূলো দিয়ে যায় কোথায়, দুটো কথাই ক'য়ে দেখা যাক, (অগ্রসর হইয়া দেলদারের প্রতি) বলি তুমি কেহে ? কোন দেশে তোমার ঘর হে ?

দেলদার। আমি বিদেশী, মিঞা ! আমায় একটু জল খাওয়াতে পার ? তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

সুরুমিঞা। পারি বৈকি, না পারবই বা কেন, তুমি বস, আমি জল এনে দিচ্ছি, দেখো আর যেন কোথাও যেওনা।

দেলদার। না মিঞা আমি কোথাও যাবনা।

সুরুমিঞা। (স্বগত) বাক্যিগুলো বড় মিঠে মিঠে, আর যায় কোথায়, নিশ্চয় কোন আমীরের ছাওয়াল।

[সুরুমিঞার জল আনিতে প্রস্থান।

দেলদার। আহা কি সুন্দর নগর, এ নগরের লোকগুলি পর্য্যন্তও দয়ালু, পর-দুঃখ-কাতর, একটু জল চাইলেম, অ'মনি ছুটে জল আনতে গেল, পাছে কোথাও যাই বারণ ক'রে গেল, বোধ হয় আতিথ্য সৎকার এ দেশের লোকের প্রধান ধর্ম্ম।

(জল পাত্র হস্তে সুরুমিঞার পুনঃ প্রবেশ)

সুরুমিঞা। (দেলদারের প্রতি) এই নাও, জল খাও, জল

খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হও, তারপর তোমার সাথে কথা কইব।

দেলদার। (জলপাত্র গ্রহণ করিয়া পানান্তর) আ! বাঁচলেম, মিঞা এ যে সুন্দর সরবৎ, তুমি আমার জান বাঁচালে মিঞা!

গুরুমিঞা। এ দেশের জলের তারিফ কর্ত্তি হবে, তুমি বিদেশী লোক, তোমায় খাতির জমা না ক'রে কি ভাল দেখায়, তা বলে একটু জল খাইয়েই তোমায় ছাড়চিনে, আমার ডেরায় যাত্তি হবে, খানা পিনা কর্ত্তি হবে।

দেলদার। মিঞা! তুমি অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি।

গুরুমিঞা। হাঁ এখন ও সব কথা থো কর, এখন কোন্ দেশ থেকে আসচো, কার ছাওয়াল, কি কর্ত্তি আসচো আমায় ঠিক ঠিক কওতো দেখি, তবে জানবো হাঁ মিঞার বেটা মিঞা।

দেলদার। মিঞা! আমি একজন বণিক, বাণিজ্য ক'রতো এ দেশে এসেচি।

গুরুমিঞা। (আহ্লাদে) সওদাগর! সওদাগরি কর্ত্তি আসচো, বেশ! বেশ! ভাল! ভাল! তা এ সহরে তোমার খুব সওদাগরি হবে, (স্বগত) দেখ, ঠিক ধ'রেচি, তাইতো বলি গুরুমিঞার চোখে ধুলো দেয় কোন সুমুদ্ধি, (প্রকাশ্যে) বেশ, বেশ, ভালই হ'য়েচে, তোমায় কোন ভাবনা ভাবতে হবেনা, আমি তোমার সব বন্দোবস্ত করে দেব,আমি তোমায় আরাম

বাগানবাড়ী রঙমহল ছেড়ে দেব, তুমি সেথায় থাকবে, সওদাগরি কর্ব্বে, আর মনের সুখে নাচওয়ালী নিয়ে আমোদ আহ্লাদ ক'র্ব্বে।

দলদার। (বিষাদে স্বগত) আমোদ! কার সঙ্গে আমোদ ক'রবো, মিঞা! তুমিতো জাননা, আমার সকল আমোদ ফুরিয়ে গেছে।

ক্রমিঞা। চুপ করে রইলে যে, মনের ভাবটা কি কওতো, তুমি জাননা আমি কে, দুদিন পরেই জান্তে পার্ব্বে আমি কে, আমি মুরুমিঞা, বাদসাহের বাগিচার মালিক, হর্ত্তা কর্ত্তা আল্লা বল্লেই হয়, তুমি মোরে চিন্‌ছোনা, চিনবে! চিনবে! দুদিন থাকলেই আমার কেরামতি দেখেই চিনবে, খাস বাদসার সাথে আমার মোলাজা হয়; বোঝ আমি কে! আমি তোমায় বাদসার কাছে নিয়ে যাব, বাদসা তোমায় খুব খাতির কর্ব্বে।

দদার। (স্বগত) লোকটা সরল প্রকৃতির, খল কপটতা জানেনা; ভাল, এর সঙ্গে দিনকতক থাকাই যাক্‌না কেন, যাবার আগে একটু সন্তুষ্ট ক'রে দেওয়া যাক, (প্রকাশ্যে) মিঞা! তুমি বড় সিদে লোক, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। যতদিন এখানে থাকি, ততদিন তোমার কাছেই থাকবো, তুমি সব দেখিয়ে শুনিয়ে চিনিয়ে দেবে, কি বল মিঞা! তবে আজ আমি তোমার অতিথি, (দুইটী মোহর বাহির করিয়া মুরুমিঞার হস্তে প্রদান) এই নাও মিঞা! নাচ-ওয়ালী আন্‌তে কিছু খরচ চাইতো?

হুরুমিঞা। (গ্রহনান্তর আশ্চর্য্যে স্বগত) এ যে মোহর
এ যে দু দুটো মোহর, এ যে গোল গোল মোহর
অ্যাঁ—ক'রে কি, এক বদনা পানি খেয়েই দু দুটো
মোহর দিলে, না জানি পেট ভ'রে খানা পিনা ক'রলে
আরও কত কি দেবে, (মোহর লইয়া) এই একটা
মোহর, আর এই একটা মোহর, দু দুটো মোহর
ত্যালা আমার নসীবটারে, আর এ রকম মোহর
গোটাকতক পেলেই জিন্দিগি ভোর বসি খাতি পার্ব্বো
আচ্ছা সওদাগর! ভারি জবর, একেবারে দু দুটো
মোহর! অ্যাঁ—তাইতো, তাইতো, (প্রকাশ্যে) তুমি
বড় আচ্ছা আদ্‌মি, বড় জবর সওদাগর, তোমার
দেলটা ভারি উঁচু, এস! এস! এস! খানা পিনা
ক'রবে! খানা পিনা ক'রবে এস!

বেলদার। মিঞা! মোহর দেখে আশ্চর্য্য হবার প্রয়োজন নাই
দুনিয়ায় এত সামান্য জিনিষ মাত্র, তুমি আমার পরম
বন্ধু! তুমি আমার জান বাঁচিয়েচ।

হুরুমিঞা। সে কি কথা! সে কি কথা! ও কথা কি ব'লতে
আছে, চল! চল! খানা পিনা ক'রবে চল, খানা
পিনা ক'রবে চল।

(বেলদারকে লইয়া হুরুমিঞার প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিলজানের কক্ষ।

দিলজান।

জান। রসের গুঁড়ো বুড়ো আমার হেসে হেসে মুখ পানে চায়।
মন ঘুসিয়ে মনের মতন হ'য়ে সদাই রয়॥
একটু বয়সের দোষে, সোহাগ ক'রে কাছে ঘেসে আসে
কম জোরে দম হ'য়েছে কম হাঁপিয়ে মরে আপশোষে
ছাড়তে কি চায় প্রাণ ঢেলে দেয় জড়িয়ে থাকে পায় পায়॥

(মুরুমিঞার প্রবেশ)

মিঞা। বলি ক'চ্চ কি জানি! খানা টানা পাকিয়েচোত?

জান। সব মজুদ, এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

মিঞা। দেখবানে! কেমন এক খুবসুরত মরদ আনচি।

জান। কোই! কোই! কোথায়! কোথায়?

মিঞা। আছে আমার দলিজে! সে রূপের সাগর, সওদাগর! এদেশে সওদাগরি কর্ত্তি আসচে, খোদার কেরামৎ! রাস্তার মধ্যি মোলাকাৎ, দোস্তির তরে আনছি সাথ, খানা আন চট্‌পট্, বড় দৌলতদার (মোহর দুটী দেখাইয়া) দেখচো! দু দুটী মোহর! মজুরি এক বদনা পাণি, বড় দৌলতদার, আমীরের পুত, আমার দোস্তদার! যাও, যাও, খানা আন, খানা আন।

জান। (আহ্লাদে) তুমি বল কি গো, দু দুটো মোহর! তবে এবার আমাদের নসীব ফিরে যাবে, দেখি, দেখি মোহর কেমন দেখি।

মুরুমিঞা। দেখবে এখন, যাও খানা আন।

দিলজান। আন তারে যতন ক'রে, যাই আমি খানার তরে।

মুরুমিঞা। তবে যাই আনি তারে, খেলাবে খুব হুসিয়ারে।

[মুরুমিঞার প্রস্থান।

দিলজান। দেখতে হবে রূপের চটক, মানবোনা আজ কোন আটক্, বয়সটা কত, হবে আমার মনের মত!

[দিলজানের প্রস্থান।

(দেলদারকে লইয়া মুরুমিঞার প্রবেশ)

মুরুমিঞা। এ তোমার আপনার ঘর ; এস,এস, বস মিঞা বস।

দেলদার। তুমি বড় জবর দোস্ত! (উভয়ের উপবেশন)

(বাঁদিগণের সহিত খাদ্য দ্রব্য লইয়া দিলজানের প্রবেশ)

দিলজান। (দেলদারকে দেখিয়া স্বগত) কাঁচ্চা উমর! আচ্ছা সুরত! বহুত জবর!

(বাঁদিগণের হস্ত হইতে খাদ্য দ্রব্য লইয়া উভয়ের সম্মুখে স্থাপন ও বাঁদিগণের প্রস্থান)

(গীত)

দিলজান। গরিব খানামে জব তসরিফ্ ল্যায়া
ল্যায়া খানা খাইয়ে মিঞা!

মুরুমিঞা। জব জান পরছান হুয়া
মেহেরবাণী রাতকো রহিয়ে মিঞা।

দিলজান। খানা খাইয়ে ভর পুর,
দিল হোগা মসগুল,
বনা আচ্ছা খানা কোরমা কাবাব,
বনা আচ্ছি সভি খাইয়ে মিঞা সাব।

(উভয়ের ভোজন আরম্ভ)

সুরুমিএগা। জরা তারিফ লেকর খাইয়ে মিএগা
মশল্লা উম্‌দা দিয়া
বড়িয়া খুসবু কেয়া।

দিলজান। খানা বহুত খুসবুদার খাইয়ে মিঞা
যো কভি খায়া ও তারিফ কিয়া

দেলদার। এ আমীরকা ঘর এ আমীরকা ঘর
খানা বানায়া হুয়া বহুত জবর
বড়া মেহেরবান বড়া মেহেরবান
দুনিয়ামে তেরা মাফিক নেহি কদারদান
মরতা থা ভুখমে হাম তুমহি দিয়া জান॥

দিলজান। (পাত্রে সরাপ ঢালিয়া)
ভরা গোলাবিয়া বড়িয়া সরাব মিএগা
জরা পিকর্ কিজিয়ে ইস্‌কা কদর!
(উভয়ের হস্তে দেওন)

দেলদার। (পানান্তর) সরাব বহুত খুসবুদার
ব্যায়সা সরবত আনার
ব্যায়সা বড়িয়া সরাব
ত্যায়সা আচ্ছি কাবাব
মেরা দিল মসগুল হুয়া মেরা দিল মসগুল হুয়া!

সুরুমিএগা। মেহেরবানী করকে খাইয়ে মিএগা

দেলদার। বহুত খুস হুয়া বহুত খুস হুয়া

দিলজান। মেরা দিল পুরা হুয়া জব ঘরমে আয়া।

সুরুমিএগা। দেলদার মিঞা! তুমি আমার প্রাণের দোস্ত! বলি এ দোস্তিগিরি চিরকাল থাকবে তো? গরিব ব'লে ভুলে যেওনা দেলদারমিঞা! (দিলজানকে দেখাইয়া) এটী কে জান! এটী আমার জানের জান,

কলজে খান, আমার মনমোহিনী রসবতী অষ্টম পক্ষের দিলজান বিবি। (হাস্য)

দেলদার। বটে, বটে, বেশ, বেশ, তুমিও আমার যেমন দোস্ত, আমার দোস্তিনীকেও দেখচি সেইরূপ, আমি বড় খুসি হ'য়েচি, তোমাদের মত আমীর মেজাজী লোক এ দুনিয়ায় খুব কম, তুমি আমার জবর দোস্ত! (দিলজানের প্রতি) তা হ'লে আপনিও আজ থেকে আমার দোস্তিনী! (হাস্য) (উভয়ের আহার সমাপ্ত)

দিলজান। মেহেরবানী! মেহেরবানী! আপনি আমীর, আমরা ফকির, আপনার এ মেহেরবানী আমাদের নসীবের জোর বল্‌তে হবে, আশা করি এ মেহেরবানিটী যেন চিরকাল থাকে।

গুরুমিঞা। বটেইতো, বটেইতো, সত্যইতো, সত্যইতো, দেলদারমিঞা! তোমার দোস্তিনীর কথা শুনেছতো।

দেলদার। মেহেরবানী! মেহেরবানী! খানাও খেয়েছি ভরপুর, চল মিঞা তোমার বাগিচায় যাওয়া যাক।

গুরুমিঞা। চল যাওয়া যাক, আমার বাগিচার মত এমন সুন্দর বাগিচা এ ইরাণ সহরে আর কোন মিঞার নাই, স্বয়ং বাদসা এসে এখানে দিলখোস করে, তাই তার নাম দিলখোস বাগ্‌।

দিলজান। (বাধা দিয়া) যাবেইতো, যাবেইতো, মিঞাকে নিয়ে এইখানেই একটু আমোদ আহ্লাদ করনা, যাবেই এখন, এইতো কুলে খানা পিনা হ'লো, একটু

আরাম কর্ত্তে দাও, একে বিদেশী লোক, তায় আমীর, তুমি লোকের কদর বোঝ না, (দেলদারের প্রতি) মিঞাসাহেব! আপনি যাবেন এখন, একটু এখানে বসে আমোদ আহ্লাদ করুন, একটু আরাম করুন, বলি মিঞার দোস্ত ব'লে কি মিঞানীর দোস্ত নন, দেলখোস বাগে যাবার অনেক সময় আছে।

দেলদার। সেকি কথা! সেকি কথা! আগে বিবিসাহেবের দোস্ত, পরে মিঞাসাহেবের দোস্ত।

দুরুমিঞা। এইত মিঞা! বেতালা গাইতে আরম্ভ ক'রলে, বলি আগে মোলাকাৎ কার সঙ্গে?

দিলজান। মোলাকাৎ না হয় তোমারই সঙ্গে আগে হ'য়েচে।

দুরুমিঞা। তবে এমন বেসুরো ধরলে তো চলবে না।

দেলদার। (দিলজানের প্রতি) আপনার সঙ্গে আমার আমোদ আহ্লাদ ফুরোয়নি, ঢের আমোদ আহ্লাদ ক'রবো, এ দেশে যতদিন থাকবো ততদিন আপনার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ক'রবো।

দিলজান। এমন নসীব কি আমার হবে, এমন নসীব কি আমার হবে, আপনি আমার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ক'র্বেন।

দেলদার। আপনি জানেন না, আমি বড় আমোদপ্রিয় লোক, আমোদ আহ্লাদ বড় ভালবাসি, তবে আপনিও খানা পিনা করুনগে, আমরা এখন আসি, (দুরুমিঞার প্রতি) চল মিঞা যাওয়া যাক, খানাও খেয়েছি ভরপুর, তোমার দেলখোস বাগের ফুর

ঘুরে হাওয়ায় গোলাপী আমেজে নেশাটাও একটু বুঝলেতো। (হাস্য)

মুরুবিঞা। তাইতো, তাইতো, ঠিকতো, বিবি! আমরা তবে একটু হাওয়া খেয়ে আসি; রেতের জন্তে খুব বড়িয়া ক'রে খানা বানাও, কোপ্তা বানাও, কাবাব বানাও, মুরুরা বানাও, যতরকম পার ততরকম বানাও, বাঁদিদের নিয়ে খুব বানাতে থাক, দেলদার মিঞা আর আমি খুব খেতে থাকি, আর তুমি খুব দিতে থাক, আমরা তারিফ ক'রে খাব; তবে এখন চলুন, (দেলদারের প্রতি) চল মিঞা! সব খেলে, আর হাওয়াটা খাওয়া কেন বাকি থাকে।

দেলদার। চল।

দিলজান। মিঞাকে হাওয়া খাইয়েই চলে আসবে, বেশী দেরী কোরনা, কোথাও একলা ছেড়না, কি জানি একে বিদেশী, পথ ঘাট চেনেনা বেশী। পথ ভুলে গেলে মিঞার বড়ই কষ্ট হবে, আমাদের বদ্‌নাম রাখবার জায়গা থাকবেনা, দেখো ভুলোনা, হাত ছাড়া কোরোনা; সঙ্গে ক'রে নিয়ে বেড়িও, রাস্তা ঘাট বুঝে চলিও, মিঞার যেন কষ্ট না হয়, সকাল সকাল ফিরবে, এসে সব খানা মজুত দেখবে।

মুরুবিঞা। যাব আর আসবো—মিঞাকে দেলখোস বাগ দেখাবো আর ফিরবো, খানা পিনা'র যোগাড় দেখো, সরাবের কারফা ভরে রেখো, চল মিঞা চল।

দেলদার। চল। (দিলজানের প্রতি) তবে এখন যাই।

দিলজান। যাই ব'লতে নেই—আসি বলুন।

নুরুমিঞা। দেলদার মিঞার কদর জানীই বুঝেচে। (হাস্য)

দেলদার। তবে এখন আসি।

দিলজান। আসুন! দেখবেন বুড়োর সঙ্গে পড়ে দেরী না করেন, যেন সকাল সকাল ঘরে ফেরেন, এইটী আমার মিনতি।

নুরুমিঞা। তবে আমরা এখন আসি! চল মিঞা চল! দেলখোস বাগের হাওয়া খাবে চল।

[দেলদারকে লইয়া নুরুমিঞার প্রস্থান ও অপরদিক দিয়া দিলজানের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

(আবদুল সওদাগর ও কৃতদাস রক্ষকের প্রবেশ।)

আবদুল। (কৃতদাস রক্ষকের প্রতি) কেমন হে! বলি এ হাটেত আর লোকসান দিতে হবেনা? আমি আবদুল সওদাগর, বান্দা বাঁদীর ক্রেতা, বিক্রেতা, আমার বাপ চোদ্দপুরুষের আমলের কারবার—আমি দিই লোকসান, বড় লজ্জার কথা!...বড় লজ্জার কথা আজ তিন রাত্তির আমার ঘুম হয়নি।

কৃতদাস। হুজুর! ভাবনা ক'রলে কি হবে বলুন! কারবারে

লাভ লোক্‌সান দুই আছেত', লাভ লোক্‌সান ছাড়াত কারবারই নেই।

আবদুল। আছে তা জানি! কিন্তু আমি লাভটাই চাই। বিশেষতঃ তোমায় রাখা অবধি আমার লাভটা খুব কম হচ্চে। কোথা থেকে কেবল কানা, কুটে, কুজো, অন্ধ, গলগণ্ড, খোঁড়া, খোনা, কালা, গন্নাধাঁদা, বিদীকিশ্রী, বদচেহারা শয়তানগুলোর আমদানী ক'রচো বইতো নয়! লাভ হওয়া দূরে থাক, খোদ্দের দেখেই ঠাণ্ডা! তার পর দর, আর তার পর কেনা, তোমার আমারই নজরে ধরেনা, তা' খোদ্দেরের দোষ কি দোবো বল দেখি! এখন বুঝচো, দুস্‌মনদের খাওয়াতে খাওয়াতেই আমার লাভের কড়ি কাঁক হ'য়ে গেল! দেখ এ হাটে সয়তানদের এমন ক'রে সাজাবে যেন খোদ্দেরে ধ'র্‌তে না পারে। কথাগুলো শুনচো তো? বুঝলে তো? মনে থাক্‌বে তো? দেখচো তো লোকসানটা হচ্চে কত।

কৃষ্ণদাস। আজ্ঞে তাইতো! তাইতো! ঠিকতো! ঠিকতো! এখানে ভাল ক'রে সাজাবই তো! হাজার হোক্ আপনার নেমক খাইতো।

আবদুল। নইলে তো।

কৃষ্ণদাস। তাইতো, তাইতো, বটেই তো, নইলে তো চাকরী তো থাক্‌বেনা তো!

আবদুল। বুঝেছ তো!

ভদাস। তা আবার বুঝিনি! হাজার হোক্ আপনি আমার মনিব তো! আপনার নেমক তো খাই তো! হারামি-পানা কর্ত্তে তো পার্‌বো না তো!

আবদুল। এইবার তুমি বুঝেচ! দেখ তো, তা হ'লেই তো, দু-পয়সা তো লাভ তো হয় তো! তোমারও কিছু থাকেও তো!

ভদাস। তাইতো! তাইতো! থাকেও তো! থাকেও তো!

আবদুল। দেখ! এইবার থেকে খুপসুরৎ খুপসুরৎ দেখে আমদানী কর্ত্তে আরম্ভ কর! দু-পয়সা মুসারের জন্যে ওসব গুদমঝাড়া, বস্তাপচা মালের আর আমদানী কোরোনা! মাল ভাল হ'লে সব দিকেই লাভ! বেশী দিন খাওয়াতে হবে না, তা ভিন্ন দরে ছাড়তে পারবো, খোদ্দেরের নজরে ধ'র্‌লে কিনে নিতে ইচ্ছে ক'র্‌বে, তখন জোর ক'রে দুনো লাভে বেচ্‌তে পারবো, আর এ সব ভুসি-মালে বেশী দিন খাওয়াতে হবে, কত দোকানদারী ক'র্ত্তে হবে, হাজার হাজার মিথ্যে ক'রে সাজিয়ে বোলতে হবে, তাতে যদি খোদ্দেরের মনে ধরে তবে নেবে; লাভ করা দূরে থাক্ হয়তো ঘর থেকে কিছু দিতে হবে, যদি ভাল মালটা দুহাট বিক্রী না হয়, তাতে আরতো মারা যাবার ভয় নেই, বুঝ্‌লে তো! বুঝ্‌লে তো! তুমি এমন চালাক লোক হ'য়ে এমন মালের আমদানী কর! মনিবের পয়সাটা আপনার পয়সা ব'লে মনে ক'র্ত্তে হয়।

ভদাস। আজ্ঞে সেকি কথা! সেকি কথা! আপনি মনিব!

আপনার পয়সা কি জলে ফেল্‌তে পারি! তা কি হয়! তা কি হয়!

আবদুল। (আহ্লাদে) নাকি বল! নাকি বল! (প্রস্থান করিতে করিতে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া) বলি আজ কিছু মালের আমদানী ক'র্‌বে নাকি? তোমার সঙ্গে তো টাকা আছে, পারতো একবার বেয়ে চেয়ে দেখোনা, নাকি বল, নাকি বল।

কৃতদাস। আজ তো কিছু ভাল মালের আমদানী ক'র্ত্তেই হবে, পুরুণো গুলোতো এক রকমে কাটান চাই।

আবদুল। তাইতো, তাইতো, তবে আমি চল্‌লুম! যা ভাল বিবেচনা কর তাই ক'রো। নাকি বল, নাকি বল, (প্রস্থানোদ্যত ও পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া) ভুলেছি, ভুলেছি, একটা কথা ব'ল্‌তে ভুলে গেছি। দেখ খুপসুরৎ খুপসুরৎ দেখে আমদানী ক'র্‌বে।

কৃতদাস। তাবইকি! তাবইকি!

আবদুল। নাকি বল! নাকি বল! (প্রস্থানোদ্যত ও পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া) আর এক কথা, দেখ মালটা ভাল হবে, দরটাও একটু কম হবে, এমন দেখে আমদানী ক'রো।

কৃতদাস। যো হুকুম।

আবদুল। নাকি বল! নাকি বল! (প্রস্থানোদ্যত ও পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া) আর এক কথা, বয়েসটা যেন একটু কাঁচা হয়, যেন পাঁচজন ভাল মন্দ লোকের নজরে ধরে, বুঝলে তো?

ভক্তদাস। তাবইকি! তাবইকি!

আবদুল। নাকি বল! নাকি বল! (প্রস্থানোদ্যত ও পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া) আর এক কথা, দেখ যেয়ে মানুষের ভাগটা বেশী ক'রে আমদানী ক'রবে।

ভক্তদাস। যে আজ্ঞে।

আবদুল। নাকি বল! নাকি বল! (প্রস্থানোদ্যত ও পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া) দেখ আর একটা কথা, পুরুষের ভাগটা কম ক'রে আমদানী ক'রবে।

ভক্তদাস। তাই কোরবো।

আবদুল। নাকি বল! নাকি বল! (প্রস্থানোদ্যত ও পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া) দেখ আর একটা কথা, দেখো, জেনানা মরদানা যেন এক জায়গায় পুরে ফেলনা, কি জানি দুসমনদের মনে কি আছে।

ভক্তদাস। তাত ঠিক! তাত ঠিক! এক ঘরে কি পুরতে আছে, কি জানি কার মনে কি আছে।

আবদুল। নাকি বল! নাকি বল! (প্রস্থানোদ্যত ও পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া) ভালকথা, তবে আমি এখন চল্লুম, আর কোন কথা বার্ত্তা নেই তো, তবে আমি এখন যেতে পারি।

ভক্তদাস। খুব যেতে পারেন, না আর কোন কথাবার্ত্তা নেই।

আবদুল। নাকি বল! নাকি বল! (প্রস্থানোদ্যত ও পুন-রায় ফিরিয়া আসিয়া) দেখ, কথাগুলো মনে থাকবে তো? দেখো পয়সা দিয়ে রোতো রদী মাল কিনোনা!

কানা কুঁজোয় গোয়াল ভর্ত্তি হ'য়ে গেছে, বুঝ্‌লে তো, বুঝ্‌লে তো, তবে আমি এখন যাই।

কৃতদাস। আজ্ঞে হাঁ! খুব বুঝেছি, আপনি যান্‌।

আবদুল। নাকি বল! নাকি বল!

[আবদুল সওদাগরের প্রস্থান।

কৃতদাস। চাকরী কি বালাই, কৈফিয়ৎ দিতে দিতেই জান্‌টা হায়রান্‌ হ'য়ে গেল।

আবদুল। (নেপথ্যে) দেখ যেন ঠকে এসোনা।

কৃতদাস। (উচ্চৈঃস্বরে) আজ্ঞে না।

আবদুল। (নেপথ্যে) নাকি বল! নাকি বল!

কৃতদাস। (উচ্চৈঃস্বরে) আজ্ঞে হাঁ! (ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া) এমন মনীবের চাকরী আর পোষায় না। সারাদিনটা বক্‌তে বক্‌তে মারা যাবার দখলে পড়েছি, এ চাকরী সয়তানকে পোষায়! এমন সয়তান মনিবের সয়তান চাকর না হ'লে কি মানায়। গরু, ভেড়া, বকরীর মত মানুষ "কেনো আর বেচো।" মাটীর দরে কিনে সোণার দরে বেচেও খুসী নয়। সাবাস আবদুল সওদাগর! সাবাস তুমি, আর সাবাস তোমার বাপ চোদ্দ পুরুষের জিওনো কারবার, আর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও হু'শো সাবাস, এ মানুষ বেচা কসাইএর চাকরী আর পোষায় না।

[কৃতদাস রক্ষকের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দেলখোস বাগের মধ্যস্থ রঙমহল।

(দেলদার উপবিষ্ট)

নর্ত্তকীগণের সহিত সুরুমিঞার নৃত্য।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।— চাল ঢাল পিয়ালা বলে।
আমোদে ঢল ঢল পিয়ালা চলে॥
আমোদে ঢলে পিয়ালা, আমোদে চুমে পিয়ালা,
আমোদে বলে পিয়ালা, পিয়ালা জানেনা ছলা ;—
আমোদে মাতুয়ারা, পিয়ালা আমোদে গলে॥

সুরু। (আনন্দে টলিতে টলিতে) বাহবা! বাহবা! দেলদার মিঞা ব'সে ব'সে দেখ্‌চো কি, কেয়া রঙ্‌, কেয়া ঢঙ্‌, (উপবেশন করিয়া) ওঃ বাবা! (পুনরায় উঠিয়া) কেয়া সুরত, কেয়া মুরত, যেমন কাঁচা বয়েস, তেমনি গানও সরেস, দেলদার মিঞা দু-পেয়ালা মুখে ঢাল, তবে ত ধাত পাবে। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) দাওনা, দাওনা, দেলদার মিঞার মুখে ঢেলে দাওনা। দেশের বদনাম কোর'না, জান, দেলদার মিঞা আমার বিদেশী দোস্ত, তোমরা দেলদার মিঞাকে নিয়ে খুব নাচ, গাও, মজা ওড়াও; দোস্ত যেন দেশে ফিরে আমাদের নিন্দে না কর্‌তে পারে।

দেলদার। (বিষাদে স্বগতঃ) হা দেলেরা! কোথায় তুমি, আজ তোমার সাধের রঙ্ মহল মনে পড়্চে।

১ম নর্ত্তকী। (দেলদারের প্রতি) বিদেশী বঁধু, একটু সরাব পান করুন।

দেলদার। (মনোভাব গোপন করিয়া) কই দাওনা।

১ম নর্ত্তকী। এই নিন্ (মদিরা-পূর্ণ পাত্র প্রদান)

দেলদার। (পানান্তর) বড়া মিঠা, বড়া মিঠা, বাবা! এ সরাবের গুণ, না হাতের গুণ, ঠিক করতে পারলুম না, বহুত জবর, যেন আঙ্গুরকা মোরব্বা।

নুরু। (আহ্লাদে হাস্যের সহিত) ঠিক বলেছ দিলু মিঞা, আমার হাতের এক পেয়ালা টান দেখি, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

(মদিরা প্রদান)

দেলদার। (পানান্তর) নুরু মিঞা! দিলভর্, এমন দোস্তি যেন থাকে বরাবর; দেখ দোস্ত ভুলোনা, বিদেশী ব'লে পায়ে ঠেলোনা। (নর্ত্তকীগণের প্রতি) বড় চটকদার গান গেয়েছ; তোমাদের গান শুনে প্রাণে অর্দ্ধেক মরে আছি।

নুরু। (আহ্লাদে) বাহবা, দিলু মিঞা! তুমি বড় রসিয়া দোস্ত।

দেলদার। নুরু মিঞা, এই দোস্তগিরীতেই আছি আস্তো। নইলে এতদিনে গোরস্থ হ'তে হ'ত বাবা।

(পাত্রে মদ্য ঢালিয়া ২য় নর্ত্তকী নুরু মিঞাকে ও ৩য় নর্ত্তকী দেলদারকে দেওন।)

সুরু। আর ভাব্‌চো কি দিলুমিঞা, চোখ বুজিয়ে টেনে নাও, পেটে গেলেই কাজ দেখবে।

(উভয়ের মদ্যপান।)

১ম নর্ত্তকী। (মদ্য ঢালিয়া দেলদারকে দেওন) আর একটু পান করুন।

দেলদার। খুব! খুব! বাবা! যত দেবে ততই মুখে ঢেলে দোবো, হাঁটা ভিন্ন নাটা পাবেনা, (পানান্তর) এই বার তুমি একটু টেনে ফেল দেখি, তবেতো জানবো দরদের মানুষ।

১ম নর্ত্তকী। খুব রাজী! (দেলদার কর্ত্তৃক মদ্য প্রদান ও ১ম নর্ত্তকীর পান)

সুরু। (সুরে) পিয়ালা পিও পিও বোলে
আসকা বদনামে হরদম ঢালে
আবাগীর বেটীরা দেখচি সব মজালে।

(শয়ন)

১ম নর্ত্তকী। সে কি সুরুমিঞা! শুয়ে পড়লে যে, তবে আমরা বিদেশী বঁধুকে নিয়ে চলে যাই।

সুরু। যাবে কি! যাবে কি! এই যে উঠেচি! (উপবেশন) ওকে নিয়ে যাবে কি! ওযে বিদেশী! এরই মধ্যেই এত মেশামেশী, তার চেয়ে বুড়োর গলায় দাওনা ফাঁসী।

২য় নর্ত্তকী। আমরা তোমায় পরিহাস কচ্চি।

সুরু। তাইতো বলি! তাইতো বলি! তোমরা আমার তেমন কি, দেখ নেশাটা বেশ জমে আসচে! এবার একখানা মিঠে আওয়াজ দাও দেখি।

১ম নর্ত্তকী। তুমি আমাদের সঙ্গে নাচতো, গাই।

সুরু। বহুত আচ্ছা! তোমরা গাও, আমি নাচছি! দিল্ মিঞা, দেখ বুড়ো প্রাণে কত সখ! গাও! গাও! তান ছাড়।

নর্ত্তকীগণ। (সুরুমিঞাকে ধরিয়া গীত ও সুরুমিঞার অঙ্গি ভঙ্গির সহিত নৃত্য।)

গীত।

কোন মেঘেতে লুকিয়েছিল এমন সোণার চাঁদ।
হাসি নয়কো প্রেমের ফাঁসি নারী ধরা ফাঁদ॥
ঝর ঝর ঝর ঝরছে সুধা
মিটে গেল প্রেমের ক্ষুধা
মানেনা মন কোন বাধা ও চাঁদে রাখতে হৃদে সদা করে সাধ
আয়লো আয় রাখি ধরে নইলে কেউ সাধবে সাধে বাদ॥

পঞ্চম দৃশ্য।

মসজিদ সম্মুখস্থ পথ।

(সেকেন্দর সা। শা-ফরিদের প্রবেশ)

শা-ফরিদ। সেকেন্দর সা! এখন আর ভাবলে কি হবে, এ ভাবনা পূর্ব্বে ভাবা উচিত ছিল, আরে মূর্খ! অহঙ্কারে আত্মহারা হয়ে আমার অনুরোধ অবহেলা ক'রেছ! মূর্খ! একবার সেই দিন মনে কর, যে দিন আমি তোমাদের উভয়কেই বারংবার কত অনুরোধ ক'রেছিলেম, সেকেন্দর সা, সে দিন মনে পড়ে কি,

আমি তোমাদের পূর্ব্বেই ব'লেছি যে তোমাদের উভয়ের অহঙ্কার, আত্মাভিমানে বসোরা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হবে। দেলদার গেছে, দেলেরা গেছে, বসোরার সুখও চলে গেছে।

সেকেন্দর সা। প্রভু! তবে কি হবে। তবে কি দেলেরার আর দেখা পাবনা। আমার মান গেল কুলে কালি পড়লো। গৌরব নষ্ট হ'ল। নীচ, উচ্চ, ইতর, ভদ্র সকল প্রজাই আমার দুঃখ দেখে হাস্‌চে। কতজনে কত কি নিন্দাবাদ করচে। প্রভু! আমার উপায় করুন। আমার শির কাটা যাচ্চে।

শা-ফরিদ। আর উপায় নাই।

সেকেন্দর সা। প্রভু! নির্দ্দয় হবেন না। যদি ভ্রমবশতঃ এক কাজ না বুঝে ক'রে থাকি পুত্র জ্ঞানে সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন। গোলামের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করুন। আপনি দয়াময়, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার অবিদিত অজানিত এ দুনিয়ায় কিছুই নাই। প্রভু, দারুণ কলঙ্ক হ'তে আমায় উদ্ধার করুন।

শা-ফরিদ। সেকেন্দর সা, বসোরার অধিপতি! যদি সে সময় আমার আজ্ঞা অবহেলা না ক'র্ত্তে তবে আজ তোমায় এমন ক'রে কাঁদতে হ'ত কি। তুমি না ন্যায় অন্যায়ের বিচার কর্ত্তা, লোকে তোমায় না ধর্ম্মের নফর বলে জানে। দাম্ভিক! বর্ব্বর! পশু! বিপুল ঐশ্বর্য্যে, আত্মগরিমায় গর্ব্বিত হয়ে অভিমানে উন্মত্ত হ'য়ে অহঙ্কারে আত্মহারা হ'য়ে তুমিই না মানুষকে

মানুষ বলে জ্ঞান কর্ত্তেনা। এখন তোমার সে গৌরব, সে আত্ম অভিমান, সে অহঙ্কার কোথায় গেল তুমি স্বইচ্ছায় ফকিরের অবমাননা ক'রেছ। তোমার এ কৃত অপরাধের মার্জ্জনা নাই। চিরকাল কাঁদ। বসোরা প্রাসাদে হাহাকার রব উঠুক। ফিরোজ সা, সেকেন্দর সা দিবানিশি অশ্রুজলে ভাসুক এই আমার মনের একান্ত ইচ্ছা। আমার এ ইচ্ছা পূর্ণ হ'তে দাও। আলমিন! এ দুনিয়ায় মানুষের এত গর্ব্ব, এত অহঙ্কার, এত অভিমান কেন, খোদা! তুমিই মালিক। তুমিই এর বিচার কর।

[শা-ফরিদের প্রস্থান।

সেকেন্দর সা। উঃ! কি নিষ্ঠুর, কি পাষাণ, ফকিরের হৃদয় এমন কঠিন পাষাণে গঠিত। এরাই না খোদার অনুচর! কে বলে এরা খোদার অনুচর এরা সয়তানের সহচর! যদি খোদার অনুচর হ'ত তবে এদের হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ থাকতো। আমার কাতর ক্রন্দনে ক্ষণ মাত্রও দৃষ্টিপাত ক'রলে না। আমি এ রাজ্যের অধিশ্বর! আমায় যা তা ব'লে ভৎর্সনা ক'রে গেল। এ অপমান অসহ্যনীয়! প্রতিকার! প্রতিকার! শীঘ্রই প্রতিকার চাই। সামান্ত ফকিরের এতদূর ক্ষমতা! এ ক্ষমতা শীঘ্রই লোপ ক'র্ত্তে হবে। শূলে দোবো, না জহর খাইয়ে মারবো, না জলে ডোবাব, না আগুণে পোড়াব, কোনটা কোরবো, কোনটা ক'রে আমার মনের আক্ষেপ যাবে। কে কোথায় আছ, ধর, ধর,

শয়তানকে ধর। শয়তান ফকির নয় যাদুকর, যাদুতে আমার দেলেরাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, আমার পবিত্র বংশে কালি দিয়েছে। ধর, ধর, কে কোথায় আছ শয়তান কে ধর। আমি আশাতীত পুরস্কার দোবো। শয়তানকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। তবে আমার এ অপমানের প্রতিকার হবে। শয়তান! শয়তান! আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছ তোমার সর্ব্বনাশ অতি নিকট। [বেগে সেকেন্দর সাহের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ইরাণের দাস বিক্রয়ের হাট।

ক্রীতদাস, দাসীগণ ও রক্ষক।

গীত।

কলে। এস এ চাঁদের বাজারে।
নিয়ে যাও মন যারে চায় বিকিয়ে যাব মাটীর দরে॥
আমরা সব বিকুই নিকো আর হাটে
এতদিন চরতিছিনু ভাগাড়ের মাঠে
ভরা পেটে চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি পিছু হটে
কদর ক'রে কিনে নেযাও ফিরিও না মুখ এবারে॥
তদাসীগণ। দেখে যাও খুপ সুরতি যোর যুবতী ফুলিয়ে আছি বুকের ছাতি
মাজা সরু জোড়া ভিরু চেপ্টা বদন চাঁদের মতন
জ্বেলেছি সব যৌবনের বাতি
তদাসগণ। কারু বা চাকা নয়ন বাঁকা বদন পিট খানি কার উঁচু নিচু,
কারু বা হাত বেশী কম, পা বেশী কম,

বুকে পিঠে সমান কার' কার' সবই কম কিছু মিছু,
সকলে। পাঁচমিশুলি মিশিয়ে আছি বেছে নাও যারে যার মনে ধরে॥

রক্ষক। (শশব্যস্তে) আরে চুপ, চুপ! খোদ্দের মাটি করিস্নি! তোদের যে আর আমোদ ধরেনা দেখচি! চুপ কর! মনিব আসবার সময় হ'য়েচে হাট ব'সেচে, খোদ্দের এল ব'লে।

কুজ। নেজুর মশাই! বলুন তো আমার দর কত হবে।

রক্ষক। (হাস্যের সহিত) তোমায় বিক্রি ক'রতে পারলেই ব'সে খাব আর কি! তোমায় খোদ্দেরের নজরে ধ'রলে আর কি রক্ষে আছে! লুটে নিয়ে যাবে! তোমায় কিনে নিয়ে গিয়ে তারা বাড়ীতে পুতুলের মত সাজিয়ে রাখবে।

কুজ। (আহ্লাদে) বল কি নেজুর মশাই বল কি! তবে আমি আচ্ছা খুপ সুরত।

রক্ষক। তা আবার একবার ক'রে ব'লতে! তোমার মত খুপ সুরত হটকরে নজরে পড়েনা।

কুজ। (আহ্লাদে নৃত্যের সহিত)

গীত।

নর্জ্জিসে বানায়া খোদা মুঝকো দুনিয়াদার।
সুরতমে কোই নেই হৈ হামরা বরাবর॥
দিলমে জরা আপশোষ মেরা
এয়সা হামারা গুল চেহারা
মেরা সামনা দেখ কর সব কোই খুস হৈ পিছেমে নেহি কদর
যো দেখে ও মুহ ফিরায়কে জলদি চলে আপনা ঘর॥

(আবদুল সওদাগরের প্রবেশ ও কুব্জের সভয়ে দলে মিশিয়া দণ্ডায়মান)।

আবদুল। এই যে বড় ফুর্ত্তি! বেটা কুঁজো! আজ যদি না ভালয় ভালয় বিক্রি হও, পিটে তোমার কুঁজ সোজা ক'রবো! (কুব্জকে ধরিয়া) মানিয়ে দাঁড়া বেটা! সোজা হ'য়ে থাক! (সকলকে সমানভাবে দণ্ডায়মান করিয়া সাজাইতে উদ্যত) কুঁজ ঢাক বেটা কুঁজ ঢাক! কোন খোদায় তোকে পয়দা ক'রেছিল! বেটাকে নিয়ে আমার ঘরের কড়ি বরবাদ হ'ল। (রক্ষকের প্রতি) এইবার দর হাঁক আর কি! হাট বসে গেছে।

রক্ষক। (উচ্চৈঃস্বরে) বড় সস্তায় বান্দা বাঁদী বিকিয়ে যায়! মাটির দরে যায়।

আবদুল। (সকলকে সমানভাবে সাজাইতে সাজাইতে) এই যে বেটা গন্দা খাঁদা! বেটা যেন পায়রা চাঁদা! ঠিক হ'য়ে থাক বেটা ঠিক হ'য়ে থাক! আজ না বিক্রি হ'লে তোমার নামে গোরের খরচ লিখবো! এই যে বেটা হাঁদা! বেটা যেন হুতুম পেঁচা! বেটার কোন গুণ নেই, খাবার সময় খাবে দশ গুণ! কাজ ক'রবেনা এক গুণ! আজ যদি না বিক্রি হও সাত দিন শুকিয়ে রাখবো! এই যে কানা সাহেব! বেটার যদি আর একটা চোক্ থাকতো, তাহ'লে না জানি কি ক'রতে কি ক'রতো! বেটা সবসে পাজী! এই যে খোঁড়া মিঞা যে! কাজের বেলাই নাচার! খাবার বেলা যত

দাও—মাটী নেই! ঠিক হ'য়ে দাঁড়া বেটা ঠিক হ'য়ে দাঁড়া! ছুটো পা সমান ক'রে দাঁড়া।

ঘোঁড়া। হজুর। সমান যে হয়না, একটু ফাঁক রয়।

আবদুল। ফাঁক রয় কিরে বেটা ফাঁক রয় কি! আমি যখন কিনেছিলুব তখন আমার চোখে ধুলো দিয়ে কি ক'রে দাঁড়িয়েছিলি বেটা! আজ যদি না বিক্রি হও তোমায় কামার বাড়ী পাঠাব! ঠ্যাং পুড়িয়ে পিটে বাড়িয়ে আনবো, এইযে বেটী! এ বেটী হারাম জাদার ওস্তাদ! গুণের মধ্যে কিনা কোমরটা সরু, বেটী যেন ভূর্কীর পেরু! ঠিক হ'য়ে থাক, বেটী ঠিক হ'য়ে থাক (রক্ষকের প্রতি) হাঁকনা হে দর হাঁক! খোদের জড় কর! খোদের জড় কর।

রক্ষক। (উচ্চৈঃস্বরে) আসুন! আসুন! সস্তাদরে বিকিয়ে যায়! বড় সস্তায় যায়! বড় সস্তায় যায়।

(কতিপয় বণিকের প্রবেশ)

আবদুল। (বণিকগণের প্রতি) আসুন! আসুন! মাল দেখুন! পছন্দ করুন! দামের জন্য বড় কিছু এসে যাবেনা; আসল দামে ছেড়ে দোবো।

১ম বণিক। (সকলকে দেখিয়া আবদুল সওদাগরের প্রতি) তাইতো মিঞা! এর মধ্যে আমার একটাও পছন্দ হ'চ্চেনা! একটাও নজরে লাগছেনা! সবই কানা, কুঁজো, খোঁড়া। (মুখ বিকৃতকরণ)

আবদুল। (১ম বণিকের প্রতি) সবই কানা, কুঁজো, খোঁড়া, কোথায় দেখলেন! ভালও আছে মন্দও আছে!

সরেসও আছে নিরেসও আছে! সকল খোদ্দেরের কি সমান নজর! কেউ ভাল খোঁজে, কেউ মন্দ খোঁজে! কেউ দুপয়সা বেশী দিয়ে ভাল মাল কেনে আবার কেউ দুপয়সা কম দিয়ে খারাপ মালও কেনে। আপনি জানেন তো যে যেমন দরে খুঁজবে সে তেমনই পাবে। দেখুন, দেখুন, পছন্দ করুন! ভাল মন্দ সবই আছে; হাটে পাঁচ মিশুলিই থাকে।

২য় বণিক। তাইতো যেমনটী খুঁজচি, তেমনটী পাচ্চিনি,

(ইতঃস্তত করণ)

আবদুল। (কুঁজকে বাহির করিয়া) এই যে দেখছেন কুঁজো এর নানান গুণ! খায় অল্প কাজ করে দ্বিগুণ! খাটতে বড়ই মজবুত! হাঁটা ভিন্ন নাটী জানেই না! বড় হুসিয়ার! ভারী ভারী বোঝাগুলো কুঁজের ওপর ফেলে উটের মত বয়ে নিয়ে যায়! একে যদি নিতে মতলব করেন তবে কিছু দাম বেশী পড়বে! (খোঁড়াকে বাহির করিয়া) এই যে দেখচেন খোঁড়া, এর আগা গোড়া মজবুত। বড় কামপেয়ারা! একবার মুখে বল্লেই বুঝে নেয়! দেখিয়ে দিতে হয় না। (অপরাপর সকলকে দেখাইয়া) এর মধ্যে যাকে চাইবেন তারই গুণ বাতলে দোবো! আপনি খুসি হয়ে কিনে নিয়ে যাবেন! যদি আপনার মনের মত না হয় ফিরিয়ে দেবেন, দাম ফিরে দোবো।

১ম বণিক। (২য় এর প্রতি) এ বান্দা বাঁদী মনে ধর্‌বে?

আবদুল। ধর্‌বেনা কি বলুন, খুব ধর্‌বে, বলি চক্ষু লজ্জাওতো

আছে, তারও খাতিরে কি ধ'র্‌বেনা! এখন বলুন কটা দোব! আমার বান্দা বাঁদী যদি মনে না ধরে তবে আর কার কাছ থেকে মনের মত মাল কিনবেন বলুন্ দেখি; কুঁজোটার দর একটু বেশী দিতে হবে। খোঁড়া টাকে আপনাদের খাতিরে কেনা দামে দোবো। আর কোনটা কোনটা চাই বলুন। (আগ্রহ প্রদর্শন)

৩য় বণিক। (আবদুল সওদাগরের প্রতি) আচ্ছা মিঞা! আরও দু এক জায়গা দেখা যাক দেখি আরও ভাল বান্দা বাঁদী আছে কি না।

আবদুল। আরও দু এক জায়গা দেখবেন, তারপর কিনবেন, তাহ'লেই আপনাদের কেনা হ'য়েচে দেখচি। জানেন আমার নাম আবদুল সওদাগর, আমার সাত পুরুষের এই একচেটে ব্যবসা। আমার মত ভাল মাল কম দরে কে দিতে পারে। আপনারা দেখচি নূতন লোক, এ হাটে এখনও আমার নাম শোনেননি। এ সহরে বান্দা বাঁদীর আমিই আড়দার। আর যা দেখবেন সব পাইকের। আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে খোদ্দেরকে দ্বিগুণ দরে বিক্রি করে। আমার কাছে সস্তায় যেমন মনের মতন ভাল মাল পাবেন, এমনটী আর কোথাও পাবেন না।

৪র্থ বণিক। আচ্ছা আমরা একবার দেখে শুনে আসি। ভাল পাওয়া যায় ভালই, নইলে আপনার কাছ থেকেই নিয়ে যাব। [বণিকগণের প্রস্থান।

আবদুল। তাইতো, চলে গেল যে। চলে গেল যে। এত

দোকানদারীতে একটাও বিক্রি হ'লনা। লাভ কর্‌তে গিয়ে আমার আসলে টান পোড়েচে। শয়তান-দের খাওয়া দিতে দিতেই আমার দফা রফা। (রক্ষকের প্রতি) ডাকহে, খোদ্দের ডাক; খোদ্দের ডাক। দেখচি আজও বুঝি ফিরে নিয়ে যেতে হ'ল।

রক্ষক। (উচ্চৈঃস্বরে) যার বান্দা বাঁদীর দরকার আসুন! বড় সস্তায় বিকিয়ে যায়।

আবদুল। আজ যদি না বিক্রি হয়, তা হ'লে শয়তানদের শুকিয়ে মারবো! আর খেতে দিচ্চিনি! (উচ্চৈঃস্বরে) আসুন! আসুন! সস্তায় বান্দা বাঁদী বিকিয়ে যায়! যাবার সময় এগুলো সস্তা দরে দিয়ে যাই।

ক্রীতদাস দাসীগণ। হুজুর! ক্ষিদেয় পেট জ্বলে গেল! তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল! আমাদের শির ঘুরচে, চোখে অন্ধকার দেখচি, আর আমরা দাঁড়াতে পাচ্চিনি! হুজুর! আমাদের কিছু খেতে দিন (সকলের কাতর ক্রন্দন ও কোলাহল)।

আবদুল। আমার বাপ, দাদা, নানা, চাচা, আমার চোদ্দ পুরুষেরা মেহেরবানী ক'রে আর একটু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক! তোমাদের নিয়ে আমিও কোন্ সুখে আছি বল দেখি! খোদ্দেরের সঙ্গে ব'ক্‌তে ব'ক্‌তে আমার পেটের নাড়ী ভুড়ী যে কুলে গেছে।

ক্রীতদাস-দাসীগণ। আর আমরা দাঁড়াতে পাচ্চিনি! (কতকগুলির উপবেশন ও কতকগুলির শয়ন)।

আবদুল। (দেখিয়া) আহা হা সব গেল! সব গেল! আমার

লাভের কড়ি বরবাদ হ'ল! ওরে বাপ সকল আর একটু ক্ষিদে তেষ্টা চেপে থাক বাবা! এই খোদের হ'লে তোদের বেচে ফেলছি! সেখানে গিয়ে খুব পেট ভরে খাবে! আমায় একটু রেহাই দাও বাবা।

(সকলের কোলাহল)

এই মাটী ক'রে। মাটী কল্লে। গেল, গেল, গেল সব গেল। একটু চুপ কর আর খানিক বাদেই খানা পাবি। (রক্ষকের প্রতি) ডাকনা হে ডাক, খোদ্দের ডাক। খোদ্দের ডাক। চোদ্দপুরুষ আমার এইবার সকলে একবার উঠে দাঁড়াও বাবা। আজ এ দায় থেকে আমায় উদ্ধার কর বাবা। (সকলকে উঠাইয়া দাঁড় করাইতে করাইতে কুব্জের প্রতি) উঠে পড় সোণার চাঁদ। কুঁজ নিয়ে আর চিতিয়ে থেকনা। তোমার ভাব দেখে আমার ভয় করে যে।

কুব্জ। (আবদুল সওদাগরের প্রতি) হুজুর। আমরা কি দোষ ক'রেছি।

আবদুল। তোমাদের দোষ কোন শালা বলে, যত দোষ আমার নসীবের, তোমরা আমার চোদ্দপুরুষ, দয়া ক'রে আমায় উদ্ধারের জন্য এসেচ, এখন আর খানিক চুপ ক'রে থাক আমার কুব্জ, বিক্রি হ'লেই তার বাড়ী গিয়ে পেট ভরে খেও, দোহাই তোমাদের, এ যাত্রা আমায় রক্ষে কর, (উচ্চৈঃস্বরে) আসুন, আসুন বড় সস্তায় বিকিয়ে যায়, বড় সস্তায় বিকিয়ে যায়।

(নুরুমিঞা ও দেলদারের প্রবেশ)

দেলদার। (নুরুমিঞার প্রতি) নুরুমিঞা, এরা সব কি জন্যে দাঁড়িয়ে আছে?

নুরু। তাও জাননা, এদেশে বান্দা বাদীর হাট হয়, বান্দা বাদী বিক্রী হয়, যার ইচ্ছে সে কিনে নিয়ে যেতে পারে।

দেলদার। (আশ্চর্য্যে) বল্লে কি নুরুমিঞা, সামান্য পশুর মত এদেশে মানুষ বিক্রী হয়?

নুরু। মানুষ বিক্রির কথা এই নতুন শুন্‌লে নাকি?

দেলদার। হাঁ নুরুমিঞা, এর আগে কখন শুনিনি, আহা! এদের মত কষ্টের জীবন ছুনিয়ায় আর বুঝি কারুর নেই।

নুরু। এ কথা ঠিক ব'লেছ, (আবদুল সওদাগরকে দেখাইয়া) ঐ যে দেখচ হোমরা চোমরা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ঐ বেটাই কসাই, ঐ বেটাই বিক্রী করে।

দেলদার। চল নুরুমিঞা। সামনে যাওয়া যাক, (উভয়ের অগ্রসর)।

আবদুল। (উভয়ের প্রতি) আসুন! আসুন! পছন্দ করুন, সস্তা দরে দোবো।

দেলদার। বণিক। কত মূল্যে দিতে পার?

আবদুল। (আগ্রহে) কোন্‌টা, কোন্‌টা, কোন্‌টার মূল্য জিজ্ঞাসা ক'চ্চেন?

দেলদার। যতগুলি আছে।

আবদুল। সবই কিন্‌বেন নাকি?

দেলদার। হাঁ।

আবদুল। (আশ্চর্য্যে) বলেন কি?

দেলদার। তুমি আশ্চর্য্য হ'লে যে!

আবদুল। তাইতো! সেই রকম ঠেকচে! সত্যি বোলচেন তো?

দেলদার। বণিক! পরিহাস ক'র্ত্তে আসিনি, মূল্য বল!

নুরু। (আবদুল সওদাগরের প্রতি) মিঞা, তুমি এঁরে চিন্‌বেনা, আউওল সওদাগর, এদেশে সদাগরি কর্ত্তি আসচে, আমার দোস্ত।

আবদুল। (আগ্রহে) সেলাম! সেলাম! আমি আপনাকে চিন্তে পারিনি, মাপ ক'র্ব্বেন! মূল্য সকলের মূল্য! আজ্ঞে মূল্য! আমি আপনাকে কেনাদরে দোবো! এক পয়সাও লাভ ক'রবোনা।

দেলদার। বণিক! লাভ ধরে বল! ব্যবসায় যদি লাভই না ক'রলে—তবে ব্যবসার প্রয়োজন কি?

আবদুল। (মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) আজ্ঞে! আজ্ঞে! পাঁচ হাজার আসরফি! সব নিয়ে যান! আপনি দশহাজার আসরফিতে বেচতে পারবেন।

দেলদার। ভাল তাই নাও! (হীরক অঙ্গুরী অঙ্গুলী হইতে খুলিয়া) এই নাও তোমার মূল্য! এই অঙ্গুরীর মূল্য পাঁচ হাজার আসরফির কিছু বেশী! (অঙ্গুরী প্রদান)

নুরু। দেলদার মিঞা! ক'রে কি! ক'রে কি! এ সব বান্দা বাঁদী নিয়ে ক'রবে কি! পয়সা গুলো জলে ফেলে দিলে! পয়সা গুলো জলে ফেলে দিলে।

দেলদার। নুরুমিঞা! এদের স্বাধীনতা দোব! এরা আপনার

আপনার দেখে চলে যাবে! আপনারজনকে দেখে জীবন সার্থক ক'রবে! আহা! এদের জীবন বড়ই কষ্টের।

আবদুল। (আশ্চর্য্যে) বলেন কি! আপনি ছেড়ে দেবেন! ব্যবসা ক'র্‌বেন না।

দেলদার। (আবদুলের প্রতি) বণিক! আমার জিনিষ আমায় দাও! আমি নিয়ে যাই।

আবদুল। (বান্দা বাঁদীগণকে লইয়া) এই নিন্ আপনার জিনিষ! আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন। আর আমার কোন জোর নেই।

দেলদার। বণিক! তুমি খুসি হ'য়েচ।

আবদুল। আজ্ঞে খুব খুসি হ'য়েচি! তবে কিনা! তবে কিনা! কিন্তু আপনি সব ছেড়ে দেবেন।

দেলদার। বণিক! এই আমার ব্যবসা! (মুরুমিঞার প্রতি) মুরুমিঞা! এদের সব নিয়ে এস (দেলদারের অগ্রসর)

মুরু। (স্বগতঃ) এখানে এনে বড় ভাল কাজ করিনি! কে জানে এমন হবে! আমি নিয়ে এলুম ভালর জন্যে না কোথায় একেবারে উল্টে গেল! ঘোড়ার উপর সোয়ার না হ'য়ে সোয়ারের ওপর ঘোড়া হ'ল! (প্রকাশ্যে বান্দা বাঁদীগণের প্রতি) চল, চল, সারবন্দী হ'য়ে চল! সব বেটা বেটীর নসীবটা একেবারে ফিরে গেছে দেখচি।

বান্দাবাঁদীগণ। মালিককে খোদা সুখে রাখুন (মুরুমিঞার সহিত বান্দাবাঁদীগণের প্রস্থান)

আবদুল। যা বেটা বেটীরা! তোরাও বাঁচলি—আমি ও বাঁচলুম! বাবা! আমার জ্বর দিয়ে ঘাম ছেড়ে গেল। (রক্ষকের প্রতি) দেখহে! এবেটা মস্ত সওদাগর! বেটা বলে কিনা ছেড়ে দোবো! ওটা বুজরুকি, অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রী ক'রবে! তুমি কি বল, খুব বেচা গেছে খতিয়ে দেখলে প্রায় দেড়া লাভ হ'য়েচে! নাকি বল! নাকি বল! (হাস্য)

রক্ষক। আজ্ঞে! খুব লাভ হয়েচে! এমন লাভ কখন হয়নি! আমি ঠিক বলচি।

আবদুল। (আহ্লাদে হাস্যের সহিত) নাকি বল! নাকি বল! আমি আবদুল সওদাগর! বিনা লাভে আমি মাল ছাড়ি! নাকি বল! নাকি বল!

রক্ষক। তাইতো হজুর তাইতো! তা আবার একবার ক'রে ব'লতে, তবে এইবার আমার মজুরিটা মেহেরবাণী হ'য়ে যাক।

আবদুল। দাঁড়াওহে! আংটীটা আগে বিক্রী করা যাক, তারপর তোমার পাওনা গণ্ডা একেবারে সব চুকিয়ে নিও! আজ তুমিও বড় খুসি হ'য়েচ দেখচি! হাজার হোক আমার নেমক খাওতো! মনিবকে খুসি দেখলে তুমিত খুসি হ'তেই পার! নাকি বল! নাকি বল!

রক্ষক। আজ্ঞে আমি বড় খুসি হ'য়েচি।

আবদুল। (হাস্যের সহিত) নাকি বল! নাকি বল!

[ক্রীতদাস রক্ষককে লইয়া আবদুল সওদাগরের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

ইরাণের সুরম্য রাজোদ্যান।

পুরুষবেশে দেলেরা।

দেলেরা। কোই এখানে এসেও তো দেলদারের দেখা পেলেম না! দেলদার! দেলদার! কোথায় তুমি হা নিষ্ঠুর, এমন ক'রে ভুলে থাক্‌তে হয়! বল তুমি কোথায় আছ! আমিও সেথায় যাই! দেখ, তোমার মত আমিও বসোরা ত্যাগ ক'রেছি! হায়! পিতা, মাতা, ত্যাগ ক'রে রাজসুখ রাজভোগ ত্যাগ ক'রে, পোড়া প্রাণ দুঃখে নিমগ্ন ক'রেও তো তোমায় পেলেম না! তোমার জন্য নানাদেশে কেঁদে কেঁদে ঘুরে ঘুরে, সোণার সতীত্ব রক্ষার জন্য আত্মগোপন ক'রে পুরুষবেশে কত শত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য ক'রে শেষে এ রাজ্যে এসে সামান্যের ন্যায় কালযাপন কচ্চি! দেলদার! বল আর কতদিন এরূপ ভাবে দিনপাত ক'র্‌ব! দেলদার! দেলদার! দুনিয়ার সকলই ত্যাগ ক'রেছি, কোই তোমায় তো ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌লেম না! তোমার জন্য দুর্ব্বিসহ জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য ক'রে আজ আমি এ রাজ্যের একজন সামান্য উপবন রক্ষকের বেশে জীবন অতিপাত কচ্চি! দেলদার! দেলদার! তবে কি আর তোমার দেখা পাব'না! তবে কি তোমার জন্য কেঁদে কেঁদেই জীবনের শেষ হবে! মরি ক্ষতি নাই, ম'র্‌লেই সকল যন্ত্রণা হ'তে নিষ্কৃতি

পাই! কিন্তু মৃত্যুকালে যদি একবার তোমার দেখা পাই, তাহ'লে যে আমি কত সুখে ম'র্‌তে পারি তা তোমায় দেখিয়ে যাই! কোথায় যাব! কোথায় দেলদারের দেখা পাব! না আর এরাজ্যে থাক্‌বোনা! যখন এরাজ্যে আমার দেলদার নাই, তখন এরাজ্যে আমার কিসের প্রয়োজন! খোদা! আর আমায় কাঁদিও না! আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর! আমার দেলদারকে আমায় দাও, বল প্রভু! আমার দেলদার কোথায় আছে! আমি সেইখানে যাই! আর এ নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে পারিনা! দয়াময় তোমার দয়াময় নামের সার্থক কর।

(গীত)

মনোবেদনা জানাব কাহারে,
কে শুনিবে মোর এ বিষাদ গাথা।
তোমা বিনা আর, কে আছে আমার,
জীবের জীবনে তুমি শান্তি-দাতা।
অকূল সিন্ধুর মাঝে তনয়া তোমার, কাতরে সদা করে হাহাকার
কে মুছাবে বল নয়নের ধার, এ সংসারে আর কে আছে কোথা।

[দেলেরার প্রস্থান।

(গুলনাহারের প্রবেশ)

(স্বগতঃ) এ উপবন রক্ষকটী কে! আমার বোধ হয় নিশ্চয় কোন ছদ্মবেশী! এমন সুন্দর রূপ, এমন সুন্দর মুখের মিষ্টি কথা উচ্চ বংশেরই সম্ভবে! আমার মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হ'য়েছে! যত ভাবি ততই যেন

ভাবতে থাকি! মনের ভেতর এত ভাঙ্গাগড়া, এত তোলাপাড়া কিসের জন্য কিছুই বুঝতে পাচ্চিনা! ভাল একদিন নির্জ্জনে যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রলে হয়না—তাতেইবা দোষ কি! কিন্তু একটা কথা, যদি সে আমায় নির্লজ্জা মনে করে! তা করে ক'রলেই বা! আমার মনের সন্দেহ তো ঘুচে যাবে! (চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া) কোই যুবক তো হেথায় নাই! তবে কোথায় গেল! বোধ হয় পিতার কোন কার্য্যে গেছে। যাই হোক্ যখন সন্দেহ উপস্থিত হ'য়েছে, তখন সে সন্দেহ ভঞ্জন করাই—প্রয়োজন। ওই যে সখীরা এদিকে আসচে।

(সখিগণের প্রবেশ ও গীত)

সখিগণ। কেন লো কমল কলি মোচে মধু বিলিয়ে দিলি।
কোথা সে পরশলো তোর যেচে পায়ে পড়িয়ে দেলি॥
সরল প্রাণে বিলিয়ে দিয়ে, ভাবলি পাবি সুখটি চেয়ে,
মজিয়েছে মন ফাঁকি দিয়ে সে যে বড় চতুর অলি,
কেনলো জেনে শুনে সাধ ক'রে শেল বুকে নিলি॥

গুল। (সখিগণের প্রতি) দেখ ভাই! আজ ফুল ফুটে বাগান কেমন আলো ক'রেছে! চল ফুল তুলে মালা গাথিগে।

১ম সখী। (গুলনীহারের প্রতি) মালা গেথে কারে দিবি সই! মনের মানুষ ঠিক ক'রেছিস নাকি?

গুল। সই মনের মানুষতো তোরা! মনের মানুষ কি কার' হাতধরা।

১ম সখী। হাঁ বুঝেছি।

(গীত)

সখিগণ। লুকিয়ে প্রেমে মজতে গেলে মনের আগুণ মনেই জ্বলে।
আশার আশে ভেসে ভেসে সাধ মেটেনা কোনকালে॥
প্রাণের কথা প্রাণটী খুলে,
ব'লতে লো সাধ বঁধু এলে,
এলো বঁধু লুটলে মধু গেল সে চলে—
যাছিল বলিতে রহিল প্রাণেতে,
মরমের ব্যথা হৃদয়েতে গাঁথা ভেসে গেল বুক নয়নজলে।
সরম টুটেনা, মুখও ফোটেনা, শুধুই যাতনা শেষকালে॥

[সখীগণের প্রস্থান

(গীত)

গুল। ম্যায় সমঝায়া আপনা দিলমে জানকা নয়ন নেহি হ্যায় রে
জোবনমে দিল বাধকর দিলকো কেত্তা সমঝায়েরে।
ঝুটে ম্যায় চাঁদকো দেখকর,
আপঁহি রোঁয়ে আপঁহি গায় কর,
দিলকা রোসেন চলা গয়া হৈ আঁধেরা আব আয়েরে।
সোণা সব চলা গয়া দিলমে আপশোষ রহেরে॥

(নানাবিধ পুষ্পমালা হস্তে দেলেরার প্রবেশ)

দেলেরা। (গুলনীহারকে অভিবাদন করিয়া) সাহাজাদি! আপনি এখানে র'য়েছেন! আমি আপনার জন্য সারা উপবনটা ঘুরে বেড়াচ্ছি! এই মালা নিন।

(গুলনীহারকে মালা প্রদান)

গুল। (মালা লইয়া) রোসেন! মালাগুলি অতি সুন্দর গাঁথা হ'য়েছে! এমন সুন্দর মালা আমি কখন দেখিনি! মালাগুলি কে গাঁথলে রোসেন?

দেলেরা। (অভিবাদন করিয়া) সাহাজাদি! অধীন গোলামই স্বহস্তে গেঁথেচে।

গুল। তুমি বড় সুন্দর মালা গাঁথতে পার।

দেলেরা। সাহাজাদী, এ যে আমার পেশা! এতেই আমার রুচী।

গুল। (স্বগতঃ) এখনতো বেশ নির্জ্জনে আছি! এইবার জিজ্ঞাসা ক'রলে হয় না! তাইতো, নিলজ্জার মত কি ক'রে জিজ্ঞাসা করি! না থাক, আর জিজ্ঞাসা ক'রবনা, কেন জিজ্ঞাসা ক'রলেই বা দোষ কি! জিজ্ঞাসা ক'বেই দেখিনা; কি উত্তর দেয়. তাইতো বড় মুস্কিলে ফেলে দেখচি, জিজ্ঞাসা না ক'রেও থাকতে পাচ্চিনি আবার জিজ্ঞাসা ক'রতেও লজ্জা বোধ হচ্চে, না এমন ক'রে সময় নষ্ট করাও উচিত নয়, যদি কেউ এসে পড়ে, জিজ্ঞাসা ক'রেই ফেলি, (প্রকাশ্যে দেলেরার প্রতি) রৌসেন, তোমায় আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো, বল ঠিক উত্তর দেবে?

দেলেরা। সাহাজাদী, গোলামের গোস্তাফি মাফ্ হয়, এমন কি কথা, প্রশ্ন করুন. গোলাম সাধ্যমত উত্তর দেবে।

গুল। আমি তা চাইনা; সাধ্য মত অসাধ্য মত এ দুটী কথা ছেড়ে দাও, দেখ রৌসেন আমি তোমায় যা জিজ্ঞাসা ক'রবো তারই উত্তর দিতে হবে, এতে লজ্জার কারণ কিছুই দেখিনা, সাধ্য অসাধ্যর মানেত কিছু বুঝিনা. তবে তুমি ব'লতে পার—তুমি গোলাম—আর আমি সাহাজাদী, হাঁ, তুমি গোলাম বটে, কিন্তু তুমিতো

আমার নিযুক্ত গোলাম নও, আমার পিতা তোমায় নিযুক্ত ক'রেছেন—তুমি আমার পিতার গোলাম, দেখ রৌসেন, তুমি এখানে এত দিন এসেচ, তোমার মুখে আমি একদিনও হাসি দেখলেম না, সদাই বিষণ্ণ, এর কারণ কি? আমার বোধ হয় তুমি নিশ্চয়ই কারুর জন্ম ভাব, কি বল, উত্তর দাও।

দেলেরা। (নীরব)।

গুল। আর উত্তর দেবে কি—আমি ধরে ফেলেছি, দেখ রৌসেন, তোমায় যে আমি এরূপ প্রশ্ন ক'রচি তার জন্ম কিছু মনে ক'রোনা, আর যদিই কিছু মনে কর—বেশীতো কিছু ক'রতে পারবেনা; না হয় বোলবে মেয়টা বড় নির্লজ্জা, তাতে বড় বেশী কিছু এসে যাবেনা, এখন সে সব কথা থাক্, রৌসেন! তোমার সাদি হ'য়েচে।

দেলেরা। সাহাজাদী, অধীন বান্দা, কি ক'রে আপনার প্রশ্নের সমান উত্তর দেবে।

গুল। এই তো, এই তোমার এক মহৎ রোগ দেখছি! আমি যখন ব'লচি, তুমি পার্কেনা কেন?

দেলেরা। না—এখনও সাদি হয়নি!

গুল। আহা হা! তোমার এখনও সাদি হয়নি, এতদিন সাদি না ক'রে কেমন ক'রে আছ বল দেখি, আমি যদি তোমার মত পুরুষ হতেম তা হলে এতদিনে অন্ততঃপক্ষে কম হিসেবে দশটা সাদি করে ফেলতুম, কি করি বল, খোদা আমায় এ জন্মেত সে ক্ষমতা

দেননি, মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখতে হয়েছে, দেখ রৌসেন, আর একটী কথা—তোমার আকার প্রকার ভাব ভঙ্গীতে আমার বোধ হয়না যে তুমি একজন সামান্য মালাকারের পুত্র।

দেলেরা। (আশ্চর্য্যে স্বগতঃ) একি কথা! তবে কি সাহাজাদী জান্তে পেরেছেন, কি করেই বা জান্তে পারবেন, আমার প্রাণের ভেতর বিষম সন্দেহ উপস্থিত হল।

গুল। রৌসেন, আমার কথার উত্তর দিচ্ছনা যে, আমি দেখচি খোদা তোমায় মেয়ে মানুষ গড়তে গড়তে ভুলক্রমে পুরুষ মানুষ গড়ে ফেলেছেন, আর সেইরূপ আমাকেও পুরুষ মানুষ গড়তে গড়তে মেয়েমানুষ গড়ে ফেলেছেন বাস্তবিক বলচি আমি যদি তুমি হতেম আর তুমি যদি আমি হতে তবে আমি তোমায় নিশ্চয় সাদি করে ফেলতুম।

দেলেরা। সাহাজাদী, যথার্থই আমি মালাকার পুত্র, আমার পিতা মাতা উভয়েই সুশ্রী ছিলেন সেই জন্য অধীনও কিঞ্চিৎ শ্রীসম্পন্ন, সাহাজাদী অপরাধ নেবেন না—আমি জিজ্ঞাসা করি নীচবংশোদ্ভব কি সুশ্রী হতে পারেনা।

গুল। রৌসেন, তুমি ঠিক বিপরীত বুঝেছ, আমি তোমায় সে ভাবে জিজ্ঞাসা করি'নি, তবে কি জান—তোমায় দেখলে আমার মনে যেন একটু খট্‌কা লাগে, কেন লাগে ব'লতে পারিনা, আমার বোধ হয় তুমি——থাক্ সে সব কথা। দেখ কাল থেকে আমায় রোজ দু'গাছি করে মালা দেবে, বুঝতে পেরেছ?

দেলেরা। হুকুম অবশ্যই তামিল হবে।

গুল। আচ্ছা রৌসেন, যদি এতগুলো কথা কইলুম তবে আরও দুএকটা কয়ে যাওয়াই যাক, কি জানি আবার কবে এ রকম নির্জ্জনে দেখা হবে কি না হবে, আচ্ছা রৌসেন, তুমি কখন কাকেও ভালবেসেচ কিম্বা কার ভালবাসায় পোড়েচ, কিম্বা অপরকে প্রাণ দিয়েচ কিম্বা অপরের প্রাণ নিয়েচ, কিম্বা অপরকে মজিয়েচ, কিম্বা নিজে মজেচ, বল, বল হাঁ কিনা বলে যাও, এই দেখ চুপ করে রইলে যে, কাকেও কখন কাঁদিয়েচ কিম্বা নিজে কখন কেঁদেচ, কাকেও কখন হা হুতাশ করিয়েচ কিম্বা নিজে কখন করেচ, ভালবাসায় কাকেও কখন মেরেচ কিম্বা নিজে মরেচ, তাই বা হয় কি করে, নিজে মরলে আমার সঙ্গেত দেখা হ'তনা, তা হলেত এতক্ষণ প্রেম কবরের মধ্যে থাক্‌তে, মনের আবেগে দু'একটা ভুল বলে ফেলেচি, বল, বল, আমার কথার উত্তর দাও ?

দেলেরা। সাহাজাদী, অপরাধ ক্ষমা করবেন, আপনার এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বান্দা অক্ষম।

গুল। আচ্ছা একটা কথা বল, প্রেমের জন্য কখন কি দেশছাড়া হয়েচ না কাকেও দেশছাড়া কোরেচ, না দুজনেই দেশ ছেড়েচ।

দেলেরা। (শিহরিয়া স্বগত) একি কথা, সাহাজাদী কে! তবে কি কোন কুহকিনী, আমার প্রাণের লুকোন কথা ভেতর থেকে বার করে আন্‌চে যে, আমি কিছুই

বুঝতে পাচ্ছিনি! খোদা আবার এ নূতন খেলা কেন প্রভু! (নীরব)।

গুল। বুঝেচি! বল চাই, নাই বল, প্রাণের কথাটা বুক থেকে মুখে এসেচে, সরমে জিব থেকে বেরুতে চাইচে না, আমি জান্তেম যে লজ্জা সরমটা স্ত্রীজাতিরই একচেটে, ইয়া আল্লা, তা নয়, এখন দেখচি পুরুষেরই বেশী।

[গুলনীহারের প্রস্থান।

দেলেরা। সাহাজাদী! তুমি কি প্রেম শিখেচ যে আমায় দেখাবে! কেবল কথায় কথা ছুটো শিখে রেখেচ বইতো নয়! আমার বড়ই দুরদৃষ্ট যে ছদ্ম বেশে সামান্যার ন্যায় অবস্থান ক'রচি! নইলে প্রেম কাকে বলে, প্রেমের প্রবল তরঙ্গে প্রাণ কি রূপ ভগ্ন হয় তোমায় দেখিয়ে শিখিয়ে দিতেম! সরলা বালিকা! সখিদের নিয়ে ফুল খেলা খেলতে শিখেচ! তাই এত বিমল আনন্দে হৃদয় ভরা! আশীর্ব্বাদ করি এ আনন্দ তোমার চিরস্থায়ী হোক! আমার মত যেন কেঁদে কেঁদে জীবন যাপন ক'র্ত্তে না হয়! তুমি চির-সুখিনী হও! মনোমত পতি লাভ কর! দুনিয়ায় হাসতে এসে হেসে হেসেই মনের সুখে দিন যাপন কর! হা খোদা! তোমার মনে এই ছিল! এ নিদারুণ যন্ত্রণা কেন আমার নসীবে লিখেছিলে প্রভু! দয়াময়! এ দারুণ কষ্টের অবসান কর! তোমার শান্তিময় কোলে তাপিনী দেলেরাকে স্থান দাও! আমি দুনিয়ার সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলে যাই! দেলদার! দেলদার!

কোথায় তুমি! এস, একবার এসে তোমার দেলেরাকে দেখে যাও।

(গীত)

কোথা আমি সে আছে কোথায়।
ব্যাকুল আমার তরে আমি যে ব্যাকুলা হেথায়।
ব্যথায় ব্যথিত হ'য়ে
আছে মম মুখ চেয়ে
যাতনা সয়ে
জীবনে মরণে হ'য়ে আছে সে আমার
আমি যে হেথায় কাঁদি মম-বেদনায়।

[দেলেরার প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

কক্ষ।

(মুরুব্বিজার প্রবেশ)

মুরু। জানি! জানি! ও জানি! (চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া) ওরে আমার জানের জান দেলজান কোথায় গেল! বলি কোথায় গেলে জানি! তাইতো ঘরটা যেন কাঁকা কাঁকা ঠেকছে। খাঁ খাঁ ক'রছে, (উচ্চৈঃস্বরে) ও জানি দিলজানি! বিবিজান! দিলজান।

(নেপথ্যে—যাইগো)

মুরু। (আহ্লাদে হাস্যের সহিত) আল্লা বাঁচলেম! এতক্ষণে ধড়টা পেরানের মধ্যি আল! তারা দেখে পিছলুম আর কি! সাড়া না দিলেই খাবি খাতি হ'ত।

(দিলজানের প্রবেশ)

গুরু। (আহ্লাদে) আমার জানের জান! কল্‌জে খান! এতক্ষণ কোথায় ছ্যালে?

দিল। পেকিয়ে এলেম খামা! কর এবার দোস্তিআনা! আমি একবার যাই, একবার আসি করি আনাগোনা। কি বল।

গুরু। (চুম্বনান্তর) মরি আমি লাফ্ খায়ে! জানটা খোয়াব তোর পায়ে! তুমি আমার জানের জানি! তোমায় দেখতে না পালে আমি ধাত পাইনি।

(গীত)

গুরু। (দিলজানের হাত ধরিয়া)

তুমি আমার জানের জান কবরের মাটী
তুমি আমার তেষ্টার পানি খিদেতে রুটী
শীতে তুমি ছেঁড়া কাঁতা   গিরিস্যিতে গায়ের ঘাম,
চাঁওার তুমি মালশার আগুণ বুড়ো প্রাণে দাও আরাম
আঁধারেতে তুমি বাতি   রদ্দুরেতে মাথার ছাতি
তুমি ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো তোমায় ছিরে থাকি ভাল
তুমি পায়ের জুতো মাথার সিঁতে তুমি গায়ের কাপড় লজ্জা ঢাকতে
তুমি আমার দুপাটী দাঁত তোমা বিনে হই কুপোকাৎ
তুমি বুকের কলজে খান তুমি মুখের পাকা পান
তোমায় না দেখলে মরি হব্ কেটে প্রাণ তুমি জীবন মরণ কাটী॥

দিল। (হাস্যের সহিত) বেশ! বেশ! তুমিস দেলদার মিঞার সঙ্গে থেকে খুব রসিক হ'য়ে উঠেছ দেখচি! ওগো! তোমার গান শুনে আমার মর্‌তে ইচ্ছে ক'রচে যে!

নুরু। (বাধা দিয়া) এমন কথা ব'লবে যে, আমার মাথা খাবে সে! তুমি ম'লে আমায় দ্যাকবে কে।

দিল। এত! (প্রস্থানোদ্যত)

নুরু। (বাধাদিয়া) বলি যাও কোথা!

দিল। মন চায় যেথা!

নুরু। মাথা খাও!

দিল। খানা পিনা ক'রে নাও! দেলদার মিঞা ব'লবে কি! জানতো একে বিদেশী! নিয়ে এস ঘরে আমি যাই খানার তরে! (প্রস্থানোদ্যত)

নুরু। দেলদার মিঞা গেছে হাটে মনের মত বাঁদী কিনতে! খুব জবর সওদাগর! এন্তার ছাড়চে মোহর! বান্দা বাঁদী কিনচে আর ওমনি ছেড়ে দিচ্চে! ইমানদার! বড় ইমানদার।

দিল। (আশ্চর্য্যে) ক'রলে কি গো! তুমি ক'রলে কি দেলদার মিঞাকে একলা হাটে ছেড়ে এলে! যদি যায় পথ ভুলে! ওগো আমার মাথার কিরে যাও তুমি হাটের ধারে! একে বিদেশী! পথ ঘাট চেনে না বেশী! কোন পথে যেতে কোন পথে যাবে এ বাড়ী চিনে আসা দায় হবে! ওগো একবার যাও গিয়ে দেখো, আর তাকে ছেড়নাকো! বিদেশী লোক তকলিফ পাবে এটা আমার দেলে না সবে! খানা টানা সব তৈরী! তুমি যাও তাকে নিয়ে এসে তারপর দুজনে বসে আমোদ আহ্লাদ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে খানা পিনা কর! আমি

ফিরে ফিরে যাই। তোমরা চেয়ে চেয়ে খাও বল দেখি কত আমোদ পাও।

গুরু। জানি! তুমি ঠিক ব'লেছ! আমাকে যেতেই হ'ল। একে বিদেশী লোক! পথ ভুল্‌লে ভুলতেও পারে।

দিল। হাঁগো হাঁ! যাও গো যাও! সে নিশ্চয় পথ ভুলে ব'সে আছে।

গুরু। জানি! তবে তুমি সব ঠিক কর! এই দেহনা আমি ঝপ ক'রে গিয়ে তারে খপ্ ক'রে নিয়ে আসি আহাহা। দেলদার মিঞা বড় সরিক আদমি! কি বল।

দিল। ওগো, ব'লে ব'লবে খোসামদ ক'চ্চে! ওগো তানয় ওগো তানয়! ওরকম লোক আজ কালের বাজারে মেলা বড় দায়! ওগো! আর দেরী ক'রোনা গো দেরী ক'রোনা।

গুরু। জানি! তবে এই চল্লুম! এই দেহনা তারে আনলুম। এই গেলুম আর এলুম! (প্রস্থানোদ্যত) তুমি নিয়ে এস খানা! এই ঘোচালুম তোমার ভাবনা।

[গুরুমিঞার প্রস্থান।

দিল। আমি যে ভেবেই সারা হ'লেম! আমি যে চোখে অন্ধকার দেখচি! ওগো আমার যে মাথা বন্ বন্ ক'রে ঘুরচে গো! আমার পা যে আর চলছে না গো! আমার মনের ভেতর কেন এমন ক'চ্চে গো! ওগো! আমার ডাকছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে ক'রচে গো! যদি দেলদারের দেখা না পায়, তা হ'লে কি হবে উপায়! ওগো, মাগো! তা হ'লে আমার কি হবে গো! ত

হ'লে আমি কেমন ক'রে বাঁচব গো! (কান্নার সুরে) ওগো মাগো! আমার কি হ'ল গো! ওগো মাগো! আমার কি দশা ক'রলে গো।

[দিলজানের কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

রাজপথ।

(দেলদার ও ক্রীতদাস দাসীগণের প্রবেশ)

দেল। (সকলের প্রতি) আর তোমরা এদেশে থেকোনা! আপনার আপনার দেশে চলে যাও! তোমাদের পথের খরচা তো পেয়েছো! যাও! পিতা মাতার সন্তান পিতা মাতার কাছে যাও! আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিয়েছি।

ক্রীতদাসদাসীগণ। আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক! খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

[ক্রীতদাস দাসীগণের প্রস্থান।

(বেগে আবদুল সওদাগরের প্রবেশ)

আ। (ব্যস্ততার সহিত দেলদারের প্রতি) আপনি ক'ল্লেন কি! ক'ল্লেন কি! টাকা দিয়ে কিনে ছেড়ে দিলেন! আরে সব বেটা বেটীরাই পালাল যে! আমায় দিলেও আপনার কাজ হ'ত! আপনার লাভ বই লোকসান হ'তো না! ঘরের পয়সা ঘরে নিয়ে যেতে পারতেন! কল্লেন কি! কল্লেন কি! সব ছেড়ে দিলেন! ব্যবসাটা

মাটি ক'ল্লেন! বাজারটাও মাটী ক'ল্লেন! আপনার কাজ দেখে আমার ছাতির ভেতর চড় চড় ক'রচে! আমার যেন কাঁদতে ইচ্ছে ক'রচে! আবদুল সওদাগর কখন পরের দুঃখ দেখতে পারেনা! আপনাকে দেখে আমার কাঁদতে ইচ্ছে ক'রছে।

দেল। হে বণিক!

ভাব দেখি মনে

কদিনের তরে এসংসারে আসা সবাকার;

ভাব একবার,

যবে মুদিবে নয়ন—

যে অর্থের তরে

পাপ পুণ্য না করি বিচার

সামান্ত পশুর মত হতভাগ্যগণে

ক্রয়ের দ্বিগুণ লাভে করিছ বিক্রয়

সে অর্থ কি ল'য়ে যাবে সাথে?

সংসার বাঁধিয়ে,

আপন ভাবিয়ে,

যাহাদের লাগি অর্থ লোভ ক'রেছ প্রবল

তারা কি হইবে সাথী আপনার বলি?

এসংসার মায়ার আগার

আপনার নাহি কোন জন!

যতদিন সংসারে রহিবে,

আপন বলিবে,

তুষিবে তোমারে সবে সুমিষ্ট কথায়—

অর্থ তার,
অর্থ আনি দাও পায় যে প্রকারে!
ভোগ সুখে আমোদ প্রমোদে
কেটে যাক্ জীবনের বাকি কটা দিন।
কিন্তু,
অর্থাভাব হইবে যখন,
এ আদর এত যত্নে হইবে বঞ্চিত
জগতের এই চির রীতি!
তাই বলি,
এ অর্থের তরে আপন ভুলিয়ে
পাপ পঙ্ক কেন মাখ গায়!

আবদুল। বুঝিলাম! এ উদ্দেশ্য অতীব মহৎ!
করিতেছি সহস্র কুর্ণিস তব বুদ্ধির উপরে!
তা ব'লে কি,
সংসারের সার বস্তু অর্থ উপার্জ্জনে
স্বইচ্ছায় দিয়া জলাঞ্জলি
দীন হীন দাস দাসী মত
কষ্ট সহি কাটাইতে চাহ দিন!
আপনার জনে আপন মা ভাবি
কার উপরে সুবিশ্বাস করিব স্থাপন?
এ জীবন চিরস্থায়ী নয়
জানি ইহা জানে সকলেই!
এ বয়সে কেন তব সংসারের বিরাগ
কিছুই বুঝিতে নারি!

জীবের জীবন,
পাপ পুণ্য উভয়ে মিলিত
পাপে শাস্তি, পুণ্যে শাস্তি সকলেই জানে—
জেনে শুনে কেন করে পাপ উপার্জ্জন ,
আরও এক কথা—
এ জগতে যদি সবে পুণ্যশ্লোক হবে
কি প্রকারে জগৎ চলিবে ?
শিশু তুমি !
সংসারের রসাস্বাদ করনি গ্রহণ ;
রহ গিয়া কিছু কাল প্রিয় জন সনে !
অগ্রে কর মন সংসারে স্থাপন
বাণিজ্যেতে লিপ্ত হও পরে।
নাকি বল ! নাকি বল !

[আবদুল সওদাগরের প্রস্থান।

দেল। সংসার ! কার জন্য সংসার ! কাকে নিয়ে এ সংসারে থাকবো ! বণিক ! আমার প্রাণের ভেতর যে কি আগুণ জলছে তাত তুমি জাননা ! আমি কাকে নিয়ে সংসারী হব ! কে আমায় সংসারী ক'রবে, দেলেরা ! হা দেলেরা ! আমার প্রাণের দেলেরা ! তুমি কোথায় ! আমার বড় সাধের খেলাঘর বাঁধতে বাঁধতে ভেঙ্গে গেছে। (উপবেশন)

(দেলেরার প্রবেশ)

দে। (দেলদারকে দেখিয়া বিস্ময়ে স্বগতঃ) একি ! একি দেখি ! খোদা ! ধন্য তুমি, ধন্য তোমার অপার মহিমা, এইতো

আমার দেলদার, হৃদয়ের দারুণ উদ্বেগ আর চেপে রাখতে পারিনা, আর চাপা থাকেনা, (প্রকৃতিস্থ হইয়া) না এখন পরিচয় দোবনা, দেখি আমায় চিনে নিতে পারে কিনা! ভাল, আত্মগোপন ক'রে দুএকটা কথা কওয়াই যাক (অগ্রসর হইয়া দেলদারের প্রতি) মহাশয়কে বিদেশী ব'লে অনুমান হচ্চে! রাজপথে এমন ক'রে ব'সে আছেন কেন?

দেল। (দেলেরার প্রতি) আপনার অনুমান মিথ্যা নয়! রাজপথে বসে নগরের শোভা দেখচি।

দে। বলুন দেখি কেমন সুন্দর নগর! দ্বিতীয় স্বর্গতুল্য ব'লে বোধ হয় না?

দেল। (স্বগতঃ) স্বর্গতুল্য ব'লে বোধ হ'ত যদি আমার দেলেরা কাছে থাকতো! এ যুবকের কণ্ঠস্বর যেন কত চেনা চেনা বলে বোধ হচ্ছে, মনে হচ্ছে এ স্বর যেন কোথাও শুনেছি (নীরব)

দে। মহাশয়! নীরব হ'য়ে রইলেন যে! বোধ হয় এ নগরের অপেক্ষা আরও সুন্দর নগর দেখেছেন! কেমন নয়?

দেল। (প্রকাশ্যে) তা নয়—তবে কি জানেন—

দে। (বাধাদিয়া) আমি বুঝেছি! কি জানেন জন্মভূমিকে লোকে সুন্দরই বলে থাকে! জন্মভূমির সকলই সুন্দর! যে দিকে চান সে দিকেই সুন্দর দেখবেন! আপনি অনেক সুন্দর নগর দেখে থাকবেন আমিও জানি এ নগর অপেক্ষা আরও অনেক সুন্দর নগর দুনিয়ায়

আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এ নগরকে অতি সুন্দর দেখি! কারণ এ আমার জন্মস্থান।

দেল। আপনি যথার্থ ব'লেছেন! জন্মভূমির সকলই সুন্দর।

দে। মহাশয়ের পরিচয় দানে বাধিত করুন! যদি আমার পরিচয়চান, আমি এ রাজ্যের অধিশ্বর সম্রাট আলম-শাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

দেল। (সসম্ভ্রমে উঠিয়া অভিবাদন) আপনিই ইরাণের অধিশ্বর সম্রাট আলমশাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা! আমার বহু পুণ্য আজ দর্শন ক'রেম।

দে। আমারও বহু পুণ্য যে আজ আমি একটী বিদেশীর সাক্ষাৎ পেলেম! দেখুন পথ দিয়ে আসতে আসতে কতকগুলি ক্রীতদাসদাসীকে দেখলুম! তারা খোদার কাছে দোয়া ক'রতে ক'রতে আপনার মনে চলেছে! জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলেম কোন মহৎব্যক্তি হতভাগ্যদের স্বাধীনতা দান ক'রেছেন! তিনি কোথায়—কারণ সেই মহাপুরুষকে দেখতে আমার বড় সাধ হ'ল,—প্রশ্নের উত্তরে বুঝতে পারলেম তিনি নিকটেই আছেন, আমি মনের আনন্দে তাঁর সাক্ষাৎ প্রত্যাশায় এতদূর পদব্রজে এসে পড়েছি, আমার বোধ হয় আপনিই সেই মহাপুরুষ, আপনিই তাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন।

দেল। খোদা দিয়েছেন, আমার ক্ষমতা কি বলুন।

দে। আপনি মহাত্মা, দয়া ক'রে পরিচয় দানে বাধিত করুন।

দেল। আমার পরিচয়, আমি একজন সামান্য বিদেশী বণিক মাত্র।

দে। বুঝেছি, আপনাকে দেখে বোধ হচ্চে, আপনি আত্মগোপন ক'রছেন, প্রথমেই ব'লে রাখি, খোদার মেহেরবানীতে আমি কিছু জ্যোতিষ বিদ্যা শিক্ষা ক'রেছি, লোকের মনের কথা ব'লে দিতে পারি, দেখি আপনার হাতটা, (হাতদেখিয়া) আপনি একজন মহৎবংশ সম্ভূত, জন্মাবধি কখন দুঃখ পান্‌নি, তবে এখন গ্রহের ফেরে আপনাকে কষ্ট ভোগ ক'র্ত্তে হচ্চে, আরও এক কথা ব'লেদি, তবে এ কষ্ট আর বেশী দিন স্থায়ী হবেনা, আর একটী প্রশ্ন করি, জীবনে কাহাকেও ভালবেসে ছিলেন কি?

দেল। কোই না!

দে। আমার বোধ হয় হাঁ, আপনি জানেন. জ্যোতির্ব্বিদের কথা সত্য কি মিথ্যা তার উত্তর দিতে হয়, আপনি গোপন ক'রবেন না, সত্য মিথ্যা কি না উত্তর দিন।

দেল। প্রশ্ন করুন?

দে। আপনি বাল্যকাল হ'তে কোন এক রমণীকে ভাল বেসেছিলেন; তারপর সেই ভালবাসার পরিণাম এত দূর গড়িয়েচে—কেমন নয় কি?

দেল। (স্বগতঃ) এ জ্যোতির্ব্বিদতো সমস্তই ব'লতে পারে, আমার দেলেরার কথা একবার জিজ্ঞাসা ক'রলে হয় না? (নীরব)

দে। আপনি চুপ ক'রে রইলেন যে, আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

দেল। সে রমণী কে?

দে। তাও ব'লে দিচ্ছি, সে রমণী একজন সাহাজাদী, কেমন নয়, আপনাকেও বোধ হ'চ্চে আপনি একজন উজির জাদা, আমার কাছে প্রকাশ করুন আর নাই করুন আপনি একজন মহা প্রেমিক, প্রেমে আপনি সংসার-ত্যাগী, মনে বুঝে দেখুন।

দেল। বন্ধুবর, আপনাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দিয়ে আমায় বাধিত করুন।

দে। আগে আমার এসব প্রশ্নের উত্তর দিন, তারপর আপনার মনের ভেতর প্রবেশ ক'রে সব কথাই ব'লে দোবো।

দেল। আপনার সমস্ত কথাই সত্য।

দে। পথে আসুন, ভাল, এবার কি প্রশ্ন ক'রবেন করুন, আপনার হাবভাবে বোধ হচ্চে আপনি কাকে ভাল বেসেছেন, তার নামটী, তার ধামটী সে এখন কোথায় আছে, কেমন আছে, কেমন আপনার প্রশ্নটা কতকটা এই রকম ধরণের নয়?

দেল। সত্য।

দে। তার নামটী বড় সুধামাখা নাম, আপনার জীবনে শান্তিদায়িনী সুধা দেলেরা, নিবাস বসোরা, অপাততঃ আপনার বিরহে সংসারত্যাগিনী, পিতার নাম সেকেন্দর সাহ, আপনি যেমন কষ্টে দিনপাত ক'চ্চেন

আপনার দেলেরাও সেইরূপ আপনার অপেক্ষা দ্বিগুণ কষ্টে কালাতিপাত ক'চ্চে, এটা আমি বেশ ব'লতে পারি।

দেল। বন্ধুবর, আপনি একজন মহাপুরুষ! ভূতভবিষ্যৎ সকলই আপনার গোচর, অনুগ্রহ করে বলুন, দেলেরা কেন সংসার ত্যাগ করলে?

দে। এইত আপনাকে বল্লুম, আবার বলতে হবে, আপনার বিরহে, তবে গ্রহের ফেরে সে এখন কোথায় আমি বলতে পারিনি, এই পর্য্যন্ত বলতে পারি,—দেখি আর একবার আপনার হাতটা, (হস্ত দেখিয়া) অনুমান আপনার সঙ্গে শীঘ্রই সাক্ষাৎ হতে পারে, তার কারণ এই আপনার কুগ্রহের ভোগ প্রায় শেষ হয়ে এসেচে।

দেল। বলেন কি, সকলই কি সত্য, দেলেরার দেখা পাব? (রোদন)

দে। আপনি কাঁদবেননা, ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি যা করেন সমস্তই মঙ্গলের জন্য, তাঁর চরণে মতি রাখুন, তিনি অবশ্যই একদিন না একদিন আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ কর্ব্বেন। আমি বুঝেছি, অনেকদিনের পর প্রিয়-জনের নাম শুনে আজ আপনার দুঃখের দরিয়া উথলে উঠেছে, দুঃখের সময় ধৈর্য্য অবলম্বন করাই জ্ঞানী ব্যক্তির লক্ষণ।

দেল। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বগতঃ) দেলেরা, (প্রকাশ্যে) আমার বহু পুণ্যের ফলে আজ আমার

আপনার মত সর্ব্বগুণে গুণান্বিত মহাপুরুষের সঙ্গে আলাপ হ'ল।

দে। আপনার সঙ্গে আমারও আলাপ হয়ে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম বলতে পারিনা।

দেল আপনি দয়া করে আমায় আপনার সাথী করে রাখুন এই আমার ইচ্ছা।

দে। তা হলে আমিও তো বেঁচে যাই, তবু একটা সঙ্গী পাই, আপনি সম্রাটের অধীনে চাকরী স্বীকার করবেন? সম্মত হন তো বলুন, আমি চেষ্টা দেখি, তা হলে প্রতিদিনই আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে, তা হলে এক সময়ে দুজনে বসে দুটো মনের কথা কয়েও তো মনের ভারটা কমান যায়।

দেল। ক্ষতি কি, আমি সম্মত আছি, এ জীবনে আপনাকে ভুলতে পারবোনা।

দে। (স্বগতঃ) দেলদার, এখনও আমায় চিন্তে পারলেনা, আমি তোমার সেই বড় আদরের দেলেরা, তোমার সম্মুখে, দেলদার! এত কষ্টের পর যখন তোমার দেখা পেয়েছি, আর কি তোমায় ছাড়বো মনে কর, (প্রকাশ্যে) আমি আপনার মত সরল হৃদয় লোককে বড়ই ভালবাসি, আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু, আমিও আপনার বন্ধু, আপনিও আমায় বন্ধু বলে ডাকবেন, আমিও আপনাকে বন্ধু বলে ডাকবো, চলুন, খাওয়া দাওয়ার পর শরীর শীতল হলে মন স্থির হবে সেই সময় আপনার প্রাণের কথা আরও বলে দোবো।

দেল। বন্ধু ! দেলেরা আমার জীবিতা আছে কি ?

দে। (সহাস্যে) আপনার দেলেরা জীবিতা আছে বই কি, নইলে আপনার সঙ্গে কি করে দেখা হবে বলুন, আপনার অদৃষ্টচক্রে লিখচে আপনার দুঃখের দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেচে, আপনার মনটা প্রবোধ মানচেনা নয় ? আপনার দেলেরার সম্বন্ধে আরও কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে ইচ্ছা কচ্চে, না ?

দেল। (নীরব)।

দে। (সহাস্যে) আমি বুঝেছি, আসুন আপনার মনের বর্ত্তমান ভাব বলে দিই।

(গীত)

ম্যায় আঁখি নিদমে নিদ গয়াথা সো কাঁয়সে টুটা।
ম্যায় আপ্নাইকো বেইয়াদ করতেথে ফের কেঁও নেহি ছুটা।
ম্যায় নগিচসে তফাৎ যাতেথে,
দিলকো আগ বুঝাতেথে,
কেঁও তফাৎ গয়া ফের নজদিগ্ আয়া দিল কেঁও ফের লোটা।

[দেলদারকে লইয়া দেলেরার প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ইরাণ—রঙমহল।

আলমসাহ, উজির, দোস্তদারখাঁ, সভাসদ্‌গণ ও নর্ত্তকীগণ।

গীত।

নর্ত্তকীগণ। প্রেমে সই মানা মানেনা।
যেখানে মন টানে যায় সেখানেতে আনাগোনা॥
ঝাঁপ দিয়ে সই প্রেম-সাগরে, ভাসে প্রাণ প্রেমের লহরে,
চ'লেছে প্রেমের টানে কে তারে ধরে,
আবার কি আসবে ফিরে সেত জানেনা॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

দোস্ত। বাহাবা! বাহাবা! বহুত বাহবা! কি মিঠে গলা রে, যেন গোলাপী সরবৎ ঢেলে দিচ্চে! জাঁহাপনা! সেহেলীরা নিশ্চয়ই কোকিলের বংশ! সাতশো কোকিল ম'রে এক একটা সেহেলী পয়দা হয়! এ কথা আমার নানা বলে গেছে।

আলম। দোস্তদার খাঁ! বাস্তবিকই তাই! তোমার অনুমান মিথ্যা নয়।

দোস্ত। জাঁহাপনা! আপনার, আমার মত লোকের মনে সুখ দিতেই এদের দুনিয়ায় আসা! আমার মতে এরা

ডানা কাটা পরীর বাচ্ছা! বয়সের গাছ পাতার নেই বটে, কিন্তু রূপের চটক কমেনি! এদের যত বেশী বয়েস হবে ততই এরা যুবতী হবে! জাঁহাপনা! আমার কথাগুলো মিলিয়ে নিন! সত্যি কি মিথ্যা।

আলম। দোস্তদার খাঁ! তুমি ঠিক ব'লেছ!

সভাসদগণ। হাঁ জাহাপনা! ঠিক ব'লেছে! দোস্তদার খাঁ সব ঠিক ব'লেছে!

দোস্ত। (সভাসদগণের প্রতি) ভাই সকল! কেমন ঠিক ব'লিনি?

সভাসদগণ। সে কথা আবার ব'লতে কইতে!

আলম। (সভাসদগণের প্রতি) দেখ সভাসদগণ! আমার মনে যেন একটু খট্‌কা লাগছে!

সভাসদগণ। লাগছে বই কি! জাহাপনা! ঐ যেন একটু খটকা লাগছে।

আলম। (সভাসদগণের প্রতি) কেমন না?

সভাসদগণ। খুব খুব জাহাপনা! খুব খটকা লাগে! এ যে খটকার কথা! খটকা লাগবেনা! না লেগে যায় কোথা! আমাদের পর্য্যন্ত খটকা লাগছে!

আলম। (সভাসদগণের প্রতি) আচ্ছা খটকাটা কেন লাগছে বল দেখি?

সভাসদগণ। (পরস্পর পরস্পরের মুখ চাহিয়া) খটকাটা কেন লাগছে জাঁহাপনা! তাইতো।

আলম। (সভাসদগণের প্রতি) তোমরা ব'লতে পারলেনা!

সভাসদগণ। আজ্ঞে তাইতো জাহাপনা! তাইতো! তাইতো!

ব'লতে পারলুমনাতো! তবে খটকাটা ঠেকেছে! (পরস্পর পরস্পরের মুখ চাহিয়া) তাইতো! তাইতো!

(দেলদারকে লইয়া দেলেরার প্রবেশ ও সম্রাটকে অভিবাদন।)

আলম। (দেলেরার প্রতি) রৌশেন! তোমার সঙ্গে এ যুবকটী কে?

দে। (যথোচিত সম্মান পুরঃসর) জাঁহাপনা! ইনি আমার বন্ধু! আজ অনেকদিন পরে আমার স্বদেশী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'য়েচে! ইনিও চাকরীর প্রত্যাশী! তাই এঁকে জাঁহাপনার নিকট এনেছি!

আলম। বেশ! ইনি কি কাজ জানেন?

দে। জাঁহাপনা! ইরাণের অধীশ্বর! ইনি সব কাজই জানেন!

আলম। ভাল কথা! তুমি যে কাজে উপযুক্ত বিবেচনা কর সেই কাজে নিযুক্ত করগে!

দে। জাঁহাপনার আজ্ঞার প্রতীক্ষা।

আলম। (স্বগত) এ যুবকটী কে! সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ! অবয়ব আকৃতিতে সামান্য বংশোদ্ভূত ব'লে বোধ হয় না! তবে কি এরা আমায় ছলনা ক'র্ত্তে এসেচে! কি জানি! কিছুই বুঝতে পাচ্চিনা! (প্রকাশ্যে) রৌসেন! এ যুবকটীর নাম কি?

দে। এঁর নাম দেলদার!

দোস্ত। বড় সরেস নাম! নামের চটক আছে! বড় জমজমাটী

নাম! চেহারাটীও নিখুঁত, নিখুঁত চেহারার মত ঠিক নিখুঁত নামও হ'য়েচে! বলি দেলদার মিঞা! নাচ গান জান?

দেল। জানি!

দোস্ত। জাঁহাপনা! ঠিক হ'য়েচে! আমাদের এর মধ্যে একটা ভাল নাচওয়ালীর সঙ্গে দেলদার মিঞার সাদি না হয় নিকেটাও দিয়ে দিতে হবে! (দেলদারের প্রতি) দেলদার মিঞা! তোমার নসীবের ভারি জোর! ভাল রকম নাচ গানা দেখাতে পারলে একটা মনের মতন মেয়ে মানুষ পেতে পারবে (হাস্য)।

দে। সুখের বিষয়! আপনি আছেন ভাবনা কি!

দোস্ত। (দেলেরার প্রতি) রৌশেন মিঞা! বলি তুমিও আর কতদিন ভেরেণ্ডা ভাজবে! ঐ সঙ্গে তোমারও একটা জুটিয়ে দোবো? কি বল?

সভাসদগণ। ঐ সঙ্গে একটা কি বল?

দে। (দোস্তদার খাঁর প্রতি) আপনি পরম সুহৃদ!

[দেলদারকে লইয়া দেলেরার সম্রাটকে অভিবাদন ও প্রস্থান।

আলম। দোস্তদার খাঁ!

দোস্ত। জাঁহাপনা!

আলম। দেখ আমার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হ'য়েচে! রৌসেনকে আমার সামান্য ব্যক্তি ব'লে বোধ হয় না! আর এই নবাগত যুবকটীকেও আমার কেমন কেমন ঠেকচে! এরা বোধ হয় কোন ছদ্মবেশী!

দোস্ত। জাঁহাপনা! আমারও সেইরূপ অনুমান! বিশেষতঃ

রৌশেনের যেরূপ প্রখর বুদ্ধি তাতে একে নীচ বংশোদ্ভব কিছুতেই বলা যায় না! এই নবাগত যুবকটীকেও আমার সেইরূপ ঠেকচে!

আলম। ভাল দেখাই যাক! কিন্তু গোপনে এর তত্ব নেওয়া উচিত।

দোস্ত। জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(দরবেশগণের প্রবেশ)

গীত।

দরবেশগণ। দিন গয়া ভাই সাম হয়া আব লেড়কাপন ন খতম হয়া।
ঝুটে খেলমে রোজ গুজারা দুনিয়াদারী ভর গয়া॥
দরিয়া পার ভুঝে যানা হৈ
আঁধেরামে ডোংই বন্দ হৈ
আব কেয়া ফিকির কর রহা হৈ দেলমে সোচকে দেখো জয়া॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

(গুলনীহারের প্রবেশ)

গীত।

গুলনীহার। চঞ্চল প্রাণ মন সদা তারে চায়।
সাধ হয় রাখি ধরে হৃদয়ে হৃদয় ॥
কেন গো হৃদয়ে জাগে আকুল পিয়াসা
কেন গো এ পোড়া প্রাণে এতই দুরাশা
তারে যে পাবার নয় মনে করি ভুলি তায়
হৃদে আঁকা তারই ছবি সে নামে শিহরে কায় ॥

একি হ'ল! আমি এমন হ'লেম কেন! আমার কিছুই ভাল লাগছেনা! সংসার শূন্য বোধ হ'চ্চে! কেন আমার এমন হ'ল! আমার যেন কেবল কাঁদতে ইচ্ছে ক'রচে!

(ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ)

(মালা হস্তে দেলেরার প্রবেশ)

দে। (গুলনীহারের প্রতি) সাহাজাদী! এই মালা নিন! দেখুন দেখি এ মালাগাছটী কেমন সুন্দর!

(মালা প্রদান)

গুল। (মালা লইয়া) রৌসেন! এমন সুন্দর মালা আমায় তুমিতো কখন দাওনি! এ মালা কে গাঁথলে রৌসেন?

দে। সাহাজাদী! এ মালা আমার বন্ধু গেঁথেছেন।

গুল। রৌসেন! তোমার বন্ধুকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পার! তাহ'লে আমিও তোমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করি।

দে। ক্ষতি কি!

গুল। রৌসেন! আমি রমণী! এরূপ অযাচিতভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'র্ত্তে চাচ্চি ব'লে তিনি তো কিছু মনে ক'রবেননা?

দে। (স্বগতঃ) তিনি কিছু মনে করুন বা না করুন, আমি তো ক'র্ব্বো! (প্রকাশ্যে) কিছু নয়।

গুল রৌসেন! আজ আমি তোমায় আমার মনের কথা খুলে ব'লবো! রৌসেন! আমার হৃদয়ের ব্যথা আর চেপে রাখতে পারিনা! বল আর কতদিন এরূপভাবে নীরবে দারুণ কষ্ট সহ্য ক'রবো?

দে। (আশ্চর্য্যে) সাহাজাদি! আপনার হৃদয়ে এমন কি কষ্ট উপস্থিত হ'য়েচে! আমায় ব'লতে যদি বাধা না থাকে বলতে পারেন! আপনি আমার পরম হিতৈষিণী, কি কষ্ট বলুন! যদি আমার প্রাণ দিয়েও আপনার সে কষ্ট দূর ক'রতে পারি আমি হাসতে হাসতে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।

গুল। রৌসেন! আমার সে দারুণ কষ্ট তুমি ভিন্ন এ জগতে আর এমন কেহই নাই যে দূর করে! সে জন্যই আমি তোমার কাছে আসি! সেই জন্যই আমি তোমায় এত ভালবাসি! সেই জন্যই আমার প্রাণ তোমায়

চায়! সেই জন্যই আমি আমার প্রাণ মন জীবন যৌবন সমস্তই তোমায় সমর্পণ ক'রেছি! বল রোসেন! একবার বল তুমি আমার!

দে। সাহাজাদি! এ অধীন সামান্য গোলাম মাত্র! গোলাম কি এত উচ্চ আশা ক'রতে পারে! এত উচ্চ আশা, এত উচ্চ অভিলাষ আমার পক্ষে মরীচিকা মাত্র! স্বর্গের পারিজাত স্বর্গেই শোভা পায়, মর্ত্ত্যে তার আদর কেউ জানেনা! তেমনি উপযুক্ত পাত্রে আপনার প্রাণ মন সমর্পণ করুন! আমি সামান্য গোলাম মাত্র।

গুল। রোসেন! আমার পিতাকে ভুলিয়েচ ব'লে কি আমায় ভোলাতে পারবে! আমি তোমায় চিনেছি! তুমি সামান্য ব্যক্তি নও! সিংহের মিলন সিংহিণীর সঙ্গেই হ'য়ে থাকে, শৃগালের সঙ্গে হয় না! আমি অপাত্রে আমার প্রাণ মন সমর্পণ করিনি! আমি তোমায় চিনেছি! আমি তোমায় জেনেছি! রোসেন! রোসেন প্রাণের রোসেন! আমার হৃদয়ের রোসেন! বল, একবার বল তুমি আমার! আমি জগৎ আনন্দময় দেখি! (দেলেরার হস্ত ধরিয়া) রোসেন! আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

দে। সাহাজাদি! গোলামের এত উচ্চ আশা কি সফল হবে, এ কথা মনে ক'র্ত্তেও আমার হৃদয় কেঁপে উঠচে! আমার জ্ঞান লোপ হবার উপক্রম হ'চ্চে! আমি চক্ষে অন্ধকার দেখচি! খোদা! আজ আমার

আশার অতিরিক্ত ফল পেয়েছি। আজ আমার আশা পূর্ণ হ'য়েছে! দেখো প্রভু! নিরাশায় ভাসিও না! (স্বগতঃ) হাসিও পায়, দুঃখও ধরে! হা গুলনোহার! আমি যে ছদ্মবেশিনী তাত তুমি জাননা! আজ আমি আত্মগোপন ক'রে পুরুষের বেশে সোণার সতীত্ব রক্ষার জন্য যে কি ভাবে দিন যাপন কচ্চি খোদা জানেন! আর আমি জানি! আশীর্ব্বাদ করি বোন্! তোমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হোক! দুই ভগ্নিতে একত্রে দেলদারের সেবায় জীবন অতিপাত করি!

গুল। রৌসেন!

দে। সাহাজাদি!

গীত।

গুল। নূতন প্রাণে দেখি সখা আজি এ নূতন দুনিয়া।
নূতন রসে উথলে উঠে ব'য়ে যায় নূতন প্রেমের-দরিয়া॥

দেলেরা। দেখি আজ নূতন শশী উঠেছে নূতন আকাশে
নূতন হাসি হেসে নূতন তারা বিকাশে
নূতন চাঁদিনী নূতন মেদিনী সকলেই নূতন নূতন হাসে
নূতন প্রাণে নূতন মিলনে নূতন সুখে সকলই ভাসে॥

গুল। নূতন কলি নূতন প্রাণে আপনই ফুটেছে
চারি ধারে তারই নূতন সৌরভ ছুটেছে

দেলেরা। নূতন অলি নূতন মধু লুটে চলেছে

উভয়ে। নূতনে আমরা নূতন পেয়েছি নূতন হিয়া॥

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বসোরার নিভৃত কক্ষ।

সেকেন্দর সা ও ফিরোজ সা।

সে। উজির! উজির! আমাদের কি সর্ব্বনাশ হ'ল! কেন তখন ফকিরের কথা অমান্য ক'রলেম! হায়! হায়! আমরা কি ক'রে দুনিয়ায় প্রাণ ধরে থাকবো।

ফি। জাঁহাপনা! দেলদার যে আমায় এমন ক'রে ফাঁকি দিয়ে জন্মের মত চলে যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি! একমাত্র প্রাণাধিক পুত্রের বিহনে আমার শরীর ভগ্নপ্রায়! জাঁহাপনা! এ দুনিয়ায় আমার তিল মাত্র থাকতে ইচ্ছা নাই! অন্ধকার! চারিদিকেই অন্ধকার দেখছি! হা দেলদার! হা দেলদার! (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)।

সে। উজির! উজির! আমাদের মূর্খতার ফল হাতে হাতে পেলেম! ওহো! আমাদের কি হ'ল! আমাদের কি হ'ল! খোদা! খোদা! আমাদের কি ক'রলে প্রভু! (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)।

ফি। জাঁহাপনা! আমায় অবসর দিন! দারুণ শোকে এরূপ গুরুতর ভার বহনে আমি একান্তই অক্ষম।

সে। উজির! উজির! এরূপ অসময়ে আমায় ছেড়ে যেওনা। দেলদারের শোকে তুমি যেমন অধীর, দেলেরার শোকে আমিও সেইরূপ অধীর হ'য়েছি, তুমি না থাকলে কি করে রাজ্যরক্ষা হবে, উজির! উজির! আমি দেলদার

দেলেরার অনুসন্ধানের জন্য নানাস্থানে চর পাঠিয়েছি! এমন কি সুদূর ইরাণে ভাই আলমসার নিকটেও পত্র লিখেছি! দেখি খোদা কি করেন! উজির! এখন তোমারও যে দশা আমারও সেই দশা।

ফি। জাঁহাপনা! যখন আমরা দেলদার দেলেরাকে হারিয়েছি তখন আর আমাদের এ দুনিয়ায় কোন সুখই নাই! দেলদার গেছে! দেলেরা গেছে! আমাদের সকল সুখেরই অবসান হ'য়েছে! মনকে নানা উপায়ে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করি কিন্তু কোই মনতো প্রবোধ মানেনা! যে দিকে চাই সকলই শূন্য দেখি! মনে করি পুত্রশোক ভুলি, কিন্তু ভুলতে গিয়ে আরও দ্বিগুণ বেগে জ্ব'লে ওঠে।

সে। উজির! শা ফকিরের অভিশাপ হাতে হাতে ফলে গেল।

ফি। হায়! তখন যদি কুলমান বংশ মর্য্যাদা ভুলে গিয়ে দেলদার দেলেরার মিলনের জন্য উভয়েই উভয়ের কাছে এ কথা উত্থাপন ক'র্ত্তেম তা হ'লে বুঝি আমাদের এরূপ সর্ব্বনাশ হত না! তা হ'লে বুঝি আজ আমাদের হাহাকার ক'র্ত্তে হ'ত না! আমাদের উভয়েরই মূর্খতায় এরূপ বিষময় ফল লাভ ক'রেছি।

সে। উজির! উজির! আর সে সব কথা তুলোনা! আর এ প্রাণের নেভান আগুণ দ্বিগুণ ভাবে জ্বালিয়ে দিওনা! আমাদের উভয়েরই মূর্খতায় উভয়ই সন্তপ্ত! দারুণ পুত্র কন্যা শোকে আমরা উভয়েই অভিভূত! রাজা শাসন, প্রজাপালন আমাদের যে একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম তা

বিস্মরণ হ'য়েছি! উঃ! পুত্র কন্যার শোক কি ভয়ঙ্কর।

ফি। জাঁহাপনা! আর কি আমরা দেলদার দেলেরার দেখা পাব! খোদা! খোদা! কি ক'রলে প্রভু!

সে। উজির! শা ফরিদের কি সন্ধান পেয়েছ?

ফি। না,—শা ফরিদ বসোরা ত্যাগ ক'রেছে! আমি আপনার আজ্ঞা মত অনেক অনুসন্ধান ক'রেছিলেম, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ কোথাও তাঁর সন্ধান পেলেম না।

সে। উজির! আমাদের বড়ই দুরদৃষ্ট যে শা ফরিদ বসোরা ত্যাগ ক'রেছে! হায়! আমরা শা ফরিদকে চিন্তে পারলেম না।

ফি। জাঁহাপনা! আমরা মূর্খ তাই তাঁর অসম্মান ক'রেছি! হা দেলেরা! হা দেলদার! আজ তোমাদের বিহনে আমাদের অবস্থা একবার দেখে যাও।

(উভয়ের প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

গুলনীহারের কক্ষ।

(দেলদার ও দেলেরার প্রবেশ)

দে। বন্ধুবর! এখানে খানিক অপেক্ষা করুন! আমি সাহাজাদিকে ডেকে আনি [প্রস্থান।

দেল। এ এক রকম মন্দ নয়! জীবনের কতক অংশ হাসলেম, কতক অংশ কাঁদলেম এখন অবশিষ্টটুকু হেসে যাবে কি কেঁদে যাবে ব'লতে পারিনা! দেশ ছেড়ে বিদেশে এসে কাঁদতে এলেম, কিন্তু কাঁদবারও সময় পেলেম না! হেসেই কেটে গেল! প্রথমেই মুরুমিঞার আতিথ্যগ্রহণ, তারপর রৌসেন মিঞার বন্ধু আমার। হাত দেখে বলেছেন যে দেলেরার সঙ্গে দেখা হবে! আমার সে আশা কি পূর্ণ হবে! কবে আমার দেলেরাকে আমি দেখবো! দেলেরা! দেলেরা! কোথায় তুমি! তোমার আশায় এখনও প্রাণধরে আছি! হা দেলেরা! হা প্রাণের দেলেরা! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)।

(দেলেরা ও গুলনীহারের প্রবেশ)

দে। (গুলনীহারের প্রতি) সাহাজাদি! ইনিই আমার বন্ধু।

গুল। আপনি রৌসেনের বন্ধু? আপনার নাম দেলদার? দেলদার নাম যেন অনেকটা জানা শুনো বলে বোধ হ'চ্চে।

দে। সে কি রকম সাহাজাদি?

গুল। বসোরার উজিরজাদার নাম দেলদার ছিল! আমরা শুনেছি তার পিতা তাকে বিনা দোষে ত্যাগ করে! আবার এদিকে বসোরার অধিপতি সেকেন্দর সাহের কন্যা দেলেরার সঙ্গে তার গুপ্ত-প্রণয় ছিল! এই তো শোনা যায়, তবে সত্যি কি মিথ্যে ব'লতে পারি না! দেলদার বসোরা ত্যাগ করবার কিছুদিন পরেই দেলেরাও একদিন রাত্রে প্রাসাদ ত্যাগ করে, এখন কোথায়

আছে, বেঁচে আছে কি মরেছে, কেহই তার সন্ধান জানেনা। (দেলদারের প্রতি) বলি আপনিত সেই দেলদার নন! তাই যদি হন তবে বলুন আমার ভগ্নীকে কোথায় রেখে এলেন? (হাস্য)।

দেল। (স্বগতঃ) একি স্বপ্ন না প্রহেলিকা! কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা! (প্রকাশ্যে) সাহাজাদি! এ দুনিয়ায় দেলদার কি একজনেরই নাম! শত সহস্র দেলদার এ দুনিয়ায় রয়েছে।

গুল। আমি কি আপনাকে সেই দেলদারই বলছি, আপনি গায়ে মেখে নেন কেন, তবে কি জানেন, দেলদারের নাম শুনলেই আমার ভগ্নী দেলেরাকে মনে পড়ে।

দে। (গুলনীহারের প্রতি) সাহাজাদি! বসোরা এ সহরের কোন দিকে, কত দিনের পথ আপনি জানেন?

গুল। তা জানিনা, কখনতো যাওয়া আসা নাই! তবে সেকেন্দর সা বাবার সম্পর্কে কি রকম ভাই হন, বাবার মুখেই এ কথা শুনেছি! দেলেরা পুরী পরিত্যাগ করবার পর তিনি বাবাকে একখানি পত্র দিয়েছিলেন, । আমি বাবার কাছেই দেলেরার ঘটনা শুনেছি।

দে। (স্বগতঃ) খোদা! এ হৃদয়ের দারুণ বেগ আর যে চেপে রাখতে পারিনা! প্রভু! আমায় বল দাও! অবলা তোমার বল বিনা কার বলে এসংসারে থাকবে! (প্রকাশ্যে) সাহাজাদি! তাঁরা এখন কোথায় আছেন তার কোনও খবর পাননি?

গুল। কোই না! বোধ হয় তারা মরে গেছে! না হয় কোন

জায়গায় আত্মগোপন ক'রে বাস ক'রছে! (দেলদারের প্রতি) যাক্ সে সব কথা! এখন আপনার সঙ্গে কথা কইতে এলেম কথা ক'য়ে যাই! আপনি বেশ মালা গাঁথতে পারেন! আপনার মালার মত মালা আমি কখনও দেখিনি, আপনি এখানে থাকুন এই আমার ইচ্ছা, আপনার কিছুতেই কষ্ট হবেনা, বিশেষতঃ আপনি রৌসেনের বন্ধু, তা হ'লে আমারও বন্ধু।

দেল। সাহাজাদি! এ গোলামের প্রতি আপনার অপার করুণা!

গুল। করুণাই বলুন আর যাই বলুন আমি দুনিয়ায় কাকেও কষ্ট দিতে ভাল বাসিনা, কিম্বা অপরের কষ্ট দেখতে পারিনা, যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন, তার উত্তর জানিনা! আমি একটু মুখরা, তার জন্য কোন দোষ গ্রহণ ক'র্ব্বেননা।

দেল। আপনার মত পবিত্র স্বভাবা সরলা রমণী এ দুনিয়ায় অতি বিরল! আশীর্ব্বাদ করি এ দুনিয়ায় হাসতে এসে হেসেই কাটিয়ে যান।

গুল। আপনার আশীর্ব্বাদটা বড় মন্দ নয়! (হাস্যের সহিত) যদি এ দুনিয়ায় হেসে চলে গেলেম তবে কাঁদবো কোথায় বলুন! হাসির আস্বাদন পেলেম বটে, কিন্তু কান্নার স্বাদতো পেলেম না! তা হ'লেই এ জীবনে একটা সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল! তবে আর দুনিয়ায় এসে কল্লেম কি! হাসি কান্না এ দুয়েরই আস্বাদন এ দুনিয়ায় যে জীব বুঝেছে সেই দুনিয়ায় প্রকৃত সুখী।

দেল। সাহাজাদি! আমি বলি এ দুনিয়ায় হেসেই চ'লে যান! যেন কাঁদতে না হয়।

গুল। ভাল তাই হোক্! এখন কান্না হাসি ছেড়ে দিয়ে ফুল তুলবে চল! তারপর দেলদার মিঞা মালা গাঁথবেন। তবে আমরা এখন আসি।

দেল। (অভিবাদন পূর্ব্বক) আসুন! গোলামের যদি কোন কসুর পেয়ে থাকেন নিজ গুণে মার্জ্জনা ক'রবেন।

গুল। সে তখন পরে বিবেচনা করা যাবে (দেলের ও গুলনীহারের প্রস্থান)।

দেল। কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছি! সেকেন্দর সাহ আলম সাহের ভ্রাতা এটাও জান্তে পারলেম। আমার মতে এস্থানে বেশী দিন থাকা কোন মতে উচিত নয়। কি জানি কি হ'তে কি হয়। কিন্তু মোসেন মিঞাকে ছাড়ি কি ক'রে। এরূপ সরল প্রকৃতির লোক দুনিয়ায় অতি অল্পই দেখা যায়। এখন কি করি, সাহাজাদির মুখে সমস্ত ঘটনাইতো আদ্যোপান্ত শুনলেম। শুনেও স্থির থাকা উচিত নয়। নিশ্চয়ই আমাদের জন্য অনেক অনুসন্ধান হ'চ্চে। কিন্তু আজ অবধি কেহই কৃতকার্য্য হ'তে পারিনি। অন্য নামে পরিচয় দিলে বড় ভাল হ'ত। কিন্তু যা হবার তা হ'য়ে গেছে, আর কোন উপায় নাই। আর ভেবেই বা কি ক'রবো, খোদা যা করেন সমস্তই মঙ্গলের জন্য।

[দেলদারের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দিলজানের কক্ষ।

দিলজান।

গীত।

দিল। ঢেউ উঠেছে প্রেমের দরিয়ায়।
ফুর ফুর ফুর মধুর বাতাস বইছে ওলো তায়॥
তর তর তর লহরে লহর গায়ে গায়ে মিশে যায়।
কুল কুল রবে প্রাণটা আকুল, অকূলে কূল খুঁজে না পায়
পোড়া প্রাণ আর থাকেনা বশে
মজে গেছে তারই প্রেম রসে
শেষে কি হারিয়ে দুকূল মরবো আপশোষে—
(এখন) জ্বালায় জ্বালায় প্রাণ বাঁচান হ'ল বিষম দায়॥

আমার একি হ'লগো। আমি দিন দিন এমন হ'য়ে যাচ্চি কেন গো। দেলদারকে দেখে অবধি আমার প্রাণের ভেতর এমন হ্যাঁক'চ প্যাঁক'চ ক'রে ওঠে কেন গো! তাইতো এমন করে আমি কি ক'রে বাঁচবো গো! একে মেয়েমানুষ তায় অবলা—তায় দেলদার মিঞার অমন রূপ দেখে আমি যে একেবারে মজে গেছিগো! আমার কি হল গো! দিনে রেতে চোখে ঘুম নেই—পেটে ক্ষিদে নেই। আমায় এমন শুকো ধ'রলো কেন গো! তাইতো! তাইতো! এখন কি করি! কি করে মনটা ফিরিয়ে নি!'। কি করে দেলদারকে ভুলি। হায়! হায়! আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লগো! (রোদন)

(ফুরুমিঞার প্রবেশ)

ফুরু। বলি জানি—জানি—ও জানি! বলি এখানে অমন

করে নিঝুম মেরে দাঁড়িয়ে কেন জানি! জানি—জানি! তোমার ভাব দেখে আমি ভেবে ভেবে এই বুড়ো বয়সে আধখানা হয়ে গেলুম।

দি। আধখানা হয়েচ—হয়েচ! তা আমার কি! তুমি যদি আধখানা হও! সেটা কি আমার দোষ?

সুরু। তোমার দোষ বলে কোন সুবুদ্ধি! যত দোষ আমার নসীবের! বলি খানা টানা পেকিয়েচতো! জানি! তুমি যদি আমার দরদ না করতে তা হলে কি আমি এতদিন দুনিয়ায় থাকতে পারতুম! আহা হা! জানির মত দরদের মানুষ এ দুনিয়ায় খুজে পেলুম না।

দি। রাখ তোমার ন্যাকরা পানা! প্যান প্যানানি আর সয়না বলি দেলদার মিঞার দেখা পেলে? দেলদার মিঞার খোজ করেছিলে? এখন কাজের কথা কও। তারপর খানা পিনা হবে। নইলে আমি মাথা মুড় খুড়ে মোরবো। আহা! এক বিদেশী কেবল তোমারই জন্যে কোথায় হারিয়ে গেল।

সুরু। জানি! জানি! দেলদার মিঞার কদর তুমিই বুঝেছ। এখনও তাকে ভুলতে পারিনি। দেলদার মিঞা! তোমার মনে এই ছিল! আমাদের দুজনকে দোস্তি-গিরিতে একেবারে মেরে গেলে।

দি। আহা হা! দেলদার মিঞার কতই না কষ্ট হচ্চে।

সুরু। জানি! আর সে খ্যাদের কথা তুলনা। দেলদার মিঞার জান্য আমি মরে মামদো হ'য়ে গেছি। জানির তো

কথাই নেই! আহা হা! দেলদার মিঞা, এই তোমার মনে ছিল।

দি। তুমিই তো তাকে হাটে নিয়ে গিয়ে কাল ক'রলে। তোমার জন্যেই তো এমন আমীর দোস্তকে হারিয়েছি। আহা হা, কথায় কথায় মোহর গো, কথায় কথায় মোহর। এমন দোস্ত আর পাবে কোথায়। (কান্নার সুরে) ওগো আমাদের কি হল গো।

সুরু। (কান্নার সুরে) জানি! জানি! পিয়ারি! পিয়ারি! আর কেঁদনা, আর কেঁদনা, আমি যে করে পারি দেলদার মিঞাকে ধরে আনবই। তোমার সঙ্গে খানা খেলাবই, তোমার ভাবনা ঘোচাবই, তবে আমার নাম সুরুমিঞা।

দি। (হাস্যের সহিত) ওগো তুমি বল কি গো, তুমি বল কি? তবে পারবে? আনতে পারবে?

সুরু। তা যদি না আনতে পারি তবে এই বুড়ো প্রাণটা তোমার পায়ে খোয়াব। দেখি, খোদার মনে কি আছে। জানি! এখন চল, খানা পিনা করে মনের সুখে বিছানায় শুইগে।

দি। বল দেলদার মিঞাকে খুজে আনতে পারবে?

সুরু। খুব পারবো! দেলদার মিঞা যাবে কোথায়।

দি। বল পারবে?

সুরু। খুব পারবো জানি খুব পারবো! বুড়ো হয়েছি বলে কি একেবারেই অক্ষম হয়ে গেছি।

দি। তবে চল, এখন খানা পিনা করিগে।

সুরু। চল চল।

দি। (যাইতে যাইতে) বলি পারবে তো? ঠিক পারবে তো?

সুরু। খুব পারবো, জানি খুব পারবো। এখন চল খানা পিনা করে হজমের চেষ্টা দেখিগে।

[দিলজানকে লইয়া সুরুমিঞার প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

দেলেরার কক্ষ।

দেলেরা ও দেলদার।

দেলেরা। (দেলদারের হস্ত ধরিয়া) দেলদার! আজ আমার সুদিন উদয় হয়েছে। আজ আমি তোমার কাছে প্রাণ খুলে প্রাণের কথা বলে আমার হৃদয়ের ভার লাঘব করবো। দেলদার! দেলদার! আমার প্রাণের দেলদার! এখনও আমায় চিন্তে পারনি?

দেল। রৌসেন! কে তুমি! আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি।

দেলেরা। (মস্তকের টুপি খুলিয়া ও চুল এলাইয়া) এই দেখ, আমি তোমার সেই দেলেরা, দেলদার! দেলদার!

(রোদন)।

দেল। (আশ্চর্য্যে) দেলেরা! দেলেরা! আমার প্রাণের দেলেরা! এতদিন আমার কাছে আত্মগোপন করে ছিলে। (রোদন) দেলেরা! দেলেরা আমার দেলেরা!

দেলেরা। প্রভু! স্বামিন! আমার চিরারাধ্য ধন! আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু প্রভু! আর যে আমি এ

দুনিয়ায় বেশীদিন থাকবোনা! শীঘ্রই ত্যাগ করতে হবে, দারুণ ভাবনায় আর আমার মস্তিষ্কে কিছুই নাই, মাঝে মাঝে বুকের ভেতর কি রকম করে ওঠে, আমি বেশ বুঝতে পাচ্চি আমার মৃত্যু সন্নিকট! আমি বড় ভাগ্যবতী! বড় পুণ্যবতী! বড় সুখিনী! যে মৃত্যুকালে স্বামীর কোলে দেহ রাখতে পারবো!

দেল। (আশ্চর্য্য) এ কি কথা দেলেরা! ক্ষণিকের জন্য আলোক দেখিয়ে আবার কি চির অন্ধকারে ফেলতে চাও! দেলেরা! দেলেরা! আমার প্রাণের দেলেরা! আজ এ কি কথা বল!

দে। দেলদার চল! গুলনীহারের কাছে যাই, তার সঙ্গে আমার অনেক মনের কথা আছে, তাকে বলে যাবো। পিতৃতুল্য আলমশার সঙ্গেও অনেক কথা আছে, মাতৃস্থানীয়া বেগমের সঙ্গেও অনেক কথা আছে, অনেক কাঁদতে বাকী আছে! আমার শরীর ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে, আমায় ধরে নিয়ে চল; সকলের সঙ্গে শেষ দেখা করে আত্ম পরিচয় দিয়ে আমার মনের দারুণ অশান্তি দূর করি।

[দেলদারের স্কন্ধে মস্তক স্থাপন।

দেল। দেলেরা! দেলেরা! এই দেখাবার জন্যই কি আমায় দেখা দিলে! তোমার জীবনের শেষ সময়ে কি আমায় জানিয়ে গেলে! খোদা! এ আবার কি খেলা প্রভু!

দে। দেলদার, স্বামিন্! প্রভু! দেলেরার জীবনসর্ব্বস্ব!

চল আমায় পুরীমধ্যে সকলের সম্মুখে নিয়ে চল। আমি সকলকে আমার প্রাণের সকল কথা বলে শান্তিলাভ করি। সকলেই জানুক, সকলেই দেখুক, বসোরার সাহাজাদি দেলেরাকে দেখুক, বসোরার উজীরজাদা আমার প্রাণের দেলদারকে দেখুক, ইরাণ দেখুক, দেলেরা দেলদার কি ভাবে আত্মগোপন করে দিনযাপন করেছে।

দেল। দেলেরা! দেলেরা! (রোদন)।

দে। কেঁদোনা দেলদার, কার জন্ম কাঁদ! দুনিয়ায় এসেছি, যেতেই হবে, আবার দুজনে খোদার নূতন দুনিয়ায় মিলিত হব। সেথায় শোক নাই, তাপ নাই, বিচ্ছেদ নাই, জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, আছে কেবল চির শান্তি বিরাজমান। এ দুনিয়া সুখের স্থান নয়, কেবল দুঃখ! মিলনের স্থান নয়, কেবল বিরহ! দেলদার, এখনও তুমি কাঁদচো! কেঁদোনা, আমার কথা শোন, কেন বৃথা কাঁদচো।

দেল। দেলেরা, কেন কাঁদচি তুমি জিজ্ঞাসা কচ্চো! তার উত্তর জানিনা, আমার প্রাণের ভেতর যে কি অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছে তা জানেন খোদা! আর জানি আমি, আর কেউ জানেনা কেন কাঁদচি, তুমিতো জাননা! শেষ সময় কেন আমায় পরিচয় দিলে, কেন আমার প্রাণের আগুণ দ্বিগুণ ভাবে জ্বালালে! আমি আশার আশায় জীবন অতিবাহিত কচ্ছিলেম, মনে করেছিলেম একদিন না একদিন

দেলেরার সঙ্গে দেখা হবে, সেই আশায় আমি সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে এক রকমে জীবনের বাকী দিন কাটিয়ে যাচ্ছিলেম। হায়! আজ আমার সে আশা নিরাশা স্রোতে ভেসে গেল। (রোদন)

সে। দেলদার! চল গুলনীহারের কাছে যাই, যতদিন আছি ততদিন মনের সুখে সকলের সঙ্গে হেসে খেলে নিই। দেলদার! এখন কেন কাঁদ, এখনতো সে কাঁদবার সময় উপস্থিত হয়নি। যখন আমার সে সময় উপস্থিত হবে, তখন আমিও কাঁদবো, তুমিও কাঁদবে, তখন তোমায় কাঁদতে বারণ কর্ব্বোনা! দেলদার! দুনিয়ায় খোদা কাঁদতেই পাঠিয়েছিলেন কেঁদেই চলে যাবো। চল গুলনীহারের কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

বনপথ।

(জনৈক ফকিরের প্রবেশ।)

গীত।

ধন্য দুনিয়া, কি মায়া বাঁধনে জীবগণে তুমি বেঁধেছ।
হরষিত চিতে ত্যজিয়ে তোমাকে কারে কবে যেতে দেখেছ॥
সকলেরই আশ, রহে বার মাস, স্বজন মিলিয়ে আপনার লয়ে;
মরণ কামনা কেহই করে না, অমর হইতে সকলই চাহে—
চিরদুঃখময় যাদের হৃদয়, তাদেরও কি মন ত্যজিতে তোমায়,
চিরসুখী জন, সুখেতে মগন, মনের বাসনা আরও সুখে রন,
মুমূর্ষুর আশ নবীন জীবন, জরাগ্রস্ত চাহে সুঠাম গঠন,
স্থবিরের সাধ নূতন যৌবন, যদি ফিরে পায় ভোগ করে—
কেহ কি ভাবে, এমন দিন হবে, সব পড়ে রবে একা যেতে হবে,
সাধের খেলা ঘর পড়িয়ে যে রবে, এত সাধে যারে বেঁধেছ,
ধন্য দুনিয়া ধন্য এ মায়া কি মোহে জীবে মোহিত ক'রেছ॥

[ফকিরের প্রস্থান।

(শা ফরিদের প্রবেশ।)

শা। জহর! জহর! এ দুনিয়ায় সকলই জহর। মূর্খ জীব সেই জহরে জর্জ্জরিত! হিংসা, দ্বেষ, অভিমান, ক্রোধ সমস্ত জহরকেই মনের সাধে পান করে উন্মত্ত হ'য়ে আমি আমি আমার আমার করে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্চে। খোদা! শান্তি দাও, শান্তি দাও, জীব হৃদয়ে শান্তি দাও, মূর্খ জীব দুনিয়ার সকল ত্যাগ ক'রে তোমায় চিনুক, তোমার শান্তিময় চরণে বিলীন হোক্। [শা-ফরিদের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

মতি মহল।

(শয্যায় দেলদারের ক্রোড়ে দেলেরা শায়িতা।)

সম্মুখে—আলমশাহ, উজীর, গুলনীহার

ও পরিচারকগণ।

দেল। দেলেরা! দেলেরা! কথা কও, আর একবার একা কথা কও।

(রোদন।

দে। দেলদার! আমি বড় সুখিনী যে জীবনের এক দিনও তোমার সঙ্গে সুখে বাস করেছি। আ অতি ভাগ্যবতী! আজ পতির সম্মুখে, পতির কোে পতির মুখ দেখে হাসতে হাসতে ইহজীবনের লী খেলা সাঙ্গ করবো। দেলদার! কেঁদোনা, কাঁদে তো আমায় আর ফিরে পাবেনা। আমি বুঝে পাচ্ছি, আমার অন্তিম সময় উপস্থিত! এ স কেঁদে আর কেন আমায় বৃথা কষ্ট দাও।

দেল। দেলেরা! আমার প্রাণের দেলেরা! এই দেখব জন্যই কি তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এ দেখাবে বলে কি আমায় দেখা দিলে দেলের দেলেরা! আজ তোমার দেলদারকে কোথায় ফে কার হাতে দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছ! খোদা! এ তোমার মনে ছিল। (রোদন)

(হকিমের প্রবেশ।)

আলম। (হকিমকে দেখিয়া) আসুন! আসুন! দারুণ সন্দেহে আপনাকে পুনরায় ডাকতে পাঠিয়েছি। (দেলেয়ার প্রতি) ভয় কি মা! আবার হকিম সাহেব এসেছেন, এখনই আরোগ্য হবে, কেন মা আমার আগে পরিচয় দাওনি! উজির! আমি যা ভেবেছিলেম তাই হ'ল! হা ভাই সেকেন্দার সা! (রোদন)

হকিম। (আলমশাহার প্রতি) আপনি দেখচি পাগল হলেন! রোগীর কাছে এমন করে কাঁদলে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হবে, আপনি কাঁদবেন না। দেখি হাতটা দেখি, (দেলেয়ার হাত দেখিয়া মুখ বিকৃত করণ ও প্রকাশ্যে) এখনতো একটু ভাল দেখ'চি, দিব্যি নাড়ী চলছে. এমন নাড়ী থাকলে ভয়ের কোন কারণ নেই, তবে রোগটায় কিছুদিন ভোগাবে, রোগটা অধিক পরিমাণে ভাবনার দরুণেই হয়েছে, তাত আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি! ভেবে ভেবে মগজে কিছুই নাই! আমার দাওয়াই নিয়মমত ব্যবহারে রোগী পূর্ব্বের ন্যায় সবল হবে, কোন ভাবনা নাই, আপনি কাঁদবেন না।

উজীর। হকিম সাহেব! আপনি জানেন না সম্রাটের হৃদয়ের ভেতর কি হচ্চে, কাকে প্রবোধ দিচ্চেন! কে প্রবোধ মানবে। (রোদন)

দেলেয়া। (আলমশাহের প্রতি) বাবা! আমি বুঝতে পাচ্চি আর আমার বেশী দেরী নাই, আমার এ অন্তিমকালে

এই শেষ অনুরোধ, দেলদারকে দেখবেন, দেলদারকে আমার জন্য কাঁদতে দেবেন না! প্রিয় ভগ্নী গুলনীহারকে দেলদারের হস্তে সমর্পণ করে আমায় ভুলে যাবেন! কোই গুলনীহার কোই! গুলনীহার কি এখানে নাই?

আ। এই যে মা তোমার গুলনীহার।

গুল। দেলেরা! দেলেরা! বহিন! (দেলেরার সম্মুখে অগ্রসর ও রোদন)

দেলেরা। গুলনীহার! ছোট বোন্‌টী আমার! কাঁদচো কেন বোন্‌! আর কেঁদোনা! আমায় হাসিমুখে জন্মের মত বিদায় দাও।

গুল। দিদি! দিদি! আজ আমাদের কোথায় ফেলে যাচ্ছ! আমরা তোমা হারা হ'য়ে কি করে থাকবো দিদি! (রোদন)

দেলেরা। গুলনীহার! বোন! মনে বড় আক্ষেপ রইলো যে তোমার সঙ্গে একদিন এক দণ্ড নির্জ্জনে বসে দুই ভগ্নীতে মনের কথা কইতে পারলেম না। খোদা আমায় সেদিন দিলেন না! আমি তোমার কাছে আত্মগোপন করে তোমায় কতই ছলনা করেছি। বোন! বড় খেদ রইলো তোমায় নিয়ে সুখী হ'তে পারলেম না, আমার মনের আশা মনেই মিশিয়ে গেল। আশীর্ব্বাদ করি, দুনিয়ায় হাসতে এসে হেসেই জীবনযাপন কর, আমার মত যেন কাঁদতে না হয়।

হকিম। তাইতো! রোগীকে এত করে বকানটা ভাল নয়। তাতে রোগের বৃদ্ধি হতে পারে, রোগীর সঙ্গে এখন কেউ বেশী কথা কবেন না, রোগীকে একটু ঘুমুতে দিন, ঘুমুলে অনেকটা সুস্থ হবে।

উজীর। হকিম সাহেব! এখন কি রকম দেখচেন?

হকিম। আমিতো তেমন কিছু মন্দ দেখছি না, রোগীর লক্ষণগুলি সবই ভাল, এখন রোগীর জীবনে আশা আছে. তবে বকুনিটার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে, তার জন্য বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নেই। বিকার একটু বৃদ্ধি হয়েছে, আমি গিয়ে দাওয়াই পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেই দাওয়াইতেই রোগী অনেকটা সুস্থ হবে, নিদ্রা যাবে, বকুনিটা থামবে, বিকারও হ্রাস পাবে।

[হকিমের প্রস্থান।

দেলেরা। বাবা কোথায়।

আলম। এইযে মা আমি। কেন মা? বল, বল, কি বল্‌বে বল?

দে। বাবা! পারেন তো আমার মৃত্যুর পর আমার পিতা সেকেন্দর শাহকে আর অভাগিনী মাকে খবর দেবেন। আহা! অভাগিনী আমা হারা হ'য়ে বেঁচে আছেন কিনা জানিনা। [রোদন।

আলম। কেঁদোনা মা! আমি তোমার খবর, দেলদারের খবর বসোরায় পাঠিয়েছি। সেকেন্দর শাহ, ফিরোজ শাহ তোমাদের সংবাদে কখনই সুস্থির থাক্‌তে পার্‌বেনা, তাদের হারাধনের জন্য নিশ্চয়ই এখানে

আসবে, আর কেঁদোনা মা, আর ভেবোনা তাহ'লে অসুখ আরও বাড়বার সম্ভাবনা।

দে। নীল আকাশের ভেতর দিয়ে কেমন সুন্দর পথটা দেখ! পথটার চারিদিকেই কি সুন্দর আলোক! কারা নাচতে নাচতে গান কর্‌তে কর্‌তে আমায় ডাকচে! আমায় নিতে আসচে! আহা! কি সুন্দর স্থান, শান্তি! শান্তি! শান্তি! চারিদিকেই শান্তি বিরাজ কচ্চে! ঐ শান্তিময় স্থানে আমি যাবো! দেলদার! আর একবার তোমায় জন্মের মত ভাল ক'রে দেখেনি! এই দেখাই আমার শেষ দেখা, আর দেখতে হবেনা, আর দেখতে পাবনা! প্রভু! স্বামিন্! জন্ম জন্মান্তরে যেন তোমাকেই স্বামীরূপে পাই। (নিরব ও ক্ষণপরে) খোদা! দুনিয়ার মালিক! আমায় তোমার চরণে স্থান দাও! আমি এ দুনিয়ায় বড় কষ্ট সহ্য করেছি। প্রভু! কেঁদে কেঁদেই আমার দিন গেছে। দুনিয়ার মালিক! আমায় তোমার চরণে স্থান দাও।

[মূর্চ্ছা।

আলম। এ কি হ'ল, এ কি হ'ল, উজির! উজির!

দেল। (দেলেরার দেহের উপর পতিত হইয়া) দেলেরা! আমার দেলেরা, আর একটী কথা কও; আর একটী কথা কও। কি কল্লে দেলেরা—কি কল্লে, আজ আমায় কোথায় ফেলে গেলে। ওহো! আজ আমার কি হ'ল। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন।

আলম। (সকলের প্রতি) ধর, ধর, দেলদারকে ধর।

[সকলে দেলদারকে ধরিয়া দণ্ডায়মান।

দেল। দেলেরা, আমার দেলেরা! এইযে তুমি আমার সঙ্গে এইমাত্র কথা কইলে। আর কথা কচ্চনা কেন? কথা কও, দেলেরা কথা কও। (দেলেরাকে আলিঙ্গনে উদ্যত) আমায় ছেড়ে দাও, আমিও যাবো। আমার দেলেরা যেথায় গেছে, আমিও সেথায় যাবো। কেন তোমরা আমাকে ধরে রেখেছ, আমায় যেতে দাও; চুপ, চুপ, গোল ক'রোনা, গোল ক'রোনা। দেলেরা আমার শান্তি ভালবাসে, আজ তাই শান্তচিত্তে শান্তিময় স্থানে শান্তিলাভ কর্ত্তে যাচ্চে! এখন গোল ক'রে তার শান্তিভঙ্গ ক'রোনা। আমায় ডাকচে, আমার জন্ত কাঁদচে। দেলেরা! এইযে, এই যে আমি। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই তো যাচ্চি।

[দেলদারকে লইয়া রক্ষকগণের প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গুলনীহারের প্রস্থান।

আলম। (দেলেরার গাত্রে হস্তস্থাপন করিয়া) উজির! উজির! একি হলো, সর্ব্বাঙ্গ হিম হ'য়ে যাচ্চে কেন?

উজীর। (দেলেরার গাত্রে হস্ত স্থাপন করিয়া) জাঁহাপনা! ভয় নাই, আপনি যে ভয় ক'চ্চেন তা নয়, এ মূর্চ্ছা। একে অতিশয় দুর্ব্বল, তার ওপর হঠাৎ ভাবনায় মূর্চ্ছা এসেছে। জাঁহাপনা! স্থির হ'ন, এ মৃত্যু লক্ষণ নয়, আমি বেশ ব'লতে পারি।

আলম। উজীর, উজীর, তোমার কথাই যেন সত্য হয়। খোদা, খোদা, গোলাম তোমার কাছে করযোড়ে কাতরে দেলেরার জীবনভিক্ষা কচ্চে, দয়াময়! গোলামের এ বাসনা পূর্ণ কর প্রভু।

(বেগে দেলদারের প্রবেশ)

দেল। কোই! কোই! আমার দেলেরা কোই! আমায় দেখাও! আমার দেলেরাকে একবার আমায় দেখাও।

আলম। দেলদার! বৎস! স্থির হও।

উজীর। দেলদার! স্থির হও! ধৈর্য্য ধর! কেন এত অধৈর্য্য হ'চ্চ! এত দেলেরার মৃত্যু লক্ষণ নয়, এ যে মূর্চ্ছা, তবে এত অধৈর্য্যের কারণ কি? দেলেরা এখনই সুস্থা হবে, আবার তোমার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে কথা কইবে।

দেল। মিথ্যা! মিথ্যা! মিথ্যা! আর কেন আমাকে বৃথা প্রবোধ দিচ্চেন! আর কেন আমাকে বৃথা আশ্বাসে আশ্বাসিত কচ্চেন! দেলেরা! দেলেরা!

আলম। দেলদার! বৎস! উজিরের অনুমান মিথ্যা নয়, প্রকৃতই দেলেরার মূর্চ্ছা হয়েছে, উজীর বহুদর্শী, বিজ্ঞ, প্রবীণ, উজীরের কথা কখনই মিথ্যা হবেনা, বৎস! ধৈর্য্য ধর! বিলাপ সম্বরণ কর, এরূপ বিলাপে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতির বিশেষ সম্ভবনা একমনে ঈশ্বরকে ডাক, তাঁর কাছে দেলেরার কায় মনে মঙ্গল প্রার্থনা কর।

দেল। প্রার্থনা! আমার দেলেরার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা। কে ঈশ্বর! ঈশ্বর কিরূপ? আহা পিতা! ঈশ্বরের হৃদয় এত কঠিন!

উজীর। দেলদার! তিনি করুণাময়, জীবের প্রতি তাঁর অসীম করুণা, তাঁর দোষ দেওয়া বৃথা।

দেল। কি, তিনি করুণাময়! তবে আমার প্রতি এমন নিদয় কেন? কোই তাঁর করুণার কণামাত্রও আমি পেলেম না কেন?

আলম। দেলদার! একবার প্রাণভরে সেই করুণাময় পরম পিতাকে ডাক দেখি! তোমার শোক তাপ সকলই দূরে যাবে! এখনই তুমি শান্তি পাবে।

দেল। হে শান্তিময়! আমায় শান্তি দাও! আমার দেলেরাকে শান্তি দাও! আমি শান্তি চাই! আমার দেলেরা এ সংসারে আর নাই, আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি। প্রভু! দয়াময়! তোমার নফর দেলদারকে দেলেরার সাথী কর, তোমার চরণে স্থান দাও।

(জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে—গীত।)

অন্তে যেন জীবন জ্যোতি মেশে তব জ্যোতির্ম্ময় রাজীবচরণে।
আসি এ ধরায় শুধু যাতনায় কেটে গেল দিন কেঁদে অকারণে॥
শৈশবে ছিলনা কোনই বেদনা,
ফোটেনি হৃদয়ে কোনই বাসনা,
যৌবনে করি যুবতী কামনা চঞ্চল চিত্ত প্রেমের দহনে॥
শুধু হাহাকার এ জীবনে সার,
ভ্রমে ভুলেছিনু শ্রীপদ তোমার,
বহিতে পারিনা জীবনের ভার করুণার কোলে লহ হে—
অশান্তি আঁধার ঘুচুক আমার শান্তি আলোক পুলকে হেরি নয়নে॥

দেল। দেলেরা! দেলেরা! প্রাণেশ্বরী!

[পতন ও মূর্চ্ছা।

আলম। (উদ্বিগ্নচিত্তে) এ কি হ'ল! এ কি হ'ল! (দেলদারের গাত্রে হস্তক্ষেপণ)

উজীর। (দেলদারের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া) জাঁহাপনা! ভয় নাই! এ দেলদারের মূর্চ্ছা।

আলম। উজির! এ মূর্চ্ছা নয়। দেলদার ইহসংসার পরিত্যাগ করেছে।

উজীর। বলেন কি! বলেন কি! পুনরায় (দেলদারের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া) কি সর্ব্বনাশ হ'ল।

(জনৈক গোলামের প্রবেশ)

গোলাম। (অভিবাদন করিয়া) জাঁহাপনা! বসোরাধিপতি উজিরসহ দ্বারে দণ্ডায়মান।

আলম। (আশ্চর্য্যে) কি! বসোরাধিপতি দ্বারে দণ্ডায়মান! উজির! উজির! আজ সেকেন্দর শাহকে, ফিরোজ শাহকে কি বলবো, কি ক'রে তাদের কাছে এ মুখ দেখাবো, আজ তারা মনের আনন্দে হাসিমুখে ইরাণে এসেছে, আমি কেমন ক'রে তাদের কাঁদিয়ে ফেরাবো, খোদা! খোদা!

উজীর। জাঁহাপনা! বৃথা ভাবনায় কালক্ষেপণের প্রয়োজন নাই, খোদা যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য, তাঁর যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপই হবে! এখন বসোরাধিপতিকে মহা সম্মানে এস্থানে আনয়ন করুন।

আলম। উজির! তুমি মহা সম্মানে সেকেন্দর শাহ, ফিরোজ

শাহকে এস্থানে আনয়ন কর, আমি দেলেরা দেলদারের পরিচর্য্যা করি।

[উজীরের প্রস্থান।

আলম। বসোরাধিপতি ভাই সেকেন্দার শা আজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছে, তার হারাধন ফিরে পাবার জন্যে এসেছে, খোদা! আজ আমার এ আনন্দের দিনে, নিরানন্দের অভিনয় কেন ক'রলে প্রভু! আজ আমি কোথায় তাদের হারাধনকে তাদের হাতে দিয়ে আনন্দসাগরে ভাসবো—তা'নয়—নিরানন্দের স্রোতে ভেসে গেলেম।

(উজির, সেকেন্দর শাহ ও ফিরোজ শাহের প্রবেশ)

সে। ভাই! ভাই! কি শুনলেম! কি শুনলেম! কোই আমাদের দেলেরা, দেলদার কোই! (আলম সাহের গলা ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

আলম। ভাই! ভাই! (রোদন)

ফি। হা দেলদার! হা দেলেরা! আজ আমরা কার জন্য ইরাণে এলেম! (রোদন)

(শা ফরিদের প্রবেশ)

শা, ফ। খোদা! জাঁহাপনার তক্ত-তাজ কায়েম রাখুন! (সেকেন্দর ও ফিরোজ শাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) সেকেন্দর শাহ! ফিরোজ শাহ! তোমরাও বসোরা ত্যাগ ক'রে ইরাণে এসেছ! মূর্খ! দাম্ভিক! অভিমানি! খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ ক'রেছ, ফকিরের আজ্ঞার অবমাননা ক'রেছ, তোমাদের

এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অন্ধকার! চারিদিকে অন্ধকার! ঘোর অন্ধকার!

ফি। প্রভু! প্রভু! গোলামের কৃত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। (পদতলে পতন)

সে। দয়াময়! আর নিদয় হবেন না।

(পদতলে পতন)

শা, ফ। দেলদার দেলেরার সুখের জন্য, দেলদার দেলেরার শান্তির জন্য, দেলদার দেলেরার মঙ্গলের জন্য আমি সর্ব্বদাই তাদের পাছু পাছু আছি, সর্ব্বদাই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ক'রছি, আজ দেলেরা অসুস্থা! দেলদার মূর্চ্ছাগত! আমি কোন প্রাণে তাদের ভুলে থাকি! আমার অন্তরে আঘাত লেগেছে, তাই বসোরা ত্যাগ ক'রে আজ ইরাণে উপস্থিত হয়েছি।

সে ও ফি। প্রভু! প্রভু!

শা, ফ। সেকেন্দর শাহ! ফিরোজ শাহ! পদ পরিত্যাগ কর, দেলদারকে দেখতে দাও, দেলেরাকে দেখতে দাও (সেকেন্দর ও ফিরোজ শাহের পদ পরিত্যাগ ও শা ফরিদের দেলদারের নিকট যাইয়া গাত্রে হস্ত স্থাপন করতঃ) আহা! দারুণ শোকে দেলদার মূর্চ্ছাগত! (দেলেরার নিকট যাইয়া ও তাহার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া) দেলেরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভুতা! শরীরে আর কোন রোগের লক্ষণ নাই, তাই আজ বিরামদায়িনী নিদ্রার কোমল ক্রোড় লাভ ক'রেছে, (দেলদার ও দেলেরার গাত্রে মন্ত্রপুতঃ বারি সিঞ্চন

করিয়া) দেলদার দেলেরা এত শীঘ্র দুনিয়া ছেড়ে যাবে না, তাদের সকল আশাই অপূর্ণ র'য়েছে। (সকলের প্রতি) তোমরা এস! দেলদার দেলেরাকে সুস্থ হ'তে দাও।

[দেলদার ও দেলেরা ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

নিভৃত কক্ষ।

শা ফরিদ, আলম শাহ, সেকেন্দর শাহ ও ফিরোজ শাহ।

শা, ফ। সেকেন্দর শাহ! ফিরোজ শাহ! এখনও কি খোদার মহিমা বুঝতে পারনি, আমি এখনও বলচি খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর কোন কাজ ক'রোনা। তোমরা উভয়েই দেলদার দেলেরাকে সুখী কর, দেলদার দেলেরার সুখে তোমরা সুখে ভাসবে! সকলে সুখে ভাসবে! দুনিয়া সুখে ভাসবে! আর আমার কথা লঙ্ঘন ক'রোনা, আমার আজ্ঞামত কাজ কর।

সে। প্রভু! গোলামকে আজ্ঞা করুন! আর আপনার আজ্ঞার অবমাননা হবেনা, একবার আপনার আজ্ঞা অবহেলা ক'রে সমুচিত দণ্ড পেয়েছি, জীবনে তা ভুলতে পারবোনা, প্রভু! দেলেরা আর আমার নয়, দেলেরা আপনার, আপনি সাক্ষাৎ মহাপুরুষ! আপনি খোদার সহচর! আপনার কৃপায় আমার দেলেরাকে

মৃত্যু মুখ হ'তেও ফিরে পেয়েছি, আপনার যা অভিরুচি হয় তাই করুন, গোলাম আর কোন প্রতিবাদ কোরবেনা, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, আমার জ্ঞানচক্ষু এত দিনে উন্মীলিত হ'য়েছে, আমি বেশ দেখতে পাচ্চি, এ দুনিয়ায় ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, আত্মাভিমান, দম্ভ, সকলই অসার। প্রভু! আমি এ জ্ঞান আপনা হ'তেই লাভ ক'রলেম।

শা, ফ। ফিরোজ শাহ! আশা করি সেকেন্দর শাহের মত তোমারও মতি গতি ফিরেছে।

ফি। (যথোচিত সম্মান পুরঃসর) প্রভু! এতদিন আপনাকে চিনেও চিন্তে পারিনি; তাই এত কষ্টভোগ কল্লেম, আমার মূর্খতার জন্য আমি বিশেষ অনুতপ্ত। প্রভু! প্রভু! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। আশীর্ব্বাদ করুন, আর যেন কখন আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে কুণ্ঠিত না হই, প্রভু! দেলদার আজ হ'তে আমার নয়—আপনার! আমি দেলদারকে আপনার হস্তে সমর্পণ ক'রলেম, আপনার যা অভিরুচি আপনি তাই ক'র্ত্তে পারেন।

শা, ফ। ফিরোজ শাহ! সেকেন্দর শাহ! আজ আমি তোমাদের ব্যবহারে যে কতদূর আনন্দলাভ ক'রেছি তা বর্ণনাতীত। আশীর্ব্বাদ করি উভয়েই পুত্র কন্যা ল'য়ে এ সুখের দুনিয়ায় সুখভোগ ক'রেই কাটিয়ে যাও, আমার ইচ্ছা—শুভদিন দেখে দেলদারের সঙ্গে দেলেরার মিলন ক'রে দোবো। এ শুধু আমার ইচ্ছা

নয়—খোদার ইচ্ছা! তোমরা উভয়েই খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ ক'রে বল দেখি কত কষ্টই না সহ্য ক'রলে, এখন হ'তে তাঁর পদে মতি রাখ, দুনিয়া আবার সুখের দুনিয়া ব'লে অনুভব ক'রবে। আলম শাহ! ইরাণের অধিপতি! তোমারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

আলম। প্রভু! নিজগুণে গোলামের গৃহ পবিত্র ক'রেছেন! আজ আমি ধন্য, আমার যে যেখানে আছে সকলেই ধন্য, আজ আমার ইরাণ ধন্য, আজ আমার প্রজাগণ ধন্য, প্রভু! যদি দেখা দিয়েছেন তবে দাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন! ইরাণে কিছুদিন অবস্থিতি ক'রে দাসের সেবা গ্রহণে দাসকে কৃতার্থ করুন।

শা, ফ। আলম শাহ! আমি তোমার বদান্যতায় যারপরনাই সন্তুষ্ট হলেম! আশীর্ব্বাদ করি সুখের দুনিয়ায় সুখেই কাটিয়ে যাও, আলম শাহ! তোমাদের দুই ভাইয়ের দুই কন্যা দেলদারের হস্তে সমর্পণ কর, সকলেরই মুখে হাসি দেখতে আমার বাসনা, ইরাণ ও বসোরা আনন্দসাগরে ভাসুক এই আমার একান্ত অভিলাষ।

আলম। প্রভু! আপনি সর্ব্বজ্ঞ! আপনার অবিদিত অজানিত কিছুই নাই, আজ আমি ধন্য হ'লেম, গোলামের প্রতি আপনার অসীম করুণা।

শা, ফ। খোদা! তুমি যা কর সকলই জীবের মঙ্গলের জন্য! চল উপাসনার সময় আগত।

[শা ফরিদের প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

মসজিদ অভ্যন্তর।

গুলনীহার।

গুল। (জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে) হে পরম পুরুষ! তুমি জগৎ পালক! তুমিই সৃষ্টিস্থিতি সংহার কর্ত্তা! তুমিই প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ে বিমল আনন্দ! তুমিই এ দুনিয়ার মালিক। প্রভু! তুমি সর্ব্বব্যাপী! সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ! ভুত, ভবিষ্যত সকলই তোমার গোচর! আমার মনের ভাব কিছুইতো তোমার অগোচর নাই প্রভু! দয়াময় তনয়ার প্রতি প্রসন্ন হও।

(ধীরে ধীরে শা ফরিদের প্রবেশ)

শা, ফ। মা আমার! তোর মনোবাসনা অচিরেই পূর্ণ হবে। মনোমত পতি ল'য়ে এ দুনিয়ায় হাসতে হাসতে দিন কাটাবে। মা! আমি ফকির, সংসার ত্যাগী, আমার কথা কখনই মিথ্যা হবেনা। মা! মা! তুমি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত কন্যা, পিতার সমস্ত সদগুণগুলিই সাধ ক'রে তোমার অঙ্গের ভূষণ ক'রেছ, আশীর্ব্বাদ করি পতি সুখে সোহাগিনী হও, দীন দুঃখীর কষ্ট নিবারণ কর, আর তাঁর চরণে চিরকাল সমভাবে মতি রেখো। আজ কি দেখলেম! কি দেখলেম! আজ বিমল আনন্দে প্রাণভরে গেল! এস মা!

[শা ফরিদের প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গুলনীহারের প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য।

পথ।

গীত।

(জনৈক ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। ম্যায় মেরা নহি হুঁ ইস আজব দুনিয়ামে।
সব কই হামারা করতা হৈ ধোখা বাজিমে॥
দুনিয়ামে যব পয়দা হুয়া,
দুনিয়াদারী সব দেখ লিয়া,
দুনিয়ামে তাজব বন গয়া খেয়াল হুয়া ইস্ কুদরতমে॥
আখির সমঝকে চলনা চাহিয়ে,
জবান দোরস্ত রাখনা চাহিয়ে,
জবানমে জহর হৈ দেখিয়ে খেয়াল রাখনা ইস্ আকলমে॥

[ফকিরের প্রস্থান।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

উৎসব মণ্ডপ।

আলম শাহ, উজীর, সেকেন্দর শাহ, ফিরোজ শাহ
ও সভাসদগণ।

আলম। ভাই সেকেন্দর! আজ আমাদের কি আনন্দের দিন বল দেখি! ফিরোজ শাহ! ভাই! আজ আমাদের বড় সুখের দিন! (উজীরের প্রতি) উজির! উজির! আজ আমরা কত সুখে সুখী! (সভাসদগণের প্রতি) সভাসদগণ! আজ আমাদের সকলের প্রাণে কি আনন্দ বল দেখি!

সভাসদগণ। ইরাণ অধিপতির মনস্কামনা পূর্ণ হোক্।

উজির। জাঁহাপনা! আজ আমাদের এ আনন্দ রাখবার কি জায়গা আছে, ধন্য খোদা! ধন্য তোমার মহিমা!

(দেলদার, দেলেরা ও গুলনীহারকে লইয়া
শা ফরিদের প্রবেশ)

শা, ফ। ফিরোজ শাহ! আলম শাহ! সেকেন্দর শাহ! আজ তোমাদের বস্তু তোমরা গ্রহণ কর, (দেলদারকে ফিরোজ শাহের নিকট, দেলেরাকে সেকেন্দর শাহের নিকট ও গুলনীহারকে আলম শাহের নিকট দিয়া) এই উত্তম সময়, কন্যা সম্প্রদান কর! (সেকেন্দর ও আলম শাহের দেলেরা ও গুলনীহারকে দেলদারের হস্তে সমর্পণ) সেকেন্দর শাহ! ফিরোজ শাহ! আলম

শাহ! আজ কি সুখের দিন বল দেখি! খোদা এত দিনে সকলের মনোবাসনা পূর্ণ ক'রলেন, এতদিনে তাঁর ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হ'ল। আজ আমার আনন্দ ধরেনা, সেকেন্দর শাহ! আলম শাহ! উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান ক'রেছ, ফিরোজ শাহ! তোমার উপযুক্ত পুত্র উপযুক্ত স্ত্রীরত্ন লাভ ক'রেছে, খোদা! খোদা! দেলদার, দেলেরা, গুলনীহারকে সুখী কর! তোমার কাছে এই আমার প্রার্থনা! দেলেরা! মা আমার! অনেক কষ্ট সহ্য ক'রেছ, আমি খোদার কাছে কায়মনোবাক্যে তোমার সুখ প্রার্থনা করি! গুলনীহার! মা আমার! চিরসুখিনী হও, দুই ভগ্নীতে স্বামীসেবায় জীবন অতিবাহিত কর, আর আমি কিছুই চাইনা, দেলদার! বৎস! গুণের উপযুক্ত পুরস্কার লাভ ক'রেছ, বৎস! খোদার মেহেরবাণীতে তুমি ভবিষ্যতে কেবলমাত্র বসোরার মালিক নও ইরাণেরও মালিক। বৎস! তোমাতে এরূপ সৎগুণ মহানুভবতা না থাকলে তুমি কি ভবিষ্যতে দুটী রাজ্যের অধিপতি হ'তে পারতে, তোমার হৃদয় অতি মহান্, অতি উচ্চ, আশীর্ব্বাদ করি দেলেরা গুলনীহারকে নিয়ে খোদার সুখের দুনিয়ায় সুখভোগ কর। বৎস! আমার শেষ আজ্ঞাটী সর্ব্বদাই মনে রাখবে, খোদা যা করেন জীবের মঙ্গলের জন্য! তিনি দয়াময়! সেই দয়াময়ের নাম যেন কখন ভুলোনা। ফিরোজ শাহ! সেকেন্দর

শাহ! আলম শাহ! আজ এ আনন্দে এস আমরা সকলে যোগ দিই।

সে। প্রভু! গোলাম যে এ আনন্দ উপভোগ ক'র্বে তা তার মনে ছিলনা, কেবল আপনারই কৃপায় আজ এত আনন্দ উপভোগ ক'চ্চি।

ফি। প্রভু! আপনার অনুগ্রহেই আজ আমরা সকলেই আনন্দিত।

আলম। প্রভু! দয়াময়! যখন গোলামের সকল আশা পূর্ণ ক'রলেন, তবে আর একটী বাসনা পূর্ণ করুন।

শা, ফ: কি বল?

আলম! দেলদার, দেলেরা, গুলনীহার আজ আমার সিংহাসন আলো করুক, এই আমার প্রার্থনা।

শা, ফ। উত্তম সংকল্প।

আলম। (দেলদার, দেলেরা ও গুলনীহারকে সিংহাসনে বসাইয়া) খোদা! আজ আমার সিংহাসন আলো হ'ল।

শা, ফ। খোদা! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার মহিমা! হে পরম পুরুষ! জীব হৃদয়ে শান্তিদাতা! তোমার বস্তু তোমাকে চিন্তে দাও। আলম শাহ! আজ এই শুভদিনে দীন দুঃখীর জন্য কোষাগার উন্মুক্ত ক'রে দাও, দুনিয়ায় খয়রাৎ দাও, খয়রাৎ দাও, এর চেয়ে পুণ্য আর কিছুই নাই।

আলম। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[দেলদার, দেলেরা ও গুলনীহার ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

(সখিগণের প্রবেশ)

গীত।

সখিগণ। দেখলো কিবা মিলন মনোহর।
নীলিমায় তারার মালায় উদয় যেন শশধর॥
মুকুলিত প্রেমকলি আজি ফুটিল,
আকুলিত প্রাণগুলি আজি জুড়াল,
প্রেম সোহাগে নব অনুরাগে
মরমের কথাগুলি মরমেতে জাগে,
সুধা হাসি ধরে তাই নধর অধর॥

যবনিকা।

